অজানা রহস্য!

সংকলন ও সম্পাদনায়

আব্দুল মাজিদ

সংকলন ও সম্পাদনায়

আব্দুল মাজিদ

লুকিয়ে থাকা অজানা রহস্য

সংকলকঃ আব্দুল মাজিদ

কম্পিউটার কম্পোজঃ

প্রথম প্রকাশঃ ৫ জুন, ২০২৫ ইংরেজি, ৮ যিলহজ্ব, ১৪৪৬ হিজরি।

দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৩ জুলাই, ২০২৫ ইংরেজি, ১৭ মুহাররম, ১৪৪৭ হিজরি।

সূচিপত্র

ভূমিকা

ইন্নালহামদালিল্লাহ, নাহমাদুহু ওয়া নূছল্লি আ'লা রসূলিহিল কারিম আম্মা বা'দ।

ফা'উযুবিল্লাহি মিনাশশাইত্বনির রজিম।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

ক্বলাল্লাহু তা'য়ালা,

وَقُلۡ جَآءَ الۡحَقُّ وَزَہَقَ الۡبَاطِلُ ؕ اِنَّ الۡبَاطِلَ کَانَ زَہُوۡقًا

অর্থ: বলুন, সত্য এসেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।

(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত নং- ৮১)

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ট জীব হিসেবে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সেই বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সায়্যিদুল মুরসালিন, খ্বতামুন নাবিয়্যিন, রাসূলে পাক মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) এর প্রতি, যার আনিত জীবনবিধানে মানা ও না মানার মাঝে রয়েছে পরকালীন মুক্তি ও শাস্তির ফয়সালা।

এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সেই সাহাবায়ে কেরামের (রা.) প্রতিও, যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষণে এই দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং তার রক্ষার্থে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

অতঃপর, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

আসসালামু আ'লাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু।

আশা করি সকলে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন।

শিরোনাম দেখেই নিশ্চয় সকলে ইতোমধ্যে বুঝে গিয়েছেন আশা করি?
কি নিয়ে আলোচনা হতে যাচ্ছে আজ?
জি ঠিকই ধরেছেন। এমনই এক বিরল রহস্য নিয়ে,
যা কিনা আজ থেকে প্রায় যুগযুগ ধরে লুকিয়ে ছিল আমার আপনারই মাঝে!
চমকে উঠছেন নিশ্চয়?
শুধু তাই নয়,
আরো হতভাগ করার মতো বিষয় হলো,
তারই মাঝে লুকিয়ে ছিল আরো এমনই এক অজানা সত্য,
যাকেই হয়তো আপনারাই এতদিন নিজেদের অজান্তে মিথ্যা বলে প্রচার করে আসছিলেন!
বিশ্বাস হচ্ছে না নিশ্চয়?
শুধু আপনারা নয়, বলতে গেলে প্রায় অধিকাংশ মানুষ এমনকি কতক আলেম-উলামাও এই সত্যকে বুঝতে না পেরে মিথ্যার অপবাদ ছুড়ে দিয়েছিলেন।
বাতিল বলে অভিহিত করেছিলেন।
জানি এটা এখন অনেকেরই অবিশ্বাস্য আর অদ্ভুত মনে হচ্ছে।
তবে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, আসলেই এমনটা ঘটেছে।
সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করা হয়েছে।
আর তার একটাই কারণ এই রহস্যকে না জানা!
যার জন্য আমরা নিজেরাই দ্বায়ী। এই আলেম সমাজই দ্বায়ী।
হয়তো অনেকে বলতে পারেন, তা কিভাবে?
কারন তার একটাই।
সেই রহস্যই ছিল মূলত এই শেষ জামানার এক বৃহৎ অংশকে ধারণ করে,
যাকেই কিনা আজ আমরা ফেলে রেখেছি অবহেলিত অবস্থায় তার সম্পর্কিত

হাদীসগুলো নিয়ে আজ আমাদের কোনো চিন্তা-ফিকির নেই। এমনকি জানার আগ্রহটুকুও নেই।

একইভাবে আজকের আলেম সমাজেরও নাই।

তারাও এই বিষয়ে আজ ওয়াজ-নসিহত করা ছেড়ে দিয়েছে। ফিতনা-মালহামার হাদীসগুলো নিয়ে জুম'আর মিম্বরে বয়ান করা ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি এই শেষ জামানা সংক্রান্ত কিতাবগুলোও অধ্যয়ন করা ছেড়ে দিয়েছে। জইফ বলে বলে অধিকাংশ হাদীস উম্মাহ থেকে বিমুখ রেখেছে।

যার দরুনই এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও সেই রহস্য হতে আমরা বঞ্চিত হয়।

তাই ফলশ্রুস্বরূপ সেই যুগযুগ ধরে আমরা হাবু-ডুবু খেয়ে যাচ্ছি এমনই এক অজ্ঞতা আর কাল্পনিক সাগরে, যার কুল-কিনারারই কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না!

তাই কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা আজ একপ্রকার আমাদের কাছে অজানা হয়ে পড়েছে। ফলে সেই সত্যকেও আজ আমরা মিথ্যা মনে করে বসেছি, যার ব্যাপারেই কিনা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.)-ই সংবাদ দিয়েছিলেন। তাকে গ্রহণ করতে বলেছিলেন।

অথচ, আমরা আজ তাকে গ্রহণ তো দূর, বাতিল বলে অ্যাখা দিয়ে বসেছি। একটিবারও চিন্তা করিনি যে, আসলেই কি তা বাতিল ছিল? নাকি আমাদের নিজেদের চরম অজ্ঞতা ছিল?

বরং একেবারে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্ধ ছাড়াই আমরা তা সাব্যস্ত করে ফেলেছি বাতিল বলে, যার সত্যতার ব্যাপারে কিনা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) এরই হাদীস বিদ্যমান ছিল!

অথচ আমরা তা জানিনা। না জেনেই ফাতওয়া দিয়ে দিচ্ছি বাতিল বলে। যার জন্যই হয়তো কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

অতএব,

তাই উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে, এই গ্রন্থখানাটিতে আজ আমি আপনাদের সকলের সামনে খুলে দিচ্ছি সেই অজানা মহা রহস্যটির পর্দা, যা প্রকাশ করবে আপনাদের নিকট সেই অজানা সত্যসহ এমন আরো বহু অজানা বিষয়, অজানা চরিত্র, যা আপনারাও কখনো কল্পনা করেননি।

তাই সকলের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, এই গ্রন্থটির প্রতিটি পাতা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন।

তাহলেই সেই অজানা বিষয়গুলোকে আপনারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন ইংশাআল্লাহ।

পরিশেষে, আরেকটি কথা না বললে নয়, আর তা হলো

কোনো মানুষই আসলে ভুল-ত্রূটির উর্ধ্বে নয়।

সবারই কখনো না কখনো, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ভুল ত্রূটি হয়ে যায়। তাই একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমারও অজান্তে ভুল ত্রূটি হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই সকলের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, যদিও আমি ইংশাআল্লাহ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে প্রকাশের, তারপরও যদি আমার লিখনিতে কোনো জায়গায় বানানগত, তথ্যগত ইত্যাদি কোনো প্রকার ভুল-ত্রূটি আপনাদের কারো দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর অবশ্যই আমাকে অবহিত করবেন ইংশাআল্লাহ।

ইংশাআল্লাহ আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো তা সংশোধনের।

আসসালামু আ'লাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু।

বিনীত-

আব্দুল মাজিদ।

পর্দা উন্মোচন

তো প্রস্তুত আছেন তো সবাই ইংশাআল্লাহ? সেই রহস্যের সাথে সাক্ষাত করার জন্য?

বেশ, তাহলে চলুন এবার উন্মোচন করা যাক কাঙ্কিত সেই অজানা রহস্যের পর্দা!

হাতছানি দেয় ঐ দূরান্তে!
এক উজ্জ্বল দীপ্তিময় কিছু!

এক রহস্যময়ী ব্যাগ!

আবু হুরায়রার (রা.) গোপন ব্যাগ!

আবু হুরায়রার (রা.) গোপন ব্যাগ!

জি ঠিকই শুনেছেন!

এই সেই অজানা রহস্য! যার জন্য আপনারা এতক্ষণ ধরে অপেক্ষায় ছিলেন!

এই সেই, যা লুকিয়ে ছিল আপনাদের মাঝেই সেই যুগযুগ ধরে এক অতল গভীরে!

হয়তো অনেকে আঁতকে উঠছেন, যে

গোপন ব্যাগ মানে!?

হ্যাঁ, গোপন ব্যাগ!

শুনে আশ্চর্য লাগলেও সত্যি এমনই এক গোপন ব্যাগ ছিল সেই বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর! যা তিনি কখনো জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করতেন না!
বিশ্বাস হচ্ছে না নিশ্চয়?
তাহলে তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনুন-
সহীহ বুখারীরই এক বর্ণনায় এসেছে,
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নিজেই বর্ণনা করছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে এমন দুই পাত্র ইলম (তথা হাদীস) আয়ত্ত করেছিলেন, যার একটি তিনি মানুষের মাঝে প্রচার করেছিলেন, আর অপরটি এমন ছিল যে, যা প্রকাশ করলে নাকি তাঁর গলা কেটে দেওয়া হতো!

বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) হতে দুই পাত্র ইলম (হাদীস) আয়ত্ত করেছি, যার একটি আমি প্রচার করেছি (মানুষের নিকট), আর অপরটি এমন ছিল যে, যদি আমি তা প্রচার করতাম, তাহলে আমার খাদ্যনালী কেটে দেওয়া হতো।
(সহীহ বুখারী, অধ্যায়- কিতাবুল ইলম, হাদীস নং- ১২০)

আল্লাহু আকবার! দেখলেনতো কি বিস্ময়কর!?

এবার বিশ্বাস হলোতো?

এখানে তিনি স্পষ্ট দুইটি পাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। যার একটি তিনি জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ করেছেন আর অপরটি প্রকাশ করেননি তথা গোপন রেখেছিলেন। যা-ই মূলত সেই গোপন ব্যাগ নামে পরিচিত।

সেই যুগযুগ ধরে রহস্যের বেশে থেকে ছিল আমাদের নিকট। কিন্তু তা নিয়ে বিন্দুমাত্রও কোনো চিন্তা ছিল না আমাদের।

অথচ সহীহ বুখারীরই বর্ণনা। যা কিনা আমাদের সকলের নিকট সবচেয়ে পরিচিত এক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা অনেকে এই হাদীসটিও পর্যন্ত জানি না।

আমাদের কথাই না হয় বাদ দিলাম।

আমাদের দেশের যে সমস্ত ডিগ্রিধারী আলেম-উলামা আছেন, তারাও কি কখনো এই হাদীস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন? উম্মাহর নিকট তুলে ধরাকে প্রয়োজনবোধ করেছেন?

নিশ্চয় করেননি। বরং সংকীর্ণ মাসআলা-মাসায়েল আর হাত বাঁধাবাঁধি ইত্যাদি ইখতেলাফ নিয়ে পড়ে আছেন। আবার কেউ কেউ একে-অপরকে বাতিল ফতূয়া দিতে ব্যস্ত হয়ে আছেন। তাই এগুলো নিয়ে গবেষনা করার আর সময় কই তাদের?

এগুলোতো দূরের কথা, শেষ জামানা নিয়েই তো কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনাই তাদের থেকে এখন আর পাওয়া যায় না। তাহলে আর এটি নিয়ে কি গবেষণা করবে?

কেবল হাতে গণা গুটিয়েকজনকে পাওয়া যায়, যারা এই বিষয়ে গবেষণার চেষ্টা করেছেন। যাদের একজন হলেন আমাদের দেশের সম্মানিত একজন ইসলামি স্কলার জনাব মুফতি কাজী ইব্রাহিম সাহেব (হাফি.)।
মহান আল্লাহ পাক তাকে নেক হায়াত দান করুন আমিন। তার ইলমে আরো বরকত দান করুন আমিন।
আসলে ব্যাক্তিগতভাবে আমার দেখা,
ইনিই একজন ব্যাক্তি, যিনি কিনা এই গোপন ব্যাগ নিয়ে এই বাংলাদেশের আলেম সমাজের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম মুখ খুলেছিলেন। ইউটুব-ফেসবুকে আপনারা তার সেই লেকচারগুলো দেখতে পারেন।
ফলে যাদের এই সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই ছিল না, তাদের দ্বারা তিনি কটুক্তি আর হাস্যরসের স্বীকার হয়েছিলেন।
তখন একশ্রেণির অতিবুঝি আলেম, ওনার বিরোধীতা করা শুরু করে দেন। ফিতনাবাজ বলা শুরু করেন।
নাউযুবিল্লাহ।
এদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, নিজেরাতো আর এই নিয়ে কখনো চিন্তা-ভাবনাও করেননি, উল্টো যারা এই নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করছে, উম্মাহকে জানাচ্ছে, তাদেরকেই ফিতনাবাজ, পথভ্রষ্ঠ বলে ফতূয়া দেওয়া শুরু করেছেন নাউযুবিল্লাহ।
আল্লাহ তা'য়ালা এদের থেকে এই উম্মাহকে হেফাযত করুন আমিন।

তো সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,
আশা করি এখন আপনারা বুঝতে পেরেছেন বিষয়টি।

মূলত আমাদের নিজেদের অজ্ঞতা আর শেষ জামানার ব্যাপারে অসতর্কতা-গাফেলতির কারণেই এই গোপন ব্যাগের বিষয়টি রহস্য হয়ে থেকে ছিল। নতুবা তা কখনোই রহস্য থাকতো না। এই উম্মাহকে তা জানা হতে বঞ্চিত হতে হতো না। যেমনটা ভূমিকা অংশে বলেছিলাম।

তাহলে কি ছিল সেই গোপন ব্যাগে?

প্রশ্ন জাগছে নিশ্চয় সবারই মনে?

বস্তুত, এখানেই রয়েছে সেই রহস্যের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য বিষয়!

কি এমন ছিল সেই ব্যাগে? যা প্রচার করার দরুন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হত্যার শিকার হওয়ার আশংকা করেছিলেন? কারা তাকে হত্যা করতো? কেন করতো?

রাসূল (সা.) এরই তো হাদীস। হাদীস প্রচার করার কারণে কেন হত্যার শিকার হতেন?

কি এমন ছিল সেই হাদীসগুলো?

এরকম অসংখ্য প্রশ্ন চলে আসে নিশ্চয়?

উত্তর-

যদিও এই নিয়ে আমাদের আজকের আলেম সমাজ গাফেল থাকলেও,

আমাদের পূর্ববর্তী যুগশ্রেষ্ট সম্মানিত অনেক ইমাম ও উলামাগণ কিন্তু মোটেও এই ব্যাপারে গাফেল ছিলেন না। তারা ঠিকই এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন এবং নিজেদের লিখিত বই-পুস্তককে এই ব্যাপারে উম্মাহকে অবহিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

যার মধ্যে অন্যতম একজন হলেন, যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ইবনে হাজার আসক্বলানী রহ., যিনি তাঁর সহীহ বুখারীর প্রখ্যাত ব্যাখাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে উল্লিখিত সেই বিস্ময়কর হাদীসের ব্যাখায় বলেন,

“যে পাত্র প্রকাশ করা হয়নি; উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এখানে ঐ সকল হাদীস উদ্দেশ্য, যাতে মন্দ আমীর-উমারাদের (তথা ফিতনাবাজ জালেম শাসকদের) নাম, তাদের বিবরণ ও তাদের যুগের বর্ণনা রয়েছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সকল আমীর-উমারার পক্ষ থেকে নিজের অনিষ্টের আশঙ্কায় সেগুলো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত না করলেও ইশারা-ইঙ্গিতে বলতেন। যেমন তিনি বলতেন, ৬০ হিজরীর প্রারম্ভ ও ছেলে-ছোকরাদের ইমারত থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। এটি বলে তিনি ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়ার খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করতেন। কেননা তা ৬০ হিজরীতেই ছিলো।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে কিয়ামতের আলামত, শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংবলিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। কেননা এগুলো প্রচার করা হলে এই সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা অস্বীকার করে বসবে এই আশংকায় তিনি জনস্বার্থে জনসাধারণের নিকট তা বর্ণনা করেননি।”

(ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২১৬-২১৭)

সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর ব্যাখা!

লক্ষ করুন, এখানে ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. উল্লেখ করেছেন যে, যে পাত্রটি প্রকাশ করা হয়নি, তথা গোপন রাখা হয়েছিল, উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে তাতে ঐ সমস্ত হাদীসগুলো ছিল, যাতে ফিতনা সৃষ্টিকারী জালেম শাসক-বাদশাহদের নাম, তাদের যুগের বর্ণনা ইত্যাদি উল্লেখ ছিল।

যেমনটা আমরা এই মর্মে অবিকল সুনানে আবু দাউদের এক বর্ণনায় দেখতে পাই যে,

বিখ্যাত সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. বর্ণনা করছেন,

আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি জানিনা আমার এই বন্ধুরা ভুলে গেছে নাকি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছে। আল্লাহর কসম

আল্লাহর রসূল (সা.) কেয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে এমন একজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর নাম উল্লেখ করতে বাদ রাখেননি। তিনি (সা.) প্রতিজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করার সময় আমাদেরকে তার নিজের নাম, তার পিতার নাম ও তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন।
- (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪২৪১; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং- ৫৩৯৩)

সুবহানাল্লাহ! অতএব,
এবার আপনারা বুঝতে পেরেছেন আশা করি? যে কিয়ামত পর্যন্ত যত ফিতনাবাজ জালেমের আবির্ভাব হবে তাদের সকলের বর্ণনা আল্লাহর রাসূল (সা.) উল্লেখ করে গিয়েছেন।
যেখানে ইয়াজিদ ও তার পরবর্তী বনি উমাইয়ার জালেম শাসকদের বর্ণনা উল্লেখ ছিল।
যাদের দ্বারাই মূলত হযরত আবু হুরায়রা রা. রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হওয়ার আশংকায় জনসাধারণের মাঝে সেই হাদীসগুলো বর্ণনা করতেন না।
যেমনটা ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. তাঁর উপর্যুক্ত ব্যাখায় ব্যক্ত করেছেন, যে তিনি এইসমস্ত বর্ণনা প্রকাশ্যে না বললেও ইশারা ইঙ্গিতে বলতেন। যেমন- ৬০ হিজরী হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।
অবুজ যুবকদের শাসন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।
এই বলে দোয়া করতেন।
যা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, ইমাম ইবনে কাসির রহ. তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থেও উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে,

আহমদ আসিম সূত্রে উমায়র ইবনে হানী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু হরায়রা (রা.) মদীনার বাজারের উপর দিয়ে গমনকালে এ দু'আ করতেনঃ "হে আল্লাহ! হিজরী ষাট (৬০) সাল পর্যন্ত আমাকে জীবিত রেখোনা, সাবধান! (হে লোক সকল) মুয়াবিয়ার শাসনকে তোমরা অব্যাহত রাখ। ইয়া আল্লাহ! বালকের শাসনকাল পর্যন্ত আমাকে জীবিত রেখো না।
(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড- ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা নং- ৩৪০)
আল্লাহু আকবার!
ঠিকই মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন এই মহান সাহাবীর সেই দোয়া কবুল করে নেন।
সীরাত থেকে জানা যায়, ঠিকই ৬০ হিজরীর আগেই ৫৯ হিজরী মতান্তরে (ইমাম বুখারীর রহ. মতে) ৫৭ হিজরীতে এই মহান সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রা. এই দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।
(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিওন)।
(রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আ'নহুম)।

(বি:দ্র: ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. তাঁর 'আল ইসাবা' গ্রন্থে আবু সুলাইমানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবু হুরাইরা আটাত্তর বছর জীবন লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহর সা. জীবন কালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরিশ বছরের কিছু বেশি। অনেকের মতে হিজরী ৫৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন; কিন্তু ওয়াকিদীর মতে তাঁর মৃত্যুসন ৫৯ হিজরী। তবে ইমাম বুখারীর মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরীর ৫৭।)

তবে এখানেই শেষ নয়!

এখনো মূল রহস্য বাকি রয়েছে!
হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন।
এতক্ষণ ধরে যত আলোচনা হলো, তা ছিল কেবল একটি অংশমাত্র!
এখনোতো আসল চমক বাকি রয়েছে, যা সেই রহস্যের অন্যতম বিষয়!
আঁতকে উঠছেন নিশ্চয় সবাই?
আবার কি চমক!?
জানতে ফিরে চলুন আবার ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. এর সেই ব্যাখায়!
আপনারা লক্ষ করেছেন কিনা জানিনা,
ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. সেই জালেম শাসক-বাদশাহদের প্রসঙ্গের পর আরো একট বিষয় উল্লেখ করে ছিলেন যা ছিল এই গোপন ব্যাগেরই অন্যতম অংশ!
স্বরণ করুন,
তিনি শেষাংশে বলেছিলেন-
“আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে কিয়ামতের আলামত, শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংবলিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। কেননা এগুলো প্রচার করা হলে এই সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা অস্বীকার করে বসবে এই আশংকায় তিনি জনস্বার্থে জনসাধারণের নিকট তা বর্ণনা করেননি।”
(ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২১৬-২১৭)
সুবহানাল্লাহ!
লক্ষ করুন, এখানে ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. শেষাংশে উল্লেখ করেছেন যে, উলামায়ে কেরামের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে সেই গোপন পাত্রের ইলম দ্বারা কিয়ামতের আলামত, শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংবলিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। যা প্রচার করা হলে এই সম্বন্ধে যাদের কোনো

ধারণা নেই, তারা অস্বীকার করে বসবে এই আশংকায় তিনি জনস্বার্থে জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেননি!

চমকে গেলেন নিশ্চয়?

মূলত ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. এখানে দুইটি অভিমত উল্লেখ করেছেন।

যার মধ্যে ১ম টি হলো- জালেম শাসক-বাদশাহ সংক্রান্ত।

আর ২য় টি হলো- এই শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত!

যেখানে কেবল এই প্রথম অভিমতটি নিয়েই এতক্ষণ যাবৎ ব্যাখা-বিশ্লেষণ করলাম আপনাদের নিকট।

হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে, এখানে আবার দুইটি মত কেন? কোন মতটি তাহলে সঠিক?

প্রথমটি নাকি দ্বিতীয়টি?

এই প্রশ্নটাই নিশ্চয় এখন ঘুরপাক খাচ্ছে মনে সবারই?

তবে শুনে আপনারা সকলেই হতভাগ হয়ে যাবেন যে,

আসলে উভয় মতই সঠিক!

জি ঠিকই শুনেছেন!

উভয়টিই সঠিক!

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সেই গোপন ব্যাগে শুধুই যে সেই জালেম শাসক-বাদশাহদের বর্ণনা ছিল, তা নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, এই শেষ জামানায় যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে, যত ফিতনা-ফাসাদ হবে, তার সব কিছুরই এক মহা সমাহার ছিল সেই গোপন ব্যাগে!

প্রমাণ নিন আবারো তাঁর নিজ মুখ থেকেই!-

ইয়াজিদ ইবনে আসাম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) কে বলা হলো, "আপনি অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অনেক বেশি"। তখন তিনি (আবু হুরায়রা রা.) বললেন, "যদি আমি তোমাদের সবকিছুই বলতাম, যা আমি নবী (সা.) থেকে শুনেছি, তবে তোমরা আমাকে পাথর ও মাটি দিয়ে মারতে, আর আমার সাথে বসতে পারতে না"।

(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড- ১৬, পৃষ্ঠা- ৫৬৩, হাদীস নং- ১০৯৫৯)

হাদীসটির মান: সহীহ।

আল্লাহু আকবার! কি আরো এক চমক!

দেখলেনতো!? কি রহস্যময়ী বর্ণনা!?

এই হাদীসগুলো নিয়ে কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করেছেন আপনারা? আপনাদের আজকের আলেম সমাজরা?

অথচ সহীহ হাদীসই! যেটাকে আপনারা খুঁজে বেড়ান প্রতিনিয়ত।

কই কখনো এই সহীহ হাদীসটি নিয়ে গবেষণা করেছেন?

কি মহা বিস্ময়কর বিষয়!

এই হাদীসে সরাসরি হযরত আবু হুরায়রা রা. সেই গোপন ব্যাগের মূল বিষয়টা একেবারে দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন!

এই হাদীসে বলা হচ্ছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে বলা হলো তথা লোকজন বলাবলি করলো,

আপনি অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন!

যেটি আরবিতে "أَكْثَرْتَ أَكْثَرْتَ" শব্দযুগলে এসেছে, যা মূলত কোনো কিছুর অত্যাধিকতা বুঝাতে জোর দিয়ে বলতে ব্যবহৃত হয়।

তো এখানে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে সেভাবেই জোড় দিয়ে তারা বলাবলি করছিল যে,
আপনি অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ অত্যন্ত বেশি অন্যদের তুলনায়।
তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তার জবাবে বলছেন যে, আমি যদি সবকিছুই তথা সকল হাদীসই বর্ণনা করতাম, যা আমি নবী (সা.) থেকে শুনেছি,
তাহলে তোমরা আমাকে পাথর ও মাটি দিয়ে মারতে আর আমার সাথে বসতে পারতে না!
আল্লাহু আকবার! খিয়াল করুন আবার!
যদি সবকিছুই বর্ণনা করতেন, যা তিনি রাসূল (সা.) থেকে শুনেছেন, তাহলে সেই লোকসকল পাথর ও মাটি দিয়ে মারতো!
কি আশ্চর্য!
অথচ তা রাসূল (সা.) এরই হাদীস!
তাহলে কেন পাথর ও মাটি দিয়ে মারতো?
প্রশ্ন কি জাগে না পাঠকগণ?
স্বরণ করুন, আমরা পূর্বে দেখেছিলাম হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সেই গোপন পাত্রে জালেম শাসক-বাদশাহদের বর্ণনা ছিল বিধায়
তিনি তাদের দ্বারা রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হতে পারেন এমন আশংকায় সেগুলো বর্ণনা করেননি। যেটি ছিল, যে কারো ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক।
কিন্তু এইবার সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক চমক দেখাচ্ছে এই হাদীস!
এবার কোনো জালেম শাসকের কথা নয়, বরং সরাসরি সাধারণ মানুষের কথা বলা হচ্ছে! যারা কিনা সেই সকল হাদীস বর্ণনার কারণে তাকে পাথর ও মাটি দিয়ে মারতো! তার সাথে বসতে পারতো না!
তাহলে কি প্রশ্ন জাগছে না?

আবার কি এমন হাদীস ছিল সেগুলো!?

যেগুলোর কারণে সাধারণ লোকরাই আঘাত করতো?

উত্তর কি তাহলে মিল পাচ্ছেন!?

মিল কি পাচ্ছেন এর কারণ কী!?

আল্লাহু আকবার! বরাবরই সেই কথাটিই!

যা ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. তাঁর ব্যাখার শেষাংশে বলেছিলেন-

“আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে (সেই গোপন পাত্র দ্বারা) কিয়ামতের আলামত, শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংবলিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। কেননা এগুলো প্রচার করা হলে এই সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা অস্বীকার করে বসবে এই আশংকায় তিনি জনস্বার্থে জনসাধারণের নিকট তা বর্ণনা করেননি।” (ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২১৬-২১৭)

সুবহানাল্লাহ!

অতএব, প্রমাণিত হয়ে গেল! এই ২য় অভিমতটিও বরাবরই যথার্থ!

পুরো শেষ জামানার চিত্র ছিল সেই গোপন ব্যাগে!

কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, যত আলামত-নিদর্শন প্রকাশ পাবে, যত ফিতনা-ফাসাদ ঘটবে, যত যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবে, তার সব কিছুরই বর্ণনা ছিল সেই গোপন ব্যাগে!

আল্লাহু আকবার!

হয়তো অনেকে এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে,

এখানে যাদের ধারণা ছিল না বলতে আবার কি বুঝালো?

সাধারণ মানুষরাতো সাহাবাগণ থেকেই হাদীস শুনবে। তাই না?

তাহলে এতে তাদের ধারণা থাকার-না থাকার প্রশ্ন কেন আসবে? হাদীস তো সাহাবাগণ শুনেছেন, তারা না।

তাহলে তাদের কেন ধারণা থাকা লাগবে হাদীস শুনার জন্য? আর আবু হুরায়রা (রা.) কেন এত বর্ণনা করলেন, এই কৈফিয়ত কেন তারা তুলবে? তাদের থেকে কি অনুমতি নিয়ে হাদীস বর্ণনা করা লাগবে নাকি?

এই আবার কেমন কথা!?

ঠিক এই প্রশ্নটাই এখন অনেকের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নিশ্চয়?

এবার এরও উত্তর নিন হযরত আবু হুরায়রা রা. এর নিজ মুখ থেকেই!-

ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. তাঁর "আল ইসাবা" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, উমাইয়া শাসক মারওয়ানের নিকট আবূ হুরায়রা (রা.) কোন ব্যাপার অসহ্য হওয়ায় তিনি রাগান্বিত হয়ে নিজেই একবার বলেছিলেন, 'লোকেরা বলে, আবূ হুরায়রা (রা.) বহু হাদীছ বর্ণনা করেন; অথচ রাসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের কয়েকদিন মাত্র পূর্বেই তিনি মদীনায় আসেন'।

(অর্থাৎ, বুঝা গেল এই কারণেই লোকেরা এমন কৈফয়ত তুলেছিল যে, তাহলে এত সামান্য কিছু সময়ের মধ্যে এত হাদীস তিনি বর্ণনা করলেন কিভাবে অর্থাৎ এত হাদীস জানলেন কিভাবে?)

এবার হযরত আবু হুরায়রা রা. নিজেই এর জবাব দিয়ে বলছেন যে,

'আমি যখন মদীনায় আসি, তখন আমার বয়স ছিল ত্রিশ বছরের কিছু বেশি। অতঃপর রাসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি। তাঁর সাথে বেগমদের মহল পর্যন্ত যেতাম, তাঁর খেদমত করতাম, তাঁর সঙ্গে লড়াই-জিহাদে শরীক হতাম, তাঁর সঙ্গে হজ্জে গমন করতাম। এ কারণে আমি অপরের তুলনায় অধিক হাদীছ জানতে পেরেছি। আল্লাহর শপথ! আমার পূর্বে যেসব লোক রাসূল (ﷺ)-এর সাহচর্যে এসেছিলেন, তাঁরাও রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে আমার সবসময় উপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করতেন এবং আমার কাছে

তাঁরা হাদীস জিজ্ঞেস করতেন। ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(আল ইসাবাহ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং-২০৬)

আল্লাহু আকবার! দেখলেনতো সবাই?

এছাড়া লোকেরা আরো বলে,

মুহাজির ও আনসারদের কী হলো যে তারা আবু হুরায়রার মতো এত হাদিস বর্ণনা করে না?

তখন তার জবাবে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলতেন,

إن إخوتن من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بلأسواق وكنت ألزم رسول الله ﷺ على ملاء بطني فاشهد إذا غابوا واحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الانصار عمل أموالهم وكنت إمراء مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسونينسون

‘আমার মুহাজির ভাইগণ অধিকাংশ সময়ে বাজারে ব্যবসায়ের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে লেগে থাকতাম। বাইরে আমার কোন ব্যস্ততাই ছিল না। ফলে তাঁরা যখন রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন, আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম। তাঁরা ভুলে গেলে আমি তা স্মরণ রাখতাম। অপরদিকে আমার আনছার ভাইগণ তাঁদের ধন-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু আমি ছিলাম ছুফফার একজন মিসকীন ও গরীব ব্যক্তি। ফলে তাঁরা কোন বিষয় ভুলে গেলেও আমি তা স্মরণ রাখতাম’। (দেখুন- সহীহুল বুখারী, অধ্যায়- কিতাবুল বুয়ু (ক্রয়-বিক্রয়), হাদীস নং- ১৯১৯, আন্তর্জাতিক নং- ২০৪৭)

সুবহানাল্লাহ!
তো সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এখন নিশ্চয় আপনারা উত্তর পেয়েছেন আশা করি। কেন লোকেরা এমন কথা বলাবলি করেছিল?
মূলত, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল (সা.) এর সাথে সবসময় থাকতেন বিধায়, তিনি এমন অসংখ্য হাদীস তাঁর থেকে শুনতে পেরেছিলেন, যা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রা.ও শুনেন নি!

যেমনটা স্বয়ং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.)-ও উল্লেখ করেছেন,
لا شك إن أبا هريرة سمع من رسول الله ﷺ ما لم نسمع
'আবূ হুরায়রা রাসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে এত হাদীছ শুনেছেন, যা আমরা শুনতে পারিনি; এতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না'।
(আল ইসাবাহ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং- ২০৬)
অপর আরো এক সূত্রে আরো বিস্তারিত এসেছে যে,
ইমাম হাকিম রহ. তার "আল মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেন,
আবূ আমের বলেন, আমি ত্বালহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, 'হে আবূ মুহাম্মাদ! আবূ হুরায়রা রাসূল (ﷺ)-এর হাদীছের বড় হাফেয, না তোমরা, তা আজ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম না'। তখন আবূ ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তিনি (আবূ হুরায়রা) এমন অনেক কথাই জানেন, যা আমাদের জ্ঞান বহির্ভূত। এর কারণ এই যে, আমরা বিত্ত-সম্পত্তিশালী লোক ছিলাম, আমাদের ঘর-বাড়ি ও স্ত্রী-পরিজন ছিল, আমরা তা নিয়েই অধিক সময় মশগুল থাকতাম। শুধু সকাল ও সন্ধ্যার সময়ে রাসূল

(ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত থেকে আপন-আপন কাজে চলে যেতাম। আর আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মিসকীন ছিলেন। তাঁর কোন জায়গা-জমি ও পরিবার-পরিজন ছিল না। এই কারণে তিনি রাসূল (ﷺ)-এর হাতে হাত দিয়ে তাঁর সঙ্গে লেগে থাকতেন। আমাদের সকলেরই বিশ্বাস, তিনি আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস শুনতে পেয়েছেন। তিনি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট না শুনে কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমাদের কেউই তাঁর উপর এই দোষারোপ করেনি'।

(আল-মুসাতাদরাকে হাকিম, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা নং- ৫০৯)

আল্লাহু আকবার!

এমনকি উম্মুল মু'মিনিন আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-ও একবার তাঁকে (আবু হুরায়রাকে) ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকমের হাদীছ বর্ণনা করছ? অথচ আমি রাসূল (ﷺ)-এর যেসব কাজ দেখেছি ও যেসব কথা শুনেছি, তুমিও তাই শুনেছ?' এর জওয়াবে আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, 'আম্মা! আপনি তো রাসূল (ﷺ)-এর জন্য সাজ-সজ্জার কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। আর আল্লাহর শপথ! রাসূল (ﷺ)-এর দিক থেকে কোন জিনিসই আমার দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরাতে পারত না'।

(আল ইসাবাহ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং- ২০৩)

সুবহানাল্লাহ!

এই যেন একের পর এক চমক!

এখানেই শেষ নয়।

আরো দেখুন-

আরো একজন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ইবনে উমর (রা.)-ও আবূ হুরায়রা (রা.)-কে লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন,

أنت كنت ألزمنا لرسول الله ﷺ أحفظنا لحديثه

'তুমি আমাদের অপেক্ষা রাসূল (ﷺ)-এর সাহচর্যে বেশ লেগে থাকতে এবং এ কারণে তাঁর হাদীস তুমি আমাদের অপেক্ষা অধিক জানতে ও মুখস্থ করতে পেরেছ'।

ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'উমর ফারুক (রা.)ও আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে একদিন এ কথাই বলেছিলেন'।

উবায় ইবনু কা'ব (রা.) বলেন,

إن أبا هريرة كان جريئا على أن يسئال رسول الله ﷺ عن أشياء لايسئال عنها غيره

'আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূল (ﷺ)-এর নিকট প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে বড় সাহসী ছিলেন। তিনি এমন সব বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, যে বিষয়ে অপর কোন সাহাবী জিজ্ঞাসা করতেন না'।

(দেখুন আল ইসাবা গ্রন্থ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং-২০৩)

সুবহানাল্লাহ!

দেখলেনতো পাঠকবৃন্দ?

সুতরাং, এই কারণেই লোকেরা কেবল হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকেই সেই সকল হাদীস শুনতে পাওয়ায়, সন্দেহের ছলে বলাবলি করতো যে, তিনি কিভাবে এত সব জানলেন? যেখানে অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামগণ জানতে পারলেন না?

এই হলো তাদের সন্দেহ।

যার জবাব বরাবরই হযরত আবু হুরায়রা রা. প্রতিবারই দিয়ে যেতেন তাদের। এমনকি তাদের বলতেন-

আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর কিতাবের এ দুটি আয়াত না থাকত, তবে আমি কখনো তোমাদের নিকট কোনো হাদিস বর্ণনা করতাম না। (তা এই) 'নিশ্চয়ই যারা আমার নাজিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলি ও হিদায়াতকে গোপন করে, যদিও আমি কিতাবে তা মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি, তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন এবং অন্য লানতকারীরাও লানত বর্ষণ করে।'

সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৫৯-১৬০

(দেখুন সহীহুল বুখারী, অধ্যায়- কিতাবুল বুয়ু (ক্রয়-বিক্রয়), হাদীস নং- ১৯১৯, আন্তর্জাতিক নং- ২০৪৭, উক্ত হাদীসের শেষাংশ)

সুবহানাল্লাহ!

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ইলম গোপনের শাস্তির ভয়ে সেই হাদীসগুলো বর্ণনা করতেন, যদিও লোকেরা এই নিয়ে সমালোচনা করতো। কিন্তু তারপরও তিনি এমন অসংখ্য হাদীস তাদের নিকট বর্ণনা করেননি, যেগুলো তারা অস্বীকার করে বসতো। আর তাকে মিথ্যাবাদী বলে আঘাত পর্যন্ত করতো।

যেটাই মূলত ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর "আল মুসনাদ"-গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজিদ ইবনে আসাম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) কে বলা হলো, "আপনি অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অনেক বেশি"। তখন তিনি (আবু হুরায়রা রা.) বললেন, "যদি আমি তোমাদের সবকিছুই বলতাম, যা আমি নবী (সা.) থেকে শুনেছি, তবে তোমরা আমাকে পাথর ও মাটি দিয়ে মারতে, আর আমার সাথে বসতে পারতে না"।

(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড- ১৬, পৃষ্ঠা- ৫৬৩, হাদীস নং- ১০৯৫৯)

এই যে, সেই হাদীস!
এবার বুঝতে পেরেছেনতো এর ব্যাখা?
অতএব, হযরত আবু হুরায়রা রা. এই হাদীসে স্পষ্ট জানান দিলেন যে, যদিও তিনি লোকদের নিকট অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন সমালোচনা হজম করেও, কিন্তু তারপরও তিনি এমন অনেক হাদীসই তাদের নিকট প্রকাশ করেননি! যেগুলো বর্ণনা করার কারণে
তাকে তারা এবার কথায় নয় পাথর দিয়ে আঘাত করতো! তার সাথে বসতে পারতো না!
যেগুলোই ছিল মূলত সেই গোপন ব্যাগের হাদীস!
কেননা সেগুলো যদি শরিয়তের আহকাম সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান তথা হাদীস হতো, তাহলে সেগুলো গোপন করা তার জন্য কখনোই জায়েজ হতো না। আর তা তিনি কখনোই গোপন করতেন না। যা অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
যেমন- ইবনে মনির রহ. বলেন এই হাদীসকেই শিয়াদের বাতেনী ফেরকারা দলিল হিসেবে পেশ করে যে শরীয়তের দুটো দিক একটা হল বাহ্যিক আরেকটা অভ্যন্তরীণ। অভ্যন্তরীণ দিক তারা উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের গোপন বিষয় সমূহ স্পষ্ট করা।
তিনি বলেন বরং এখানে উদ্দেশ্য হল যে আবু হুরায়রা (রা.) যদি জালিমদের কার্যক্রম এবং তাদের গোমরাহী সম্বলিত হাদিস গুলো বর্ণনা করেন তাহলে এই জালিমরা তাকে হত্যা করবে।
এর একটা দলিল হল যে তিনি যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেননি সেগুলো যদি শরীয়তের আহকাম সম্পর্কিত হাদিস হতো তাহলে ওগুলোকে গোপন করা তার

জন্য জায়েয হতো না কেননা তিনি আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যেখানে শরীয়তের জ্ঞান যে গোপন করে তার নিন্দা করা হয়েছে।
(দেখুন- ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং: ২১৬-২১৭)

অতএব, এখানে সেই সকল হাদীসগুলো শরীয়ত সম্পর্কিত ছিল না। কেননা তিনি নিজেই সেই ইলম গোপন কারীর শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতদ্বয় পাঠ করে বলেছিলেন যে,
এই দুইটি আয়াত যদি নাযিল না হতো,
তাহলে তিনি কখনো তাদের নিকট কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন না। যেমনটা ইবনে মুনীর রহ.ও ব্যক্ত করেছেন।
অতএব, বুঝা গেল, এগুলো শরীয়ত সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান তথা হাদীস ছিল না। বরং তা ছিল সেই ভবিষ্যৎ সংবলিত হাদীস, যা গোটা শেষ জামানার চিত্র, ভয়ঙ্কর ফিতনা-ফাসাদের বর্ণনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ আর কিয়ামতের এমন সব ভয়ঙ্কর আলামতসমূহ, যা কেবল তিনিই রাসূল (সা.) হতে জানতেন, অন্য কেউ জানতেন না!
যেটাই মূলত ইমাম ইবনে হাজার আসক্কালানী রহ. তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন,
"আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে (সেই গোপন পাত্রের ইলম দ্বারা) কিয়ামতের আলামত, শেষ জামানার যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংবলিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। কেননা এগুলো প্রচার করা হলে এই সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই, তারা অস্বীকার করে বসবে এই আশংকায় তিনি জনস্বার্থে জনসাধারণের নিকট তা বর্ণনা করেননি।"
(ফাতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং: ২১৬-২১৭)

তবে শুধু তিনি নন,
আরো একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, ভারতীয় উপমহাদেশের ইলম জগতের এক উজ্জল নক্ষত্র, হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী রহ.ও তাঁর প্রখ্যাত মিশকাতুল মাসাবীহ এর ব্যাখাগ্রন্থ
“মির'আতুল মাফাতীহ"- এ সেই রহস্যময়ী গোপন ব্যাগের সম্পর্কে অনুরূপ ব্যাখা উল্লেখ করে বলেন যে-
যেই পাত্রের ইলম তিনি ছড়ান নি- অর্থাৎ বিভিন্ন ফিতনা-বিপর্যয়, যুদ্ধ-মহাযুদ্ধের সংবাদ সমূহ। শেষ জামানায় অবস্থার পরিবর্তন।
কুরাইশের নির্বোধ বালকদের হাতে দ্বীনের ফাছাদ (ইসলাম ধর্মের মধ্যে বিকৃতি সাধন করা) সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যা অবহিত করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রা:) বলতেন: যদি আমি চাই তাহলে তাদের নাম বলে দিতে পারবো।
(১ম অংশ)
(দেখুন- মির'আতুল মাফাতীহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৭)

সুবহানাল্লাহ!
অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, ব্যাখা একেবারে দিনের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট। আশা করি, এবার আপনারা সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।
মূলত এই ছিল সেই গোপন ব্যাগের অন্যতম মূল রহস্য, যা গোটা শেষ জামানাকেই ধারণ করে আছে!

এবার হয়তো অনেকের মনে আরো একটি প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে,
তাহলে কি তিনি কারো কাছেই বর্ণনা করেননি?
এমনকি নিজ সাথী ভাই তথা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কাছেও?

উত্তর- আসলেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন।
তবে যদিও এই মর্মে সরাসরি তেমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি আদৌ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তা বর্ণনা করেছেন, কি করেননি।
কিন্তু, হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরী রহ. এর সেই "মির'আতুল মাফাতীহ" গ্রন্থেই এমন এক বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া যায়,
যাতে উল্লেখ রয়েছে যে,
অন্য কেউ বলেছেন- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের নিকট তা প্রচার করেননি।
(দেখুন- মির'আতুল মাফাতীহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৭)
সুবহানাল্লাহ!
লক্ষ করুন, এখানে বলা আছে,
তিনি বিশেষ ব্যাক্তি ছাড়া সাধারণ কারো কাছে সেইসমস্ত হাদীস প্রচার করেননি!
যা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিনি সেই সমস্ত হাদীস, তাঁর বিশ্বস্ত কারো নিকট বর্ণনা করেছিলেন!
যার মধ্যে হতে পারে অন্যতম মদিনার সেই সমস্ত মুহাজির ও আনসারী সাহাবায়ে কেরাম রা., যারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তার থেকে হাদীস শুনতেন।
যেমন-

মদিনার প্রখ্যাত মুহাজির সাহাবী হযরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা. এর সেই উক্তি হতে আমরা দেখেছিলাম যে, তিনি বলেছিলেন-

لا شك إن أبا هريرة سمع من رسول الله ﷺ ما لم نسمع

'আবূ হুরায়রা রাসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে এত হাদীছ শুনেছেন, যা আমরা শুনতে পারিনি; এতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না'।

(আল ইসাবাহ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং- ২০৬)

এছাড়া, আমরা দেখেছিলাম যে,

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উমর রা. এবং ইবনে উমর রা.ও হযরত আবু হুরায়রা রা. কে বলেছিলেন যে,

'তুমি আমাদের অপেক্ষা রাসূল (ﷺ)-এর সাহচর্যে বেশ লেগে থাকতে এবং এ কারণে তাঁর হাদীস তুমি আমাদের অপেক্ষা অধিক জানতে ও মুখস্থ করতে পেরেছ'।

(দেখুন আল ইসাবা গ্রন্থ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং-২০৩)

যা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে,

তাঁরা হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে সেইসমস্ত বিরল হাদীসগুলো শুনতে পেরেছিলেন বিধায় ঐরূপ মন্তব্য করেছিলেন যে,

তিনি রাসূল (সা.) থেকে এমন অধিক হাদীস শুনতে পেরেছিলেন, যা তাঁরা পারেননি।

যেমনটা আমরা হযরত আবু হুরায়র রা. এর উল্লেখিত পূর্বের বর্ণনা হতেও দেখতে পাই যে, তিনি বলেছিলেন,

আল্লাহর শপথ! আমার পূর্বে যেসব লোক রাসূল (ﷺ)-এর সাহচর্যে এসেছিলেন, তাঁরাও রাসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে আমার সবসময় উপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করতেন এবং আমার কাছে তাঁরা হাদীস জিজ্ঞেস করতেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
(আল ইসাবাহ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা নং-২০৬)
এই যে দেখুন, এখানে তিনি স্পষ্টতই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যেই হযরত উমর রা. এবং ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা. এর নামও বিদ্যমান রয়েছে। যারা তার থেকে হাদীস জিজ্ঞাসা করতেন।
অতএব, এই দিক থেকে সরাসরি প্রমাণিত হয় যে, সেই বিশেষ ব্যাক্তিদের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন!
তবে উল্লেখ্য যে, সবাই তার থেকে হাদীস শুনতে পারতেন না।
যেহেতু আমরা হযরত আবু হুরায়রার (রা.) উক্ত বর্ণনা হতেই পূর্বে দেখেছিলাম যে,
অনেক মুহাজির ও আনসারী সাহবী রা. নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যস্ত থাকতেন,
ফলে তারা রাসূল (সা.) এর দরবারে সবসময় উপস্থিত থাকতে পারতেন না।
তাই তাদের অনেকে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর থেকেও সেইসকল হাদীস শুনার সময় পেতেন না।
যার দরুন খুবই কম সংখ্যক সাহাবী রা. সেই সকল হাদীস জানতে পারতেন, যারা হযরত আবু হুরায়রা রা. এর থেকে হাদীস শুনতেন ও বর্ণনা করতেন।

আবার যারা সেই সকল হাদীস জানতে পারতেন, তাদের মধ্যেও অনেকে ভুলে যেতেন।
ফলে এইসকল হাদীস খুবই কম সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হয়।
এখন হয়তো অনেকের মনে আরো একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে,
তাহলে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রা., যারা মদিনার বাইরে ছিলেন, যেমন- কুফা, ইরাক, শাম ইত্যাদি, তাঁদের কি হবে? তাঁরা কি তাহলে বঞ্চিত হয়েছিলেন এই হাদীসগুলো হতে?
আসলেই চিন্তার বিষয়! তাই না?
তবে এর উত্তরও এবারো আমি দিবো না।
বরং এর উত্তর নিন, সরাসরি কুফারই সেই প্রখ্যাত সাহাবী, যার উপাধিই ছিল "সাহিবুস সির" তথা গোপন রহস্যের অধিকারী!
সেই হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. এর নিজ মুখ থেকেই, যিনি স্পষ্টভাবে এই উম্মাহকে জানান দিচ্ছেন যে,
একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সেসবের বর্ণনা দিলেন। কেউ তা মনে রাখলো এবং কেউ তা ভুলে গেলো। আমার এসব সাথী তা অবহিত আছে যে, ঐ সবের কিছু ঘটলেই আমি তা এরূপ স্মরণ করতে পারি যেরূপ কেউ তার পরিচিত লোকের অনুপস্থিতিতে তার চেহারা স্মরণ রাখে। অতঃপর তাকে দেখা মাত্র চিনে ফেলে।
(সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৪২৪০)
হাদীসের মান- সহীহ।
অনুরূপ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও এসেছে।
দেখুন- সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান,
হাদীস নং- ৬৯৯৯।

সুবহানাল্লাহ! কি চমক!
এবার পেলেনতো উত্তর?
আল্লাহু আকবার, এই হাদীসে স্পষ্টভাবে হুযাইফা রা. জানান দিচ্ছেন যে, একদা আল্লাহর রাসূল (সা.) এক মজলিশে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, যত ফিতনা-ফাসাদের আগমন ঘটবে তার সবকিছুই তিনি সকল সাহাবায়ে কেরামের মাঝেই বর্ণনা করেছেন!
সুবহানাল্লাহ!
যা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে,
হযরত আবু হুরায়রা রা. যেসকল হাদীস জানতেন,
যে সকল হাদীস রাসূলে কারিম সা. এর থেকে একান্তভাবে জেনে নিতেন, সেই সকল হাদীস আল্লাহর রাসূল (সা.) একসময় সকলের মাঝেই বর্ণনা করেছিলেন!
অতএব, প্রমাণিত হয় যে, বাকি সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও সেই সকল হাদীস পৌঁছেছিল। কেউ বঞ্চিত হয়নি।
কিন্তু হুযাইফা রা. বলছেন যে,
যদিও আল্লাহর রাসূল (সা.) সবকিছু বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তার সেই বর্ণনা সকলে স্বরণ রাখতে পারেনি!
যেমনটা তিনি উক্ত হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে,
কেউ মনে রাখলো আর কেউ ভুলে গেল!
যা সুনানে আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায়,
তিনি আরো বিস্মিত হয়ে বলেন যে,
আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি জানিনা আমার এই বন্ধুরা ভুলে গেছে নাকি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছে। আল্লাহর কসম

আল্লাহর রসূল (সা.) কেয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে এমন একজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর নাম উল্লেখ করতে বাদ রাখেননি। তিনি (সা.) প্রতিজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করার সময় আমাদেরকে তার নিজের নাম, তার পিতার নাম ও তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন।
(সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪২৪১;
মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং- ৫৩৯৩;)

সুবহানাল্লাহ! এই যে সেই হাদীস, যা আমরা পূর্বেও শুরুতে দেখেছিলাম একবার।
লক্ষ করুন, যদিও এই হাদীসটির সনদে কিছুটা দূর্বলতা রয়েছে, কিন্তু পূর্বোক্ত সহীহ হাদীসের ভাষ্যের সাথে উক্ত হাদীসটির ভাষ্য পুরোপুরি মিলে যায়। এই হাদীসে স্পষ্টরূপে হযরত হুযাইফা রা. বিস্মিত হয়ে বলছেন যে তার এইসকল বন্ধু তথা সাহাবায়ে কেরামগণ ভুলে গেছেন নাকি ভুলে যাওয়ার ভান ধরে আছেন।
তারপর তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছেন যে,
কেয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে এমন একজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর নাম উল্লেখ করতে বাদ রাখেননি। তিনি (সা.) প্রতিজন ফিতনা সৃষ্টিকারীর কথা উল্লেখ করার সময় আমাদেরকে তার নিজের নাম, তার পিতার নাম ও তার গোত্রের নাম বলে দিয়েছেন। কিন্তু অনেকে তা ভুলে গিয়েছেন!
যা ইমাম নুয়্যাইম ইবনে হাম্মাদ রহ.ও তার কিতাবুল ফিতানে উল্লেখ করেছেন যে,
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা.) আমাদের নিয়ে একটু বেলা থাকতেই আসরের নামায আদায় করেন। অতঃপর

সূর্য অস্ত ভাষণ দিলেন। উক্ত ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সমস্ত কিছুই বর্ণনা করেন। তাঁর সেই ভাষণটি যারা ভুলে যাওয়ার তারা ভুলে গিয়েছে।
(কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ১)
লক্ষ করুন, আরো একজন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)ও বলছেন যে, অনেকে তা ভুলে গিয়েছেন।

অতএব, সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে,
এইসকল হাদীস সেসময় খুবই কম সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রা. স্বরণ রেখেছিলেন, আর বাকিরা ভুলে গিয়েছিলেন!
ফলে তা এক প্রকার রহস্যের ন্যায় হয়ে যায়।
সেই সাথে এই দিক হতে আমরা আরো এক আবু হুরায়রার সন্ধান পেয়ে গেলাম!
সেই হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা.!
যিনি সেই সকল হাদীস স্বরণ রেখেছিলেন!
যেমনটা তিনি উল্লেখ করেছেন পূর্বোক্ত সহীহ হাদীসটিতে,
“আমার এসব সাথী তা অবহিত আছে যে, ঐ সবের কিছু ঘটলেই আমি তা এরূপ স্মরণ করতে পারি যেরূপ কেউ তার পরিচিত লোকের অনুপস্থিতিতে তার চেহারা স্মরণ রাখে। অতঃপর তাকে দেখা মাত্র চিনে ফেলে।”
এইজন্য তাঁর উপাধিই হয় সাহিবুস সির তথা গোপন রহস্যের অধিকারী!
সুবহানাল্লাহ!
ইমাম নূয়্যাইম ইবনে হাম্মাদ রহ. তাঁর কিতাবুল ফিতানে

এই হুযাইফা রা. হতে এমন আরো কয়েকটি রেওয়াত এনেছেন, যা দেখলে হয়তো আপনারা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে,
তিনি আসলে হুযাইফা নন, যেন ২য় আবু হুরায়রা!
যেমন- কিতাবুল ফিতানে এসেছে,
হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সমস্ত ফিতনা সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশী অবগত। রাসূল (সা.) আমার নিকট সেই ফিতনা সম্পর্কে অনেক গোপন বিষয় আলোচনা করেছেন যা আমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বর্ণনা করেননি। কিন্তু একদিন রাসূল (সা.) এক মজলিসে আগমণ করলেন। এরপর ছোট বড় বহু ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। উল্লেখ্য ঐ মজলিসে যারা উপস্থিত ছিল আমি ছাড়া প্রত্যেকেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।
(কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৩)
সুবহানাল্লাহ!
দেখলেনতো?

যদিও উক্ত বর্ণনাটির সনদ দূর্বল,
কিন্তু অনুরূপ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও এসেছে যে,
হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) বলেন, আমার ও কিয়ামত সংঘটিত হবার সময়কালের মাঝে ঘটমান ফিতনা সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। বস্তুত বিষয়টি এমন নয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যদের নিকট বর্ণনা না করে কেবল আমার নিকটই এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর এক মজলিসে আমি ছিলাম। এতে তিনি ফিতনা সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন এবং গুণে গুণে বর্ণনা করছিলেন। এগুলোর তিনটি এমন, যা কোন কিছুকেই অব্যাহতি দিবে

না। এর কতকটি গ্রীষ্মের (ঝাঞ্ঝা) বায়ুর ন্যায়। আবার কতকটি ছোট এবং কয়েকটি বড়। হুযাইফা (রা.) বলেন, মজলিসে উপস্থিত লোকদের আমি ব্যতীত অন্য সকলেই এ পৃথিবী হতে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন।

(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৬৯৯৮; আন্তর্জাতিক নং- ২৮৯১)

সুবহানাল্লাহ!

অবিকল সেই কিতাবুল ফিতানের বর্ণনা।

অতএব,

এই বর্ণনায়, তিনি স্পষ্ট বলছেন যে,

কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সমস্ত ফিতনা সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশী অবগত!

আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর নিকট সেই ফিতনা সম্পর্কে অনেক গোপন বিষয় আলোচনা করেছেন যা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বর্ণনা করেননি!

যেমনটা আমরা হযরত আবু হুরায়রা রা. এর ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম যে, কেবল তিনি সেই সকল হাদীসগুলো জানতেন, অন্য কেউ জানতো না।

এরপরে তিনি বলছেন যে,

পরবর্তীতে এক মজলিশে আল্লাহর রাসূল (সা.) তা সকলের নিকটই বর্ণনা করেছিলেন।

যার মধ্যে উপস্থিত সকলেই পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেন তিনি ছাড়া!

স্বরণ করুন, কিছু পূর্বে আমরা দেখেছিলাম যে, তিনি বলেছিলেন,

কেউ ভুলে গেল কেউ মনে রাখলো।

এবার এই বর্ণনায় তিনি (হুযাইফা রা.) বলছেন যে,

তিনি বাদে উক্ত মজলিশের উপস্থিত সবাই পৃথিবী হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন!

তাহলে কি বুঝলেন? সেই সকল হাদীস যারা মনে রেখেছিলেন, তাদের মধ্যেও অনেকে পৃথিবী হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেছিলেন!

কেবল এই হুযাইফা রা.-ই সেই সকল ফিতনার হাদীস স্বরণ রেখেছিলেন। যা পূর্বে কেবল হযরত আবু হুরায়রা রা. জানতো।

আল্লাহু আকবার!

কেবল এখানেই শেষ নয়,

আরো এক হতভাগ করার মতো বর্ণনা হযরত হুযাইফা হতে পাওয়া যায়, যা সরাসরি সাক্ষ্য দেয় যে,

সেই গোপন ব্যাগের সকল হাদীসই হযরত হুযাইফা রা. এর জানা ছিল!

ইমাম ইবনে আবি শাইবাহ রহ. তাঁর "মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ" গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাটা উল্লেখ করে বলছেন যে,

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন,

لو حدثتكم ما أعلم لافترقتم على ثلاث فرق : فرقة تقاتلني، وفرقة لا تنصرني، وفرقة تكذبني

আমি যদি তোমাদের বলি যা আমি জানি, তবে তোমরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এক ভাগ আমাকে কতল করবে। এক ভাগ আমাকে কোনো সাহায্য করবে না।

আর এক ভাগ আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং- ৩৬৪৭০)

হাদীসটির মান- সনদ মুরসাল।

আল্লাহু আকবার!

দেখলেনতো আপনারা?

এই যেন আবু হুরায়রার (রা.) সেই কথারই পুনঃউচ্চারণ!

যা আমরা পূর্বে দেখেছিলাম যে,
এরূপই হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছিলেন যে,
তার খাদ্যনালী কেটে দেওয়া হবে, তাকে পাথর মারবে।
তার সাথে বসতে পারবে না।
ঠিক যেমনটা এখানেও হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা.ও বলছেন যে, তিনি যা জানেন তথা এমন সব হাদীস, তা যদি বর্ণনা করেন, তাহলে তার সাথে থাকা লোকজন ৩ ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। যেখানে এক ভাগ তাকে কতল করবে! এক ভাগ মিথ্যাবাদী বলবে! এক ভাগ কোনো সাহায্য করবে না!
আল্লাহু আকবার! যেন সেই রহস্যময়ী গোপন ব্যাগের আরো এক জলন্ত প্রতিচ্ছবি!
শুধু তাই নয়, ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ রহ.ও তাঁর কিতাবুল ফিতানে এমন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে,
لو حدثتكم بكل ما أعلم ما رقبتم
بي الليل
যাবতীয় ফিতনা ফাসাদ সম্পর্কে আমি যা জানি, সেগুলো যদি তোমাদেরকে বয়ান করি তাহলে তোমরা আমার সাথে ঘুমিয়ে রাত কাটাতে পারবে না।
(ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ রহ. এর সংকলিত কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং-১৮)
সুবহানাল্লাহ!
লক্ষ করুন, যদিও হাদীসটির সনদে একজন রাবী সাঈদ ইবনে সিনান রয়েছে, যার ব্যাপারে কতিপয় ইমাম জালকরণের ও মুনকার রাবী হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ব্যাক্তিগতভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মুসান্নাফে

ইবনে আবি শাইবাহ এর উক্ত হাদীসের সাথে এই হাদীসটির মতন পুরোপুরি মিলে যায়।

যেখানে হযরত হুযাইফা রা. বলেছেন যে,

আমি যা জানি, তা যদি তোমাদের বর্ণনা করি,

তাহলে তোমরা ৩ ভাগ হয়ে যাবে।

এক ভাগ আমাকে কতল করবে।

এক ভাগ মিথ্যাবাদী বলবে।

এক ভাগ কোনো সাহায্য করবে না।

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৩৬৪৭০)

যা কিতাবুল ফিতানের উক্ত হাদীসটির মতনকে সমর্থিত করে।

এছাড়া, কিতাবুল ফিতানের ৩ নং হাদীসটিও এর স্বপক্ষে সমর্থন জোগায়। যা আমরা কিছু পূর্বে উল্লেখ করেছি।

অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

এই ছিল গোপন ব্যাগের মূল রহস্য।

মূলত আল্লাহর রাসূল (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, শেষ জামানায় যা কিছু হবে,

তার সবকিছুই এক মজলিসে সকলের নিকট বর্ণনা করেছিলেন।

কিন্তু এক পর্যায়ে তাঁর সেইসকল বর্ণনাগুলো খুবই কম সংখ্যক বাদে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম রা. ভুলে গিয়েছিলেন।

আবার কেউ কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। যেমনটা কিতাবুল ফিতানে হযরত হুযাইফা রা. এর বর্ণনায় আমরা দেখেছি।

ফলস্বরূপ কেবল খুবই অল্প সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রা. সেই সকল হাদীসগুলো ধারণ করেন।

যাদের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন এই দুই মহান সাহবী হযরত আবু হুরায়রা রা. এবং হুযাইফা রা.,

যারা সেই সকল হাদীস সর্বাধিক স্বরণ রেখেছিলেন অন্যদের তুলনায়।

তাই এই গোপন ব্যাগ রহস্যের আবির্ভাব।

এখন যেহেতু এইসকল হাদীস খুবই কম সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রা. জানতেন, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, এই সকল হাদীস অঞ্চলভেদে খুবই কম পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য হাদীসগুলোর তুলনায়।

এমনকি হতে পারে, যারা ভুলে গিয়েছিলেন, তাদের অঞ্চলের মানুষের নিকটই তা পৌঁছায়নি।

ফলে যারা হাদীস সংগ্রহ করেছেন ইমামগণের মধ্যে, তাদের অনেকে এসব হাদীস পাননি, বা তাদের নিকট পৌঁছায়নি।

অপরদিকে যারা পেয়েছিলেন, হতে পারে তাদের অনেকের নিকট এইসকল হাদীস অন্যান্য যারা (যেমন- ছাত্রগণ, তাবেঈগণ, তাবে-তাবেঈগণ) বর্ণনা করেছিলেন, রাবীগনের অবস্থাভেদে সনদগত কোনো প্রকার দুর্বলতা চলে আসায় তা গ্রহণ করেননি।

আবার যেহেতু হযরত আবু হুরায়রা রা. ও হুযাইফা রা. সেইসকল হাদীস জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ্যে বর্ণনা করেননি, বিশ্বস্ত কাউকে ছাড়া।

সেহেতু তা থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে,

পরবর্তীতে তাদের ছাত্রগণ কিংবা অন্য কেউ তাদের সূত্রে বর্ণনা করলে, তা সনদগত কিংবা অন্য কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হলে, পরবর্তী মুহদ্দিসগণের নিকট তা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

ফলে এভাবে এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো অধিকাংশ হাদীসের কিতাবে আসেনি।
অতএব, সবকিছু মিলিয়ে যা দাড়াচ্ছে তা হলো এই- হাদীসগুলো খুবই দুর্লভ।
যেহেতু তা খুবই কম সংখ্যক সূত্রে বিদ্যমান।
তাই এগুলো সহীহ সনদে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।
এমনকি খুবই দুর্বল সনদেও বিদ্যমান হতে পারে।
যার দরুন তা সিহাহ সিত্তাহ কিতাব বাদেও পরিচিত অন্যান্য হাদীসের
কিতাবেও আসেনি।
যারই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো এই হাদীস-

হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) বলেন,
ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদির আবির্ভাব ঘটবেনা
যতক্ষণ পর্যন্ত (বিশ্বের) এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে, এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ
করবে এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকবে।
(আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, হাদীস নং-৫৫২)
হাদিসের মান: মাওকূফ, সনদ- দুর্বল।
আল্লাহু আকবার! দেখলেনতো?
কি আশ্চর্যজনক হাদীস!
তাহলে এবার বলুন, এই হাদীস কি সহীহ বুখারীতে আছে? না সহীহ মুসলিমে
আছে? না আবু দাউদে আছে?
না নাসায়ীতে আছে? না ইবনে মাজাহ তে আছে? না তিরমিযীতে আছে?
এমনকি মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, তাবারানী, আরো যা হাদীস
গ্রন্থ, যা আপনারা চিনেন-জানেন, না সেখানে আছে?
কোথাও নাই!

কিন্তু কোথায় আসলো?

এক অচেনা নাম, যা অনেকে পূর্বে চিনতেন না!

ইমাম আবু আমর উসমান আদ দানী রহ. এর এই আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতানে!

তারপর সনদ দেখেন- মাওকূফ যইফ

তথা সাহাবীর বর্ণনা, সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে,

কিন্তু দুর্বল!

তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সনদ দুর্বল হলেও আপনারা সকলেই রীতিমতো চমকে উঠবেন এই শুনে যে,

অবিকল এই হাদীসটি হযরত আলী রা. এর বংশধর হযরত জাফর আস সাদিক রহ. থেকেও বর্ণিত পাওয়া যায়! যা শাইখ তুসী নামে একজন শিয়া স্কলার তার কিতাবুল গাইবাত নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছে যে,

মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ও আবু বাসীর থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, আবু আব্দুল্লাহ (হযরত জাফর সাদিক রহ.) বলেছেন, (ততক্ষণ পর্যন্ত) এই ঘটনা (ইমাম মাহদীর আবির্ভাব) ঘটবে না, যতক্ষণ না পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস হয়।

তখন তারা (রাবী মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ও আবু বাসীর) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কারা অক্ষত থাকবে?

উত্তরে তিনি (হযরত জাফর সাদিক রহ.) বলেন, তোমরা কি এক তৃতীয়াংশ এর মধ্যে অবশিষ্ট থাকতে চাও না?

(কিতাবুল গাইবাত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা- ৩৬১, হাদীস নং: ২৮৬)

দেখলেন!? কি অবিকল বর্ণনা!

সেই জাফর আস সাদিক রহ. এর বর্ণনা! যিনি রসূল (সা.) এর বংশধর!

যার পিতা হলেন, মুহাম্মাদ বাকির রহ. যিনি হযরত আলী ইবনে হুসাইন রহ. এর পূত্র! তথা ইমাম হুসাইন রা. এর দৌহিত্র!

যা সরাসরি জ্বলন্তরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, উল্লিখিত ঐ হাদীসটি হযরত আলী (রা.) থেকেই বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ, তার সনদ হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। নতুবা তার বংশধরের মাঝেই কিভাবে এমন অবিকল বর্ণনা বর্ণিত হলো?

প্রশ্ন কি উঠে না পাঠক বন্ধুগন?

অতএব, এবার আমি তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই,

যারা কেবল সিহাহ সিত্তাহ কিতাব আর সহীহ হাদীসের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছেন। সহীহ হাদীস ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করতে চান না।

ফিতনা-মালহামার হাদীসগুলো যইফ হলেই এড়িয়ে যান। কেউ কেউ তো জাল বলে ফতূয়া ছেড়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

কই এবার আপনাদের অভিমত কি?

এই হাদীস কিভাবে সনদ দুর্বল হওয়া সত্বেও তা হযরত আলী রা. এর বংশধরের মাঝে পৌঁছালো?

সনদ দুর্বল হলেই, না আপনারা অগ্রহণযোগ্য ফতুয়া দিয়ে দিতেন?

তাহলে এই হাদীস কিভাবে অবিকল হযরত আলী রা. এর বংশধর থেকে বর্ণিত হলো?

বলেন?

এবার কেন চুপ রইবেন?

বলেন না অগ্রহণযোগ্য?

এখন উত্তর খুঁজে না পেয়ে আবার এটা বলিয়েন না যে,

আপনিতো শিয়াদের কিতাব থেকে রেফেরেন্সে দিয়েছেন! এটাতো শিয়াদের কিতাব!

হ্যাঁ, এটা শাইখ তুসী নামে এক শিয়া স্কলারের লিখিত কিতাব। যা আমি উল্লেখও করে দিয়েছি।

কিন্তু উক্ত হাদীসটাতো আর শিয়াদের লিখিত নয়! তা হয়তো নতুন করে আর প্রমাণ করা লাগবে না, আশা করি? কেননা হযরত আলী (রা.) থেকেই অবিকল বর্ণনা ইতোমধ্যে আপনারা দেখেছেন। তাই এটি কি শিয়াদের বানানো, না হযরত আলী (রা.) এর বর্ণনা,

তা নিশ্চয় কারোরই বুঝার বাকি থাকার কথা নয়।

আর সবচেয়ে বড় কথা,

হযরত জাফর আস সাদিক রহ. যেহেতু রসূল (সা.) এর আহলে বায়াতের সদস্য এবং হযরত আলী (রা.) এর বংশধর,

সেহেতু তিনি যে ইসনা আশারিয়া ও ইসমাইলি শিয়াদের নিকট একজন মান্যবর ব্যাক্তিত্ব হবেন, তা তো স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য হয়।

আপনারা তাদের ১২ ইমাম মতাবাদের তালিকায় দেখতে পাবেন, ৬ষ্ঠ ইমাম হিসেবে তারা হযরত জাফর আস সাদিক রহ. এর নাম উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ, তাদের নিকট হযরত জাফর আস সাদিক রহ. তাদের ১২ ইমাম মতবাদ বিশ্বাস অনুযায়ী

১২ জন ইমামের একজন।

তাই তার থেকেই বর্ণিত হাদীস তাদের কিতাবে আসবেনা তো কোথায় আসবে?

কাজেই এই অজুহাতের আর কোনো ভিত্তি নেই।

এভাবে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার আর সুযোগ নেই।

আমি কেবল আপনাদের এটাই দেখানোর জন্য এটি দিয়েছি যে,

উক্ত হাদীসটি হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে বিধায় অনুরূপ বর্ণনাটা তাঁর বংশধরের মাঝেও পাওয়া গিয়েছে। নতুবা তা কিভাবে আসতো?

এটাই বুঝাতে।

এখানে শিয়াদের কিতাবের বর্ণনা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়।

আশা করি বুঝতে পেরেছেন?

কাজেই, এখানে শিয়াদের প্রসঙ্গ এনে কোনো লাভ নেই।

অতএব, জাফর সাদিক রহ. এর এই বর্ণনা হতেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে,

হযরত আলী রা. পর্যন্ত উক্ত হাদীসটির সনদ পৌঁছেছে। তাই তাঁর বংশধর জাফর সাদিক রহ.ও সেই হাদীসটি জানতে পেরেছেন।

কিন্তু সনদে কোনো এক রাবীর দুর্বলতার কারণে তা দুর্বল হয়ে পড়ে।

যেটাই আমা গোপন ব্যাগের রহস্য হতে দেখেছিলাম। এই সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো সনদগত দুর্বল হওয়াই দিক অধিক সম্ভাব্যময়।

যা স্পষ্টরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,

হযরত আলী রা. এই বর্ণাটিই ছিল সেই গোপন ব্যাগের বর্ণনা!

আর তা আরো জোরদার করে ইমাম নূয়্যাইম ইবনে হাম্মাদ রহ. এর কিতাবুল ফিতানের আরো এক বিস্ময়কর বর্ণনা!

যাতে উল্লেখ রয়েছে যে,

মির ইবনে হুবাইশ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী (রা.) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা আমার কাছে জানতে চাও, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চাওয়া হলে,আমি তাদের সেনাপ্রধান, পরিচালনাকারী এবং আহ্বানকারী

সকলের নাম বলে দিতে পারব। তোমাদের এবং কিয়ামতের মাঝখানে যা কিছু সংঘটিত হবে সবকিছু পরিস্কারভাবে বলতে পারব।

(কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৪৫)

সুবহানাল্লাহ!

দেখুন, এখানে হযরত আলী রা. স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে,

কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তাদের সেনাপ্রধান, পরিচালনাকারী এবং আহ্বানকারী সকলের নাম বলে দিতে পারবেন! কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে, সবকিছু পরিষ্কারভাবে বলতে পারবেন!

যদিও এই হাদীসটির সনদও দুর্বল, কিন্তু আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতানের সেই বিস্ময়কর বর্ণনা দ্বারা তা সমর্থিত হয় । যাতে আমরা দেখেছি যে, হযরত আলী (রা.) এরকমই আশ্চর্জনক হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদির আবির্ভাব ঘটবেনা,

যতক্ষণ পর্যন্ত (বিশ্বের) এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে, এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করবে এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকবে।

অর্থাৎ, ইমাম মাহদীর পূর্বে বিশ্বব্যাপী এমন একটি যুদ্ধ হবে, যার দরুন এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে তথা যুদ্ধের অস্ত্রাগাতের কারণে এবং এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করবে।

যা সুস্পষ্টরূপে সরাসরি সেই ৩য় বিশ্ব যুদ্ধকে নির্দেশ করছে!

আল্লাহু আকবার!

অতএব, স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত আলী রা.ও সেই সাহাবায়ে কেরামের একজন, যারা সেই গোপন ব্যাগের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন!

রাসূল (সা.) এর সেই বিস্ময়কর হাদীসগুলো ধারণ করেছিলেন!

সুতরাং, এই মহা রহস্য হতে তাদের জন্য এক বড় শিক্ষা রয়েছে,
যারা এতদিন ধরে কেবল সিহাহ সিত্তাহ কিতাব আর সহীহ সনদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলেন।
এই রহস্যটি আমাদেরকে আজ সুস্পষ্টরূপে জানান দিল যে,
শেষ জামানার ঘটনাপ্রবাহ ও কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত হাদীসগুলোর সনদ সবসময় সহীহ পাওয়া যাবে না। বরং অধিকাংশ দুর্বল কিংবা খুবই দুর্বল হবে। যার দরুন সিহাহ সিত্তাহ কিংবা অন্যান্য গ্রহণযোগ্য হাদীসের কিতাবেই তা পাওয়া দুষ্কর।
বরং তা এমন সব কিতাবে পাওয়া যাবে, যা বর্তমানে প্রায় অপরিচিত কিংবা দূর্বল অবস্থায় পড়ে আছে।
যারই সেই এক জ্বলন্ত প্রমাণ হলো- হযরত আলী রা. এর সেই বর্ণনা, যা ঠিকই অনেকের মাঝে অপরিচিত ছিল এমন এক গ্রন্থ- আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতানে এসেছে!
যেখানে সহীহ-যইফ এমনকি মুনকার মাতরুক, মাউযু ইত্যাদি সকল ধরনের হাদীসের সমাহার ঘটেছে!
যা একসময় অনেকের নিকটই তেমন পরিচিত ছিল না।
ফলে তা এক প্রকার অবহেলিত অবস্থায় পড়ে ছিল।
কিন্তু সেই কিতাবগুলোতেই দেখা যাচ্ছে এই মহা রহস্যকে ধারণ করতে!
যার জ্বলন্ত প্রমাণ আপনারা দেখলেনই স্বচক্ষে।
শুধু এই কয়েকটি নয়,
এমন বহু হাদীসের কিতাব রয়েছে। যা বর্তমানে প্রায় অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে।

যার দরুন আজ এই শেষ জামানা ও ফিতনা-মালহামার হাদীসগুলো আমাদের মাঝে রহস্য হয়ে গিয়েছে।

কেবল সিহাহ সিত্তাহ কিতাবের কয়েকটি সহীহ হাদীসের মাঝে আমরা এগুলোকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি।

অথচ, হযরত আলী রা. এর সেই বর্ণনা আমাদের আজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে,

শেষ জামানা সংক্রান্ত সকল হাদীস সিহাহ সিত্তাহ কিংবা অন্যান্য গ্রহণযোগ্য হাদীসের কিতাবে আসেনি।

বরং তা এমন সব কিতাবে এসেছে, যেগুলোরই কোনো অধ্যয়ন-চর্চা বর্তমান আলেম সমাজের মাঝে নেই।

এছাড়া বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা আসেম উমর রহ.ও তাঁর প্রখ্যাত "বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ওর দাজ্জাল" গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সেই গোপন ব্যাগের প্রসঙ্গে আলোচনাকালে উল্লেখ করেন-

(গোপন ব্যাগের) এই হাদীসগুলোকে হযরত আবু হুরায়রা রা. লিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু কিতাবটির কোনো হদিস পরবর্তীতে পাওয়া যায়নি। যদিও ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত বড় বড় কিতাবাদি সালফে সালেহীন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী কর্তৃক রচিত السنة والفتن,

নুআইম বিন হাম্মাদ কর্তৃক রচিত الفتن,

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন শাইবা কর্তৃক রচিত الفتن,

খলীল বিন ইসহাক কর্তৃক রচিত الفتن,

আবু আমর দানী কর্তৃক রচিত , السنن الواردة في الفتن

আল্লামা কুরতুবী কর্তৃক রচিত التذكرة,
হাফেয ইবনে কাছীর
রহ. কর্তৃক রচিত النهاية في الفتن والملاحم
এবং আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. কর্তৃক রচিত
الحصر والإشاعة في أشراط الساعة
العرف الوردي في أخبار المهدي
উল্লেখযোগ্য।
দশম শতাব্দী পর্যন্ত এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাদীর সংখ্যা বাইশটিরও উপরে
(মাওলানা আসেম উমর রহ. এর রচিত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ও দাজ্জাল, পৃষ্ঠা নং- ১৪৭)
সুবহানাল্লাহ! দেখলেনতো সবাই?
সবাই যে একেবারে গাফেল থাকবে, তা কখনো সত্য নয়।
তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ- হযরত মাওলানা আসেম উমর রহ.!
দেখলেনতো এবার, ইমাম আবু আমর উসমান আদ দানী রহ. এর কথা?
তারপর, উল্লেখযোগ্য কত কিতাবের নাম?
এখানে হযরত মাওলানা আসেম উমর রহ. আরো এক বিস্ময়কর তথ্য দিলেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রা. সেই গোপন ব্যাগের হাদীসগুলোকে কিতাব আকারে লিখে নিয়েছিলেন! যা পরবর্তীতে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি
সুতরাং, এই দিক হতে সরাসরি প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সেই গোপন ব্যাগটি বাস্তবিকই ব্যাগ বা পাত্র আকারে ছিল! যেখানে হাদীসগুলো লিখিত আকারে ছিল!
সুবহানাল্লাহ!

সেই সাথে তিনি আরো উল্লেখ করলেন, যদিও ঐ কিতাবটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু অধিকাংশ ইমামগণ সেইসমস্ত ভবিষ্যত সংবলিত হাদীসগুলো সংকলন করেছিলেন।

যা কিনা দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই সম্পর্কিত কিতাবের সংখ্যা বাইশটিরও উপরে!

সুবহানাল্লাহ!

সেই শেষ জামানা ও ফিতনা সংক্রান্ত কিতাবের সংখ্যা

দশম শতাব্দী পর্যন্ত ২২ টির অধিক!

তাহলে এবার আমি তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, যারা কেবল সিহাহ সিত্তাহ কিতাব কিংবা সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কিতাব নিয়ে পড়ে আছেন,

এখানেতো প্রমাণসহ বলা আছে যে,

দশম শতাব্দী পর্যন্ত শেষ জামানা ও ফিতনা সংক্রান্ত ২২ টিরও অধিক কিতাব রচিত হয়েছে।

তাহলে এখন আপনাদের কি অভিমত?

কয়টি কিতাব পড়েছেন আপনারা?

খুবতো যইফ আর অগ্রহণযোগ্য বলে ফতুয়া দিতেন?

অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

এই ছিল উপসংহার।

মূলত যেসমস্ত ইমাম-উলামায়ে কেরামগণ এই গোপন ব্যাগের রহস্যের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন, তারাই সনদের বিষয়টাকে শিথিলতার সাথে বিবেচনা করে এই ফিতনা-মালহামার হাদীসগুলোকে গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই আজ আমরা সেই সকল হাদীস সিহাহ সিত্তাহ বা গ্রহণযোগ্য অন্যান্য হাদীসের কিতাবে না পেয়ে কেবল এই শেষ জামানা সংক্রান্ত কিতাবগুলোতে দেখতে

পারছি। নতুবা এই হাদীসগুলোর সন্ধান কখনোই পাওয়া যেত না। আর এই রহস্যেরও হদিস কখনো থাকতো না।

তাই উদাত্ত আহ্বান থাকবে সকলের প্রতি,

আপনারাও কোনো প্রকার সনদগত বাচ-বিচার না করে, সেই শেষ জামানা সংক্রান্ত হাদীসগুলোর প্রতি যত্নবান হন। যেহেতু পরিস্থিতিই এরূপ।

তাই এখানে সহীহ-যইফ বিষয়টি বিচার কারাটাই ভুল হবে। এমনকি এমনও হতে পারে যে, কতক কতক কিতাবে সনদ উল্লেখ ছাড়াই সংকলিত হয়ছে। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। এমন যেন হয়ে না যায় যে, সনদ উল্লেখ নেই দেখেই আমরা জাল বলে দিলাম, কিন্তু দেখা গেল সেটি সেই গোপন ব্যাগের হাদীস ধারণ করে ছিল। যা আমাদের অজানা। তাই আমাদের এইরূপ তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত।

কেননা পরিস্থিতিই এমন যে, আপনি এখানে এতটা সুনিশ্চিত হয়েও বলতে পারবেন না যে, অমুক হাদীসটি জাল কিংবা অমুক কিতাবটি জাল-বানোয়াট। যেহেতু হযরত আবু হুরায়রার (রা.) এর গোপন ব্যাগের এই রহস্য বিদ্যমান। যার হাদীসগুলো আমাদের অজানা। তাই এখানে কোনটি গোপন ব্যাগের হাদীস আর কোনটি নয়, তা আপনি এতটা সহজে কোনোভাবেই নির্ধারণ করতে পারবেন না। দেখা গেল, আপনি যেটিকে জাল বলে ফেলে রাখলেন, সেটিই হয়ে গেল সেই গোপন ব্যাগের হাদীস!

তাই বিষয়টি খুবই গুরুতর আর স্পর্শকাতর।

কাজেই এখানে আমাদের বিন্দুমাত্র অনুমানের আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ নেই। বরং সতর্কতা অবলম্বনই বাঞ্ছনীয়।

তবে হ্যাঁ, কোনো হাদীস কিংবা কিতাবের ক্ষেত্রে যদি আপনার নিকট শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান থাকে যে, এই হাদীস কিংবা কিতাবটি জাল-বানোয়াট, তাহলে অবশ্যই আপনি নির্দ্বিধায় তা জাল-বানোয়াট বলতে পারেন।

কিন্তু যদি, কেবল সেই হাদীসটি কিংবা কিতাবটি আপনার নিকট অপরিচিত হওয়ায় কিংবা আপনার পছন্দের কোনো আলেমের নিকট অপরিচিত হওয়ায়, যদি তা জাল বলে দেন, তাহলে ভাই আমার, আপনি হয়তো মস্ত বড় কোনো ভুল করবেন! যা হয়তো আপনাকে সেই গোপন ব্যাগের হাদীস হতেই বঞ্চিত করতে পারে। তাই সাবধান! ভুলেও এই ভুল করতে যাবেন না। অনুমানের আশ্রয় নিবেন না। কেননা এটা কোনো সাধারণ বিষয় নয়, বরং এই গোপন ব্যাগের মহা রহস্যের বিষয়। কাজেই এখানে ভুলেও কেউ এরূপ অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। এতে আপনাদেরই ক্ষতি হবে, সেই হাদীসের বা কিতাবের কিছু যায় আসবে না।

তাই বারবার, আপনাদেরকে সতর্ক করছি, মধ্যমপন্থা অবলম্বনের। সনদের বিষয়টা শিথিলকরণের। যেহেতু পরিস্থিতিই এরূপ হয়েছে। তাই কিছু করার নেই। সতর্কতা অবলম্বন ছাড়া।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আজকের এই মহা রহস্যকে না জানার কারণেই অধিকাংশ মানুষ আর আলেম সমাজ এই স্পর্শকাতর বিষয়টিকে কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে শেষ জামানা সংক্রান্ত হাদীসগুলোর সনদ যইফ পেলেই এমনভাবেই এড়িয়ে চলে, যেন তা রাসূল (সা.) এর হাদীস নয়! আসতাগফিরুল্লাহ। শুধুই যে এড়িয়ে চলে তা নয়, বরং অগ্রহণযোগ্য ফতুয়া দিয়ে সাধারণ মানুষদেরও তা হতে বিমুখ রাখে। ফলে তা সাধারণ মানুষে মঝে একধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যার দরুন এই শেষ জামানা সংক্রান্ত যে

হাদীসগুলোর সনদ যইফ হয়, তা অগ্রহণযোগ্য বলে এড়িয়ে যায়। এভাবেই তারাও এই শেষ জামানার জ্ঞান হতে বিচ্যুত হয়। তাদের অজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

তাহলে বলুন, এমন অবস্থায় যদি কখনো সেই গোপন ব্যাগের কোনো একটি বিষয় বাস্তবে তাঁদের নিকট প্রকাশ পায়, আর সেই গোপন ব্যাগের হদীসগুলো জানায়, তাহলে এই মানব সমাজ সাদরে গ্রহণ করে নিবে?

এই আলেম সমাজ মেনে নিবে? যারাই কিনা যইফ হলেই অগ্রহণযোগ্য ফতুয়া দিয়ে বেড়ায়তো?

নিশ্চয় না! তাকে বাতিল বলতো, বানোয়াট বলতো,

কেউই বিশ্বাস কতে চাইতো না। ঠিক না!?

তবে, পরিতাপের বিষয় হলো, আসলেই ঠিক তাই হয়েছে!

জি ঠিকই শুনেছেন। যা এই বইয়ের ভূমিকা অংশেও বলেছিলাম যে,

এই রহস্যের মধ্যে নিহিত ছিল এমন এক অজানা বিষয়, এমন এক অজানা সত্য চরিত্র, যা একসময় এইসকল মানুষদের নিকট আত্বপ্রকাশ করলে, ঠিকই অধিকাংশ লোক ও এই আলেম সমাজ তাকে বাতিল, ভন্ড আর ফিতনা ইত্যাদি বলে তকমা দেওয়া শুরু করে। এমনকি তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত সেই গোপন ব্যাগের হাদীসগুলোও দেখালে, তা জাল-বানোয়াট বলে উড়িয়ে দেয়।

তাহলে চিন্তা করে দেখুন, কত বড় ইলমি দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, এমন অবস্থা তৈরি হয়? আর এসবেরই মূলে সেই একটাই কারণ, এই মহা রহস্যকে না জানা।

তাহলে কি ছিল সেই অজানা সত্য? প্রশ্ন নিশ্চয় সবারই মনে?

অতএব, চলুন তাহলে এবার যাওয়া যাক কাঙ্ক্ষিত সেই প্রসঙ্গে!

কি সেই অজানা সত্য?

কি সেই অজানা সত্য? জানতে নিশ্চয় উদগ্রীব হয়ে আছেন সকলেই?
তবে শুনে হয়তো আপনারা অনেকেই আঁতকে উঠবেন যে,

এই গোপন ব্যাগের যে সত্য বিষয়টিকে আজ অধিকাংশ মানুষ আর এই আলেম সমাজ প্রত্যাখান করেছে, বাতিল বলে অ্যাখা দিচ্ছে, তা আর কিছুই নয়, বরং আপনাদেরই মাঝে বহুল পরিচিত সেই চরিত্র, যাকে হয়তো আপনারাও এতদিন জেনে এসেছিলেন "কথিত ফিতনা" বলে, সেই গাযওয়াতুল হিন্দের আমীর নামে খ্যাত ইমাম মাহমুদ!

হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও প্রকৃত অর্থে আসলেই তাই পাওয়া যায়!

এখন হয়তো আবার যারা এই নামটির সাথে পূর্ব হতে পরিচিত নন কিংবা এই প্রথম শুনছেন এই বই হতে, তারা বিচলিত হতে পারেন যে,

এই ইমাম মাহমুদ আবার কে?

তাই তাদের উদ্দেশ্যে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে বলে রাখি যে,

ইমাম মাহমুদ হলো মূলত, সম্প্রতি অনলাইনে প্রচারিত কিছু আশ্চর্যজনক হাদীস মতে ইমাম মাহদীর পূর্বে নাকি আগমনকৃত এই মুসলমানদের একজন প্রতিশ্রুত আমীর, যার নেতৃত্বেই কিনা বহুল প্রতীক্ষিত প্রতিশ্রুত গাযওয়াতুল হিন্দ সংঘটিত হবে, যার ব্যাপারেই আজ থেকে প্রায় ১৪০০ পূর্বে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদের সংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন!

যেমন- সেই কয়েকটি হাদীস নিম্নরূপ-

১. হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি বড় জিহাদ হবে। আর সেই যুদ্ধের শহিদরা কতোই না উত্তম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সেই জিহাদের নেতৃত্ব দিবেন কে? তিনি বললেন, উমর (রা.) এর বংশের একজন দুর্বল যুবক।

(আস সুনানুল কিতাবুল ফিরদাউস, লেখক- ইমাম ইবনে দায়লামী রহ., খন্ড- ২, হাদীস নং-৭৮৭)

২.

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ مِنْ اَهْلِ بَيْتِي بِنْتِي فَاطِمَةَ وَلَكِنْ يَخْرُجُ قَبْلَهُ أَمِيرٌ اسْمُهُ مَحْمُودُ بْنُ عَبْدِ الْقَدِيرِ ، يَأْتِي مِنْ بَلَدِ مَشْرِقِ الْهِنْدِ

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মাহদী আমার আহলে বায়াত, আমার কন্যা ফাতিমার বংশধর হতে আবির্ভূত হবে। তবে তার পূর্বে একজন আমীরের প্রকাশ ঘটবে যার নাম হবে মাহমুদ ইবনে আব্দুল কাদির। সে হিন্দুস্থানের পূর্বাঞ্চল থেকে আসবে।

(ফিতনাতুদ দুনিয়া, লেখক- ইমাম আবু নাইম আল ইস্ফাহানী রহ., পৃষ্ঠা ১৩১, হাদীস নং- ১১৮; কিতাবুল আকিব, হাদীস নং- ২৩৮)

৩.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوشك على المسلمين يكثر الظالمين المشركون من الهند فيما يخرج من مشرقها القرية جماعة المسلمين الذين يديرهم شاب ضعيف اسمه محمود و لقبه حبيب الله و يفتح الهند ثم بعد ذلك يسعى الى بيت الله فقلت يا رسول الله لم يسعى الى بيت الله؟
هل هذا الزمان يقبضه بايد اليهود و النصارى؟ فقال لا بل يأتى أن يبايع على خليفة الله المهدى

- آخر الزمان المهدى فى علامات القيامة : باب: غزوة الهند -٢٣١

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের উপরে খুবই অত্যাচার করবে। সে সময়ে হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল হতে একটি মুসলিম জামাতের প্রকাশ ঘটবে। যাদের পরিচালনা করবে একজন দুর্বল যুবক। যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি নাম হবে হাবীবুল্লাহ। তিনি হিন্দুস্তান বিজয়ের পর কাবার দিকে ধাবিত হবে। আমি (আবু হুরায়রা) জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রসূল , সে কাবার দিকে ধাবিত হবে কেন? সেই সময় কি বাইতুল্লাহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দখলে থাকবে?" তিনি বলেন, না। বরং সে আল্লাহর খলীফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

(আখীরুজ্জামানিল মাহদীঈ ফি আ'লামাতিল কিয়ামাহ, লেখক- ইমাম আবু নুয়াইম আল ইস্ফাহানী রহ., অধ্যায়- গাযওয়াতুল হিন্দ, হাদীস নং- **২৩১**; কিতাবুল আক্বিব, হাদীস নং- **১২৫৬**; ক্বাশফুল কুফা, হাদীস নং- **৭৩২**)

তো এই হলো তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত সেই হাদীসগুলো, যেগুলো সেই গত ৮ বছর আগ থেকে অনলাইনের বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত হতে দেখা যায়।

তাহলে এখন দেখতেই পারছেন নিশ্চয়? যে এই হাদীসগুলো কত অপরিচিত-অচেনা আশ্চর্যজনক গ্রন্থের রেফেরেন্সে দেওয়া হয়ছে?

তাই মূলত এই কারণেই, অধিকাংশ আলেম-উলামা আর আম জনতা, এমনকি আপনারাও অনেকে মনে করে বসেছিলেন যে, এইগুলো কোনো বানোয়াট-জালিয়াতি করা কিনা।

কিন্তু এই গোপন ব্যাগের রহস্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাচ্ছে যে, এই হাদীসগুলো অনেকটা সেই মহা রহস্যের বৈশিষ্ট্যের সাথেও মিলে যায়।

যেমন- এই গোপন ব্যাগের রহস্য হতে আমরা পূর্বে দেখে এসেছি যে,
শেষ জামানা ও ফিতনা-মালাহামা সংক্রান্ত হাদীসগুলো অধিকাংশই খুবই দুর্লভ অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। ফলে তা প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হওয়ার পরিবর্তে, দুর্লভ-অপরিচিত গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি বিদ্যমান। যেগুলো অন্যান্য গুলোর তুলনায় দুর্বল অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে।

ঠিক এই হাদীসগুলোও দেখা যাচ্ছে এমনই সব গ্রন্থে এসেছে, যা এই সময়ের আলেম সমাজেরও জ্ঞানের বাইরে। যা প্রবল সম্ভাবনার সাথে ইঙ্গিত করছে যে,

এগুলো হয়তো সত্যিই সেই গোপন ব্যাগের হাদীসও হতে পারে! বিশেষ করে উল্লেখিত সেই ৩য় হাদীসটি, যা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকেই বর্ণিত হয়েছে!

কেননা অসংখ্য হাদীসে দেখা যায়, সেই হযরত আবু হুরায়রাই (রা.) সর্বপ্রথম সেই গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে,

وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি সে যুদ্ধ পেয়ে যাই তাহলে আমি আমার জান-মাল সব কিছু তাতে ব্যয় করব। এতে যদি আমি শাহাদাত বরণ করি, তাহলে আমি হবো সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। আর যদি (জীবিত) ফিরে আসি, তাহলে হবো (জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত।

(শাইখ আহমেদ শাকের কর্তৃক তাহকীককৃত "মুসনাদে আহমাদ", খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা নং: ৫৩২-৫৩৩, হাদীস নং- ৭১২৮)

হাদীসটির মান: শাইখ আহমেদ শাকের বলেন এর সনদ সহীহ।

বি:দ্র: যদিও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ইমাম যাহাবীর রায়ের ভিত্তিতে এই হাদীসটির সনদে জাবীর ইবনে আবীদাহ কে দূর্বল বলে অ্যাখায়িত করেছিলেন,
কিন্তু শাইখ আহমেদ শাকের প্রমাণসহ উক্ত রায় খন্ডন করে ইমাম বুখারীর তারীখে কাবীরের সূত্র দিয়েই তা সহীহ প্রমাণ করেছেন।

(দেখুন শাইখ আহমেদ শাকেরের তাহকীককৃত “মুসনাদে আহমাদ", উক্ত হাদীসের তাহকীক অংশ)

তাইলে এখানে দেখা যাচ্ছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এই যুদ্ধের ব্যাপারে খুবই কৌতুহলী ছিলেন।

এখন, যেহেতু তিনি খুবই কৌতুহলী ছিলেন এই যুদ্ধ নিয়ে, তাইলে কি প্রশ্ন উঠে না? যে, কেবল এইটুকুতেই কি তিনি চুপ করে ছিলেন?

কখন হবে এই যুদ্ধ? কি হবে তার আলামত-প্রেক্ষাপট?

কে হবে এই যুদ্ধের আমীর?

হিন্দুস্তানের কোথায় হবে সেই যুদ্ধ? কাদের সাথে হবে?

এইগুলো কি তিনি বিস্তারিত জানতে প্রশ্ন করেননি?

কেবল এই যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এতটুকুতেই কি তিনি চুপ হয়ে থেকেছিলেন?

অথচ, আমরা পূর্বেই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এর বর্ণনায় দেখে এসেছি যে,

তিনি বলেছিলেন,

إن أبا هريرة كان جريئا على أن يسئال رسول الله ﷺ عن أشياء لايسئال عنها غيره

‘আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল ( )-এর নিকট প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে বড় সাহসী ছিলেন। তিনি এমন সব বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, যে বিষয়ে অপর কোন সাহাবী জিজ্ঞাসা করতেন না’।

(আল ইসাবাহ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা নং- ২০৩)

তাহলে আপনারাই বলুন, এত বড় বিষয়ে তাহলে তিনি কিভাবে চুপ থাকতে পারেন, যখন প্রশ্ন করার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন বড় সাহসী অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের তুলনায়?
এখানেতো স্পষ্ট বলা আছে যে, তিনি রাসূল (সা.) কে এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, যা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামগণও (রা.) করতেন না।
যা স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,
হযরত আবু হুরায়রা রা. চুপ থাকার পাত্র ছিলেন না।
তিনি ইলমপিপাসু ব্যাক্তি ছিলেন। যখনি কোন এক বিষয়ে তিনি কৌতুহলী হয়ে যান, তখন সেই বিষয়ে আরো বিস্তারিত ইলম অর্জনে তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন।
তাহলে কি পাঠকগণ, প্রবল সম্ভাবনা কাজ করছে না? যে
তিনি এত বড় প্রতিশ্রূতিপূর্ণ একটি বিষয়- গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে মোটেও নিরব থাকেননি। বরং এর বিস্তারিত বিবরণ অবশ্যই আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে জেনে নিয়েছিলেন, যা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম জানতেন না!?
তাহলে সত্যিই যদি তাই করে থাকেন, তাইলে কি সেগুলোও সেই গোপন ব্যাগের অন্তর্ভুক্ত হবে না? অবশ্যই হতে পারে। কেননা আমরা সেই গোপন ব্যাগ সম্পর্কে পূর্বেই জেনে এসেছি যে, তাতে শেষ জামানার বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদ আর যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা, কিয়ামতের ভয়ঙ্কর আলামতসমূহের বর্ণনা ইত্যাদি নিহিত ছিল। যার মধ্যেই প্রতিশ্রুতপূর্ণ অন্যতম একটি বিষয় ছিল- এই গাযওয়াতুল হিন্দ।
তাহলে এখন এই হাদীসগুলো যদি প্রকৃতপক্ষেই সেই গোপন ব্যাগের অন্তর্ভুক্ত থেকে থাকে, তাইলে আপনারা কিভাবে সেগুলো বর্তমান প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোতে পেতে পারেন?
বুঝান আমাকে।

তাইলে যখন এই ব্যাপারে এইরকম পরিস্থিতি বিদ্যমান, তাহলে কি প্রবল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না? যে, ইমাম মাহমুদ বিষয়টির ব্যাপারে অপরিচিত যে হাদীসগুলো পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো সত্যিই সেই গেপন ব্যাগেরও হতে পারে কিনা?

তাহলে এতটা গ্যারান্টি কিভাবে দিতে পারেন যে, তা বাতিল, জালিয়াতি করা? যখন এইরূপ প্রবল সম্ভাব্যময় পরিস্থিতি বিদ্যমান?

শুধু এটি নয়,

এছাড়া, এই প্রবল সম্ভাবনাকে আরো জোরদার করে এমন আরো একটি বিশুদ্ধ হাদীস, যা রাসূল (সা.) এর খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

রাসূলুল্লাহ ( ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দুটি দলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। একটি দল, যারা হিন্দুস্তান জয় করবে। আর দ্বিতীয় দল, যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে মিলিত হবে।"

- (মুসনাদে আহমাদ ৩৭/৮১, হাদীস নং- ২২৩৯৬, তাহকীক-শায়খ শুআইব আরনাঊত;

সুনানে নাসাঈ ২/৫২, হাদীস নং- ৩১৭৫; মুসনাদে শামিয়্যিন, তবারনী ৩/৮৯, হাদীস নং- ১৮৫১; আল ফিরদাউস, দায়লামী ৩/৩৮, হাদীস নং- ৪১২৪)

হাদীসটির মান- হাসান।

(বি:দ্র: এখানে "تَغْزُو الْهِنْدَ" দ্বারা মূলত হিন্দুস্তান আক্রমণপূর্বক দখল করবে, জয় করবে বুঝিয়েছে, যা ইংরেজিতে Invade, Conquer অনুবাদ করা হয়েছে। দেখুন আন্তর্জাতিক অনুবাদগুলো।

যেমন-

Invade:
It was narrated that Thawban, the freed slave of the Messenger of Allah (ﷺ), said:
"The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'There are two groups of my Ummah whom Allah will free from the Fire: The group that invades India, and the group that will be with 'Isa bin Maryam, peace be upon him.'"
(Reference- https://sunnah.com/nasai:3175)

Conquer:
Two groups of my Ummah Allah has protected from the Hellfire: a group that will conquer India and a group that will be with Isa ibn Maryam (peace be upon him)."
(Sunan al-Nasa'i)
(Reference link: https://islamicinfocenter.com/ghazwatul-hind-hadith)

অতএব, পেলেনতো উভয় শব্দ? মূলত উভয় সমার্থক শব্দ যা একই অর্থ প্রকাশ করে মূলগতভাবে। যেমনটা অভিধানে বলা আছে,

Invade - (of an armed force) enter (a country or region) so as to subjugate or occupy it
conquer - overcome and take control of (a place or people) by military force

কেমব্রিজ অভিধানে এসেছে,

Invade - to enter a country by force with large numbers of soldiers in order to take possession of it
(দেখুন- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/invade)

Conquer - to take control or possession of foreign land, or a group of people, by force, or to defeat someone in a game or competition
(দেখুন- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conquer)

তাই, এখানে যারা "হিন্দুস্তানের যুদ্ধ করবে" কিংবা "হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে" এরূপ অনুবাদ করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে। প্রমাণসহ দেখালাম।
এছাড়া যারা আরবি ভাষায় দক্ষ রয়েছেন, তারাও বিষয়টা আরো একবার ভালো করে যাচাই করে দেখবেন যে,
এখানে تَغْزُو শব্দটি হলো Verb তথা ক্রিয়াপদ।
তাই "হিন্দুস্তানের যুদ্ধ" শব্দ আসবে না। বরং হিন্দুস্তান তাখযু করবে তথা দখল করবে, বিজয় করবে এরকম হবে।
যেমনটা ইংরেজিতে Invade বা Conquer বলা আছে।)

তো এবার বলুন, কি দেখতে পারছেন এই হাদীসে?
স্পষ্ট একটি দলের কথা বলা আছে, যারা হিন্দুস্তান জয় করবে!
তাহলে কোন সেই দল? তার আমীর কে? কোথা হতে তাদের আগমন হবে?
তা নিয়ে কি রাসূল (সা.) আর কিছু বলে যাননি?

অথচ, আমরা পূর্বে হযরত আলী রা. এর বর্ণনা হতেও দেখেছিলাম যে, কিয়ামত পর্যন্ত যত যুদ্ধ হবে, যত দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তার পরিচালনাকারী তথা আমীর, সেনাপতি সম্পর্কে সব কিছুই তিনি বলতে পারবেন বলে উল্লেখ করেছিলেন!

যা নিম্নরূপ-

মির ইবনে হুবাইশ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আলী (রা.) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা আমার কাছে জানতে চাও, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাওয়া শত শত দল যারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চাওয়া হলে, আমি তাদের সেনাপ্রধান, পরিচালনাকারী এবং আহ্বানকারী সকলের নাম বলে দিতে পারব। তোমাদের এবং কিয়ামতের মাঝখানে যা কিছু সংঘটিত হবে সবকিছু পরিস্কারভাবে বলতে পারব। (কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৪৫)

তাহলে আল্লাহর রাসূল (সা.) এই হিন্দুস্তান বিজয়কারী দলের সম্পর্কে কিছু বলে যাবেন না? তা কিভাবে তাইলে বিশ্বাসযেগ্য হতে পারে? যেখানে তিনি সব দলেরই বর্ণনা দিয়ে গেছেন তাদের আমীর, সেনাপতির বর্ণনা দিয়ে গেছেন? অতএব, স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) অবশ্যই অবশ্যই সেই দল সম্পর্কে বিস্তারিত বলে গিয়েছিলেন, যা হযরত আলী রা. এর উক্ত বর্ণনা সাক্ষ্য দেয়।

তাইলে বলুন, এত গভীর প্রবলতর সম্ভাবনাময় বিষয়ে আপনারা কিভাবে এতটা নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারেন যে, এই বিষয়টি বাতিল?

এটা আদৌ কি বিবেকসম্পন্ন আচরণ হয় নাকি বিবেকহীনতার হয়?

দেখি আপনারাই বলেন।
যারা নির্দ্বিধায় বলে বেড়াচ্ছে, এই বিষয়টি জাল-বানোয়াট, এগুলো জালিয়াতি করা, তারা তো কেবল নিজেদের নিছক অনুমান আর স্বল্প জ্ঞানের ভিত্তিতে এসব বলে বেড়াচ্ছে। তারাতো আর এই মহা রহস্যময়ী পরিস্থিতিগুলো জানে না। কিন্তু আপনারাতো এখন জানলেন এই বই হতে।
তাহলে আপনারাও যদি তাদের মতো আচরণ করেন, তাইলে তাদের আর আপনাদের মাঝে কি পার্থক্য রইলো? আপনারাই বলেন।
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বলেন,
বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।
(সূরা যারিয়াত, আয়াত নং- ৯)
দেখুন, এই আয়াতে মহান আল্লাহ পাক কি বলেছেন?
যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?
তাহলে এই যে, আপনারা এইদিকে এই মহা রহস্য জানলেন, আর ঐদিকে যারা নির্দ্বিধায় বলে বেড়াচ্ছে জাল-বানোয়াট, তারা জানলো না, তাহলে আপনারাও যদি তাদের মতো আচরণ করে বসেন, তাইলেতো এই আয়াতের শিক্ষাকেই আপনারা লঙ্ঘন করলেন। কেননা এই আয়াতই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, যারা জানে অর্থাৎ জ্ঞানী, তারাই কেবল বিবেকবানের পরিচয় দেয়, উপদেশ গ্রহণ করে যেমনটা আয়াতে শেষাংশে বলা আছে যে, বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। অজ্ঞ-বিবেকহীনরা করে না।
তাই আমি আশা করবো ইশাআল্লাহ, অন্তত আপনারা হলেও ঐ অজ্ঞ-বিবেকহীনদের মতো আচরণ করবেন না।
মধ্যমপন্থীর পরিচয় দিবেন।

হ্যাঁ তবে অনেকে এটা বলতে পারেন যে, এই গোপন ব্যাগের নাম করে তাহলেতো অনেক ভন্ডরাও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এইরকম অপরিচিত-অচেনা নামে বানোয়াট কিতাব আর হাদীস রচনা করে দাবি করতে পারে যে, সেও এরকম যুদ্ধের আমীর, এই যে তার ব্যাপারে হাদীস, যা সেই গোপন ব্যাগের অন্তর্ভুক্ত।

তাই নয় কি? তাহলে তখন কিভাবে আমরা বুঝবো যে, সে ভন্ড? সেওতো এভাবে নিজেকে সত্য দাবি করতে পারে? তাই না? তাহলে ইমাম মাহমুদের বিষয়টাও যখন এইরকম সদৃশ, তাহলে তাকে কিভাবে মনে করা যেতে পারে যে, সে সত্য? এমন কি প্রমাণ রয়েছে তার সত্যতার পক্ষে?

কঠিন প্রশ্ন নিশ্চয়? হয়তো বাকিদের মনেও এখন এই প্রশ্নটাই ঘুরছে?

বেশ, তাইলে চলুন এবার সেই প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

প্রথমত, এইক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো-

যে যাই দাবি করুক, কেবল দাবিতে বিশ্বাস করা যাবে না।

বরং দেখতে হবে, দাবির পক্ষে উপাস্থাপিত দলীল-প্রমাণগুলোর কোনো ভিত্তি আছে কিনা। আর যদি ভিত্তি যাচাই করার কোনো উপায় না থাকে, তাহলে তখন দেখতে হবে, দাবি অনুযায়ী কাজের কোনো মিল আছে কিনা, আকিদা-মানহাজ ঠিক আছে কিনা ইত্যাদি।

কেননা সত্যিই যদি সে তার দাবিতে হক্ব হয়, তাহলে অবশ্যই আকিদা-মানহাজ, উদ্দেশ্য-কর্মপন্থা ইত্যাদিতেও তার থেকে হক্ব প্রকাশ পাবে। দ্বীন কায়েমের সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে।

তাই এতে উপাস্থাপিত দলীল-প্রমাণগুলোর ভিত্তি যাচাই করা সম্ভব না হলেও, কাজে-কর্মে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে যদি তাকে হক্ব পাওয়া যায়, তাহলে

অবশ্যই তাকে সত্য বলে মেনে নিতে কোনো বাঁধা থাকে না। কেননা ভন্ডরা কেবল পেট-পূজা আর ধর্ম ব্যবসাতে লিপ্ত থাকে।

তাদের মধ্যে দ্বীন-উম্মাহ নিয়ে কোনো ফিকির থাকে না।

হক্কের চিহ্ন পাওয়াতো দূরের কথা।

তাই দলীল-প্রমাণ জালিয়াতি করলেও, এক পর্যায়ে কাজে-কর্মে তারা ঠিকই ভন্ড প্রমাণিত হয়ে যায়।

তাই এখানে মোটেও জটিলতার কিছু থাকে না।

অপরদিকে, প্রকৃত সত্য রাহবারতো, সর্বদা দ্বীন-উম্মাহ নিয়ে ফিকির করে।

মুসলিম উম্মাহর হারিয়ে যাওয়া ঐক্য আর ইসলমি সালতানাত প্রতিষ্ঠার ফিকির করে। সেই লক্ষ্যে কাজ করে। তাই না?

তাহলে এখানে কে ভন্ড আর কে সত্য? তা আর না বুঝার কি থাকে?

কর্মইতো মানুষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রকাশ করে।

তাহলে এবার এই মূলনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম মাহমুদের বিষয়টি যাচাই করলে দেখা যায়-

প্রথমেই, তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোর একটা শক্ত ভিত্তি রয়েছে।

যেমন-

গত ২০২৪ সালের পহেলা ডিসেম্বরে আল ইমান প্রকাশনী নামক এক প্রকাশনী হতে “আযিফাতিল আ-যিফাহ” নামেও এক

অচেনা-অপরিচিত, শেষ জামানা ও ফিতনা সংক্রান্ত কিতাব প্রকাশিত হয়, যেখানেও দেখা যায় সেই ইমাম মাহমুদ প্রসঙ্গে কয়েকটি আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণিত হয়ছে। যার একটি নিম্নরূপ-

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوشك أن يظلم المشركون من الهند ظاما كثيرا على المسلمين فحينئذ تخرج جماعة المسلمين من المنطقة اشرقية من الهند يأممهم شاب ضعيف اسمه محمود لقبه حبيب الله يتقدم الى سبيل الكعبة بعد غلب لهند قلت يا رسول لله لم يتقدم الى سبيل الكعبة؟ فهل تكون الكعبة بضمة اليهود والنصورى؟ قال لا بل هو يأتى أن يبايع على يد خليفة الله المهدى

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, অচিরেই হিন্দুস্তানের অত্যাচারী মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্ধি করে দিবে। তখন হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল হতে মুসলমানদের একটি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তাদের নেতৃত্ব দিবে এক দুর্বল যুবক, যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি হবে হাবিবুল্লাহ। সে হিন্দুস্থান বিজয় করার পর কাবার পথে অগ্রসর হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সে কা'বার পথে কেন অগ্রসর হবে? সে সময় কি কা'বা ইহুদি খৃষ্টানদের দখলে থাকবে? তিনি বললেন- না বরং সে আল্লাহর খলিফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

(আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., হাদীস নং- ২৬৯, বাংলা অনুবাদ- কিয়ামত সন্নিকটে, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)

দেখুন! একেবারে অবিকল বর্ণনা!

ঠিক যেমনটা আমরা একটু পূর্বেই উল্লেখিত আখীরুজ্জামানিল মাহদীঈ ফি আ'লামাতিল কিয়ামাহ নামক কিতাবটিতে দেখেছিলাম। যা স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, ইমাম মাহমুদের বিষয়টি প্রকৃতপক্ষেই গোপন ব্যাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই এরকম নানান অচেনা-অপরিচিত কিতাবে তাঁর বিষয়টি পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই আযিফাতিল আ-যিফাহ কিতাবটিকেও সেই অজ্ঞ লোকেরা জাল-বানোয়াট বলে বেড়াচ্ছে। যা আসলে অজ্ঞতার চরম দৃষ্টান্ত আর হাস্যকর দাবি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

কেননা এই আযিফাতিল আ-যিফাহ কিতাবটিতে কেবল ইমাম মাহমুদের বিষয় নয়, বরং শেষ জামানার যত ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ, ফিতনাবাজ জালেম শাসক-বাদশাহর আবির্ভাব, কিয়ামতের আলামত-ঘটনাপ্রবাহ, ইমাম মাহদীর বিভিন্ন স্থান (যেমন- মক্কা, মদিনা, ইরাক, মিশর, বায়তুল মাকদিস) ও পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ বিজয়, মুসলমানদের আরো কতক অজানা আমীরের বর্ণনা (যেমন- মানসুর, শুয়াইভ ইবনে সালেহ, জাহজাহ) ইত্যাদি আরো বহু আশ্চর্যজনক বিষয় বর্ণিত রয়েছে, যা স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে,

এই কিতাবটি মোটেও জাল-বানোয়াট নয়, বরং সেই রহস্যময়ী গোপন ব্যাগেরই এক মহা সংগ্রহশালা! কেননা যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, এই কিতাবটি জাল-বানোয়াট, কোনো গোষ্ঠী তাদের পক্ষে জালিয়াতি করেছে, তাহলেও তার বিপরীতে অসংখ্য পাল্টা প্রশ্ন চলে আসে যে, উল্লেখিত এইসকল বিষয়গুলো তাহলে কেন আসলো? যেগুলোর অধিকাংশই কোনো সহীহ হাদীস কিংবা প্রসিদ্ধ কিতাবে নেই। তাইলে এগুলো কেন উল্লেখ করা হলো?

আর উল্লেখ করলে কিভাবে করলো? এগুলোর অধিকাংশই তো কোনো পরিচিত হাদীসের কিতাবে নেই। যেমন- ইমাম মাহদীর পুনরায় মক্কা-মদিনা বিজয়, ইরাক-মিশর বিজয়, বায়তুল মাকদিস-পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ বিজয়, তারপর ইমাম মানসুরের আত্বপ্রকাশ, ইমাম জাহজাহ এর আমাক প্রান্তের মহাযুদ্ধের নেতত্ব দান ইত্যাদি হতভাগ করার মতো বহু বিষয়, যেগুলো না কোনো সহীহ হাদীসে রয়েছে, আর না পরিচিত কোনো হাদীসের কিতাবে আছে। তাহলে

জালকরণকারীরা কিভাবে এই বিষয়গুলো পেলো? কোথা হতে পেলো? যদি বলেন যে, হয়তো তারা গোপন ব্যাগের হাদীসগুলো পেয়ে সেগুলোর সাথে মিশ্রিত করে দিয়েছে এমনটা।

তাহলেওতো আবারো পাল্টা প্রশ্ন উঠে যে, সহীহ হাদীস রেখে তারা আবার এত সব দুর্লভ হাদীস খুঁজতে হবে যাবে কোন যুক্তিতে? কি ফায়দায়? কখনো কি দেখেছেন এরকম? যে, জালিয়াতিকে সত্য হিসেবে দেখাতে কেউ এমন দুর্লভ, বিরল হাদীস সন্ধান করতে গিয়েছে, সহীহ-হাসান বাদ রেখে?

বরং ইতিহাসতো বলে, মানুষ কিতাব জালিয়াতি করতে সহীহ-হাসান হাদীসগুলোর সাথে সংমিশ্রণ করে, এরকম দুর্লভ হাদীস নয়।

তাহলে কিভাবে এমনটা মনে করা যেতে পারে যে, তারা এই মহারহস্যময়ী গোপন ব্যাগের বিরল হাদীসগুলো খোঁজ করে, সেগুলোর সাথে নিজেদের বানানো হাদীস মিলিয়ে দিয়েছে? তার উপর আবার এতসব কিতাব?

জালিয়াতি মানুষ না হয় একটা-দুইটা করে, কিন্তু এই ইমাম মাহমুদ বিষয়টির ব্যাপারে দেখা যায় প্রায় সাত-আটটা বা তারও অধিক কিতাবে এসেছে! যা সত্যিই চিন্তার জন্ম দেয় যে, যেখানে দুই-একটা যথেষ্ট ছিল,

সেখানে এতগুলো জালিয়াতির কি যৌক্তিকতা?

শুধু তাই নয়, এই আযিফাতিল আযিফাহ গ্রন্থটিরও আরো বহু আগে বলতে গেলে প্রায় আজ থেকে প্রায় ২১ বছর আগে, ২০০৪ সালের নভেম্বরে মাসে ৭ তারিখে সেই আল ইমান প্রকাশনীর মতো উদয়ন প্রেস নামেও এক প্রকাশনী এমনই এক কিতাব- "আস সুনানুল কিতাবুল ফিরদাউস" নামে একটি দুর্লভ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিল, যা আল্লামা হাবিবুর রহমান নামে একজন আলেমে দ্বীন অনুবাদ করেন। ধারণা করা হয়-

তিনি সেই সিলেটের উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রখ্যাত

আলেমে দ্বীন প্রিন্সিপাল আল্লামা হাবিবুর রহমান রহ. হতে পারেন, যিনি কিনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এবং মধ্যপাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। এমনকি তৎক্ষালীন আরব আমিরাতেরও বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

তো সেই আস সুনানুল কিতাবুল ফিরদাউসের বঙ্গানুবাদের ২য় খন্ডের একটি সফটকপি (পিডিএফ) অনলাইনে প্রকাশ হয়েছিল ২০১৮-২০১৯ এর দিকে। এখনও সেই পিডিএফটি বিদ্যমান রয়েছে। তো আপনারা সেই পিডিএফটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখবেন,

প্রায় ৮১ টির মতো পরিচ্ছেদ রয়েছে।

যেখানে ইমাম মাহমুদসহ শেষ জামানার যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ, কিয়ামতের বিভিন্ন আলামত, এমনকি শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়সমূহ ইত্যাদি উল্লেখ রয়েছে। তাহলে এখন বলুন, ইমাম মাহমুদের বিষয়টিতো হয়তো সেই ২০১৮-২০১৯ সালের দিকে শোনা গিয়েছে।

কিন্তু এই গ্রন্থটিতো তার আরোও ১৪ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়ছিল, যখন এই ইমাম মাহমুদ বিষয়টিরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

তাহলে এবার আপনারা বলেন,

এই ১৪ বছর পূর্বে কে জালিয়াতি করলো? প্রশ্ন কি উঠে না?

২০০৪ সালে প্রকাশিত একটি বইয়ে ইমাম মাহমুদের কথা বলা ছিল,

তাহলে ২০০৫-২০১৭ পর্যন্ত কেন ইমাম মাহমুদ নাম শুনা যায়নি?

২০১৮ এসে কেন অনলাইনে তা প্রচারিত হলো? তখন কেন হলো না?

আর যদি বলেন ইচ্ছা করে,

২০০৪ সাল বসিয়েছে হয়তো,

তাহলেতো আবারো পাল্টা প্রশ্ন উঠে যে,

এখানে সাল পরিবর্তন করার কি ফায়দা?
মানুষতো আর এত বোকা না যে, কোনো প্রকাশনীর নামে মনগড়া একটা সাল বসিয়ে দেওয়া হলো, আর তা কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়া বিশ্বাস করে নিল? এটাতো খুবই দুর্বল জালিয়াতি।
কোনো ভন্ড কি দেখেছিলেন, এরূপ করতে? কোনো ইতিহাস-নজিরে কি পাওয়া যায় এরূপ? তাহলে কিভাবে তা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এমনটা হয়েছে? অতএব, এগুলো সবই অবাস্তব-অবান্তর আর দুর্বল কতক অনুমান প্রসূত যুক্তি। যার ভিত্তিরই কোনো প্রমাণ নেই।
কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আর ঐ অজ্ঞ লোকেরা এইরকমই দুর্বল কতক অনুমানের ভিত্তিতে বলে বেড়াচ্ছে যে, এই ইমাম মাহমুদ বিষয়ক হাদীসগুলো জালিয়াতি করা, ইমাম মাহমুদ বানোয়াট চরিত্র (নাউযুবিল্লাহ) । অথচ, তারা ভুলেই গিয়েছে যে,
রাসূল (সা.)-ই এইধরনর অবান্তর, অলীক ধারণা, অনুমান হতেই সতর্ক করে গিয়েছিলেন যে,
'অনুমান করা সম্পর্কে তোমরা সাবধান হও। কারণ অলীক ধারণা পোষণ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা পরস্পরের দোষ অন্বেষণ করো না, ঝগড়া-বিবাদ করো না, অসাক্ষাতে দোষচর্চা করো না, হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দারা, সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৬৬)

এমনকি পবিত্র কুরআনেও এই অনুমান প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,
ধ্বংস হোক তারা, যারা অনুমান করে কথা বলে।
(সূরা যারিয়াত, আয়াত নং- ১০)

মা'আযাল্লাহ! দেখলনতো কত বড় ভয়ঙ্কর বিষয়!?
অথচ, সেই অধিকাংশ মানুষ আর ঐ অজ্ঞরা তা বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে, নিজেদের স্বল্প জ্ঞান প্রসূত অবান্তর সেইসব অনুমানের আশ্রয় নিয়ে নিল, যার ব্যাপারেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) সতর্ক করেছিলেন। এমনকি আল্লাহ পাক তদের ধ্বংস হোক বলেছেন। আসতাগফিরুল্লাহ।
মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এরূপ অনুমান করা হতে হেফাজত করুন আমিন।
মূলত, যুগে যুগে এই অধিকাংশ মানুষ আর কিছু অজ্ঞরা এই অনুমানের ফলেই নবী-রাসূলগণকে (আ.) অস্বীকার করতো। ভন্ড-যাদুকর বলতো (নাউযুবিল্লাহ)। আর এখন ঠিক তা-ই এই ইমাম মাহমুদের ক্ষেত্রেও ঘটছে। তাকে ভন্ড-ফিতনা ইত্যাদি বলা হচ্ছে। অথচ, এর স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট শক্তিশালী কোনো প্রমাণই তারা দেখাতে পারেনি। কেবল নিছক অনুমানের ভিত্তি সব, যেটাই কিনা কুরআন-হদীসে শক্ত ভাষায় নিষেধ করা আছে। কিন্তু তারা তা জানেও না হয়তো।
তবে যায় হোক, তাদের এই অনুমান যে কতটা দুর্বল আর ভঙ্গুর, তা আরো সুস্পষ্ট করে দিতে এমন আরো দুইটি শক্তিশালী প্রমাণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যা দেখে আপনারাও সকলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এই ইমাম মাহমুদ বিষয়টি আসলেই নিছক কোনো বানোয়াট চরিত্র ছিল না, বরং সত্যিই ইমাম মাহদীর মতোই ছিল হাদীসে বর্ণিত এই মুসলমানদের একজন প্রতিশ্রুত রাহবার!
যেমন-
সেই প্রমাণ দুইটি নিম্নরূপ-

১. আপনারা নিশ্চয় অনেকে কাসীদায়ে শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ. এর কথা শুনেছেন?
তবে যারা শুনেননি, তাদের উদ্দেশ্যে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে বলে রাখি যে, কাসীদায়ে শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ. মূলত একটি আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত কবিতা, যা আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৮০০ বছর পূর্বে শাহ নেয়ামতুল্লাহ কাশ্মিরী রহ. এর নামে একজন বুজুর্গানে দ্বীন, যিনি মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে বিশেষ ইলহাম-কাশফের মাধ্যমে ভবিষ্যতের বহু ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন, আর সেইগুলো কাব্যিক আকারে সংকলন করেছিলেন। যা-ই মূলত এই কাসীদায়ে শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ. নামে পরিচিত। আর এই ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন- বিশেষ করে পাকিস্তানের মধ্যে বেশ সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিল।
পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ইসলমিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত, আমাদের বাংলাদেশের স্বনামধন্য একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার ও আলেমে দ্বীন মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান রহ.ও তার "কাসীদা সওগাত"-এ এই কবিতাটি উল্লেখ করেন ৫ম কবিতা হিসেবে।
তো সেই কাসিদাটি পড়লে আপনারা দেখবেন যে,
সেখানেও এই গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে এক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ রয়েছে, যেখানেও ইমাম মাহদীর আত্বপ্রকাশের পূর্বে হাবিবুল্লাহ নামে আল্লাহ প্রদত্ত এক নতুন চরিত্রের কথা বর্ণিত পাওয়া যায়! যার নেতৃত্বই কিনা সেই গাযওয়াতুল হিন্দ সংঘটিত হবে বলা আছে!
(দেখুন- মাওলামা রুহুল আমীন খান রহ. অনূদিত কাসীদা সওগাত, ৫ম কবিতা- কাসীদায়ে শাহ নিয়ামতউল্লাহ, প্যারা নং- ৪৪, পৃষ্ঠা নং- ১৯৩, প্রকাশনী- ইসলমিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশসাল- ২০০৪ ইংরেজি)

যা নিয়ে সেই প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা আসেম উমর রহ.ও তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ "তিসরি জাঙ্গে আজিম ওর দাজ্জাল" গ্রন্থে হিন্দুস্তান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে,

পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতি সম্পর্কে শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রহ.) বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন। নিঃসন্দেহে তা ইমানদারদের জন্য সান্ত্বনা ও মনোবল তৈরিতে সহায়ক প্রমাণিত হবে। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে "আল-আরবাঈন" নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। ফারসি কাব্যের আকারে উপাস্থাপিত এই ভবিষ্যদ্বাণী গুলো যদিও নিশ্চিত কোনো বিষয় নয়, তবু তার কয়েকটি এমন আছে, বিভিন্ন হাদীস তাকে সমর্থন জোগাচ্ছে। এখানে আমরা সেই কবিতাগুলোর অনুবাদ উপাস্থাপন করলাম-

"হঠাৎ মুসলমানদের মাঝে হইচই শুরু হয় যাবে। পরক্ষনেই তারা কাফেরদের (ভারতের) সাথে এক বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ লড়বে। তারপর মুহাররম মাস আসবে। মুসলমানরা তরবারি হাতে তুলে নেবে এবং বীরত্বের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তারপর হাবীবুল্লাহ নামক এক ব্যাক্তি যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে কোরআনের বাহক হবেন-আল্লাহর সাহায্য সহ কোষ থেকে তরবারি বের করবেন। সীমান্ত প্রদেশের বীর যোদ্ধাদের পদভারে মাটি কেঁপে ওঠবে। মানুষ জিহাদের জন্য পাগলের মতো ছুটতে শুরু করবে এবং রাতারাতি পঙ্গপাল ও পিপীলিকার মতো আক্রমন চালাবে। এমনকি আফগান জাতি বিজয় অর্জন করবে। বন, পাহাড়, স্থল ও সমুদ্র অঞ্চল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে উপজাতিরা দ্রুত গতিতে বানের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা পান্জাব, দিল্লি, কাশ্মির দাক্ষিণাত্য ও জম্মুকে আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্যে জয় করে নেবে। দ্বীন ও ইমানের সকল অমঙ্গলকামী প্রান হারাবে। সমস্ত হিন্দুস্তান হিন্দুয়ানা রীতিনীতি থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। হিন্দুস্তানের মত ইউরোপেরও ভাগ্য খারাপ হয় যাবে এবং

৩য় বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা হয়ে যাবে। এই বিগ্রহ বছর পর্যন্ত নির্মমতার সঙ্গে অব্যাহত থাকবে। বেঈমানরা সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেবে। অবশেষে তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। হঠাৎ হজের মওসুমে হযরত মাহদি আত্বপ্রকাশ করবেন।”

(তিসরি জাঙ্গে আজিম ওর দাজ্জাল এর বঙ্গানুবাদ- ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ: মাহদি ও দাজ্জাল, লেখক- মাওলানা আসেম উমর রহ., অনুবাদক- মাওলানা মহিউদ্দিন খান, প্রকাশনী- পরশমণি প্রকাশন, পৃষ্ঠা নং: ৮৪-৮৫)

সুবহানাল্লাহ! দেখলেনতো, কি বিস্ময়কর!?

লক্ষ করে দেখুন,

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, মাওলানা আসেম উমর রহ. শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ. এর সেই ইলহামি কাসিদার যে প্যারাগুলো বিভিন্ন হাদীস দ্বারা সমর্থিত করে, সেগুলোর অনুবাদকালে তিনি হাবীবুল্লাহ নামক এক ব্যাক্তির কথাও উল্লেখ করেছেন, যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে কোরআনের বাহক হবেন-আল্লাহর সাহায্য সহ কোষ থেকে তরবারি বের করবেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে মনোনীত হবেন।

যা মজবুতভাবে প্রমাণ করছে যে, রাসূল (সা.) সত্যিই সেই গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, যেগুলোই ছিল সেই গোপন ব্যাগের অন্তর্ভুক্ত!

নতুবা কেন তিনি এই বিষয়টিও সেই হাদীস দ্বারা সমর্থিত অংশে উল্লেখ করবেন যদি তা হাদীসেরই সমর্থিত কোনো অংশ না হয়?

প্রশ্নতো উঠেই নিশ্চয়? তাই না?

তাইলে এখন দেখুনতো ইমাম মাহমুদের ব্যাপারে বর্ণিত সেই হাদীসটির সাথে হুবহু মিল পান কিনা? যা একটু আগেই আমরা

আযিফাতিল আ-যিফাহ হতে দেখে এসেছিলাম যে,

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, অচিরেই হিন্দুস্তানের অত্যাচারী মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্ধি করে দিবে। তখন হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল হতে মুসলমানদের একটি দলের আত্বপ্রকাশ ঘটবে। তাদের নেতৃত্ব দিবে এক দুর্বল যুবক, যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি হবে হাবিবুল্লাহ। সে হিন্দুস্থান বিজয় করার পর কাবার পথে অগ্রসর হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সে কা'বার পথে কেন অগ্রসর হবে? সে সময় কি কা'বা ইহুদি খৃষ্টানদের দখলে থাকবে? তিনি বললেন- না বরং সে আল্লাহর খলিফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

(আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., হাদীস নং- ২৬৯, বাংলা অনুবাদ- কিয়ামত সন্নিকটে, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)

সুবহানাল্লাহ! কি অবিকল বর্ণনা!

এখানেও বলা আছে যে, হাবিবুল্লাহ আর ইমাম মাহদীর আত্বপ্রকাশ এর কথা! ঠিক যেমনটা ঐ কাসিদার ব্যাখায় মাওলানা আসেম উমর রহ. উল্লেখ করেছেন তার গ্রন্থে। আর বলেছিলেন সেগুলো বিভিন্ন হাদীস সমর্থন করে।

তাহলে কি প্রবল সম্ভাবনা পাওয়া যাচ্ছে না পাঠকবৃন্দ? যে এই ইমাম মাহমুদই হতে পরে সেই হাবিবুল্লাহ?

কেননা মাওলানা আসেম উমর রহ. এর সেই ব্যাখা হতেই পাওয়া যাচ্ছে যে, সেই হাবিবুল্লাহ বিষয়টিও বিভিন্ন হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

তাহলেতো তাঁর ব্যাপরে আরো বিস্তারিত বর্ণনাও বর্ণিত থাকবে তাই না?

তাঁর পুরো পরিচয় কি? তার পিতার নাম কি? মায়ের নাম কি? তাঁকে চেনার আলামত-নিদর্শন কি? কোথা হতে প্রকাশ পাবেন? আগমনের আলামত-প্রেক্ষাপট কি হতে পরে? এই সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোতো অবশ্যই থাকার কথা, তাই না?

তাহলে যদি থেকে থাকে, তাইলে সেগুলো কোথায় পাবেন বলেন? যদি সেই গোপন ব্যাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে?

নিশ্চয়ই এই আযিফাতিল আযিফাহ এর মতো অপরিচিত-দুর্লভ কিতাবে? ঠিক না?

তাহলে কি স্পষ্টই ঘুরেফিরে দেখা দেখা যাচ্ছে না যে? ইমাম মাহমুদের সাথেই সেই হাবিবুল্লাহ এর বিষয়টি মিলে যায়? যা জোরালোভাবেই প্রমাণ করে যে, এই ইমাম মাহমুদই হতে পারে সেই হাবিবুল্লাহ!?

চিন্তা করে দেখুন।

অতঃপর, এবার ২য় প্রমাণ-

২. এই হাবিবুল্লাহ প্রসঙ্গ বাদেও আরো একটি শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায়, যা হতেও প্রবলভাবে সম্ভাব্যময় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইমাম মাহমুদ বিষয়টি আসলেই সত্য চরিত্র হতে পারে। যেমন-

আপনাদেরই সুপরিচিত সেই সিহাহ সিত্তাহ এর অন্তর্ভুক্ত সুনানে আবু দাউদে একটি হাদীস দেখা যায়, যেখানেও এই ইমাম মাহমুদ ইঙ্গিত এক ব্যাক্তির কথা পাওয়া যায়, যার শারীরিক বৈশিষ্ট্য আশ্চর্যজনকভাবে পুরোপুরি ইমাম মাহমুদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথেই মিলে গিয়েছে!

আঁতকে উঠছেন নিশ্চয়?

তাইলে, এই যে নিজের চোখেই দেখুন-

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأَحْلاَسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الأَحْلاَسِ قَالَ " هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَىْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِيَ الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لاَ تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لاَ نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لاَ إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ "

হযরত উমায়ের বিন হানি আল আনাসি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তিনি ফিতনা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এমন কি তিনি 'আহলাস' ফিতনার কথাও উল্লেখ করেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! 'আহলাস' ফিতনাটা কিরূপ? তিনি বলেন, তা হলো-পলায়ন ও ধ্বংস। এরপর তিনি 'সাররা' ফিতনার কথা উল্লেখ করে বলেন, তা এমন এক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হবে, যে লোকদের নিকট আমার বংশের লোক বলে দাবি করবে, কিন্তু আসলে সে আমার বংশের লোক হবে না। কেননা, আমার বন্ধু-বান্ধব তো মুত্তাকী লোকেরাই। এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে, যে পাঁজরের হাড়ের উপর কম শক্তিসম্পন্ন হবে।

এরপর 'দুহাইমা' ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিতনার

সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, সকালে যে মু'মিন থাকবে, সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলিমরা যে দুর্গে অবস্থান করবে, সেখানে কোন মুনাফিক থাকবে না এবং যেখানে মুনাফিকরা থাকবে, সেখানে কোন মু'মিন লোক থাকবে না। তোমরা যখন এ অবস্থায় পৌঁছবে, তখন দাজ্জাল বের হওয়ার অপেক্ষা করবে-ঐ দিন থেকেই বা পরের দিন। (সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম, হাদীস নং- ৪১৯৫, প্রকাশনী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদীসটির মান- সহীহ।

সুবহানাল্লাহ! দেখলেনতো, কি চমৎকার হাদীস!?

যা অনুরূপ সেই আযিফাতিল আ-যিফাহ গ্রন্থেও বর্ণিত হয়ছে।

(দেখুন- আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., বঙ্গানুবাদ- কিয়ামত সন্নিকটে, খন্ড- ১, হাদীস নং- ১৮৬, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)

এবার লক্ষ করুন,

এখানে রাসূল (সা.) তিনটি ফিতনা আর দুইজন ব্যাক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে একজন, সেই ২য় ফিতনা তথা সাররা ফিতনা সৃষ্টিকারী, যে কিনা নিজেকে রাসূল (সা.) এর বংশের তথা আহলে বায়াতের লোক বলে দাবি করবে। কিন্তু সে হবে ভন্ড। যা হতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে,

সে সাধারণ কোনো আহলে বায়াত দাবি করবে না, বরং প্রতিশ্রুত আহলে বায়াত মাহদী দাবি করবে!

যা সরাসরি সেই বিস্ময়কর আযিফাতিল আ-যিফাহ তেও বলা আছে!

যেমন-

١٩٢ - عن بريدة رضى الله عنه قال فتنة السرّاء التى تخرج برجل يزعم نفسه أنه من أهل بيت
رسول الله وهو كذاب

হযরত বুরায়াদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ফিতনাতুস্ সাররা এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পাবে, যে নিজেকে আল্লাহর রাসূলের বংশের লোক বলে মনে করবে। অথচ সে মিথ্যাবাদী।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, হাদীস নং- ১৯২)

এমনকি সেই ব্যাক্তির পরিচয় সম্পর্কেও বলা আছে! এই যে দেখুন!-

١٩٣ - عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج فتنة السراء من مغرب الهند، تقع
برجل يقول إنّه من أهل بيتي، وهو كذاب يعرف نفسه باسم قاسم

হযরত কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হিন্দুস্তানের পশ্চিমাঞ্চল থেকে ফিতনাতুস সাররা (ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের ফিতনা) আত্মপ্রকাশ করবে। এমন লোকের মাধ্যমে এই ফিতনা সংঘটিত হবে যে দাবী করবে সে আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, অথচ সে মিথ্যাবাদী। সে নিজেকে কাসিম নামে পরিচয় দিবে।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, হাদীস নং- ১৯৩)

আল্লাহু আকবার! কি আশ্চর্যজনক হাদীস! দেখলেনতো?
এই যেন সেই রহস্যময়ী গোপন ব্যাগেরই আরো এক প্রতিচ্ছবি!

যেখানে সহীহ হদীসটিতে ইশারা-ইঙ্গিতে আর বৈশিষ্ট্যভেদে বলা আছে, সেখানে এই বিস্ময়কর আযিফাতিল আ-যিফাহ গ্রন্থটিতে বলা আছে সরাসরি তার পুরো পরিচয়সহ!

যা আবারো জোরালোভাবে প্রমাণ করছে যে, এই আযিফাতিল আ-যিফাহ মোটেও কোনো জাল-বানোয়াট কিতাব নয়, বরং সেই মহা রহ্যময়ী গোপন ব্যাগেরই এক বিশাল সমাহার! সুবহানাল্লাহ!

আর তা আরো প্রবলভাবে জোরদার করে উক্ত হাদীসটিরই বর্ণনা!

হয়তো শুনে অনেকে চমকে উঠছেন যে, হাদীসটির বর্ণনা কিভাবে?

দেখুন তাহলে-

এখানে উক্ত হাদীসটিতে বলা আছে যে,

হিন্দুস্তানের পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঐ ফিতনাতুস সাররা (ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের ফিতনা) আত্মপ্রকাশ করবে।

অর্থাৎ, এখানে সরাসরি স্থান বলা দেওয়া আছে যে, ঐ কাসিম নামে ফিতনা সৃষ্টিকারী ব্যাক্তিটি হিন্দুস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী হবে। আর হিন্দুস্থানের পশ্চিমাঞ্চল হয় ভৌগলিক ইতিহাস মতে তৎক্ষালীন পশ্চিম পাকিস্তান! তথা আজকের পাকিস্তান!

তাহলে আঁচ করতে পারছেন কি? এটা কার কথা বলা হয়ছে?

আল্লাহু আকবার! এটা সরাসরি বর্তমান পাকিস্তানের সেই মুহাম্মদ কাসিম বিন আব্দুল করিমের কথা বলা হয়ছে, যেই কিনা বিভিন্ন স্বপ্ন দেখার নাম করে পরোক্ষভাবে নিজেকে ইমাম মাহদী হিসেবেই জাহির করার অপচেষ্টা চালাচ্ছিল। এমন কি এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। তার অনুসারীরাতো সরাসরি তাকে ইমাম মাহদীও দাবি করে ফেলেছে।

আপনারা ফেসবুক-ইউটুবে মুহাম্মদ কাসিম ও তার স্বপ্ন নিয়ে অনুসন্ধান করলেই স্বপ্নের নামে তার সেই ভন্ডামিগুলো পেয়ে যাবেন।

অতএব, মুহাম্মাদ কাসিমের এই ফিতনা প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে আযিফাতিল আযিফাহ এর এই মহা বিস্ময়কর হাদীস বাস্তবে রূপ নিল!

সুতরাং, আযিফাতিল আ-যিফাহ কিতাবটি বরাবরই সত্য প্রমাণিত।

অতঃপর, এবার মূল আলোচনায় ফিরা যাক।

তো এই কাসিমের ফিতনা তথা সাররা ফিতনা প্রসঙ্গের পর সুনামে আবু দাউদের উক্ত হাদীসটিতে আমরা দেখতে পারছি যে,

আরো একজন ব্যাক্তির কথা বলা আছে, যার নেতৃত্বে কিনা সকল মানুষ একমত হবে! আর তাঁর শারীরিকগত একটি আলামতও বলা আছে যে, সে পাঁজরের হাড়ের উপর কম শক্তিসম্পন্ন হবে।

(বি:দ্র: এখানে আরবি পাঠে এসেছে-

ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ

অর্থাৎ, এরপর তথা ঐ সাররা ফিতনার পর, মানুষেরা এমন এক ব্যাক্তির নেতৃত্বে একমত হবে, যে কিনা পাঁজরের হাড়ের উপর কম শক্তিসম্পন্ন হবে।

এখানে- كَوَرِكٍ তথা বল, জোর, শক্তি আর عَلَى ضِلَعٍ

তথা পাঁজরের হাড়ের উপর। যা ইংরেজি অনুবাদেও এসেছে যে,

who will be like a hip-bone on a rib.

তথা পাঁজরের হাড়ের উপর কমশক্তিসম্পন্ন বিশেষ।

সুতরাং, এখানে যারা দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া অনুবাদটি করেছেন, তা প্রকৃত অনুবাদ নয়।

বরং প্রকৃত অনুবাদ হলো, পাঁজরের হাড়ের উপর কমশক্তিসম্পন্ন হবে।)

যা সরাসরি আশ্চর্যজনকভাবে ইমাম মাহমুদের সাথেই মিলে যায়!

যেমন- সেই বিস্ময়কর আযিফাতিল আ-যিফাহ গ্রন্থটিতে ইমাম মাহমুদ বিষয়টির আরো একটি আশ্চর্যজনক হাদীস পাওয়া যায়, যেখানে উল্লেখ রয়েছে যে,

٢٦٥- عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكثر المشركون من الهند ظلما على المسلمين فيخرج أمير من بلاد مشرق الهند اسمه محمود واسم أبيه عبد القدير يكون أن يراه ضعيفا جسما ، قليل القوّة بين الكشح على الورك ، يفتتح الله به المسلمين منها

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, অচিরেই হিন্দুস্থানের মুশরিকরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। তখন হিন্দের পূর্বদেশ থেকে একজন আমীরের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যার নাম হবে মাহমুদ, এবং তার পিতার নাম হবে আব্দুল ক্বাদীর। তাকে শারীরিকভাবে দুর্বল দেখাবে। যিনি উরুর উপর কোমরের মাঝে কম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন। তখন আল্লাহু তা'য়ালা তাঁর মাধ্যমে হিন্দের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন।

(আযিফাতিল আযিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., হাদীস নং- ২৬৫, বঙ্গানুবাদ- কিয়ামত সন্নিকটে, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা নং- ২১০, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)

আল্লাহু আকবার! দেখলেনতো, কি সাদৃশ্য!?

এখানে ইমাম মাহমুদের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট বলা আছে যে-

তিনি উরুর উপর কোমরের মাঝে কম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন!

অপরদিকে সুনানে আবু দাউদের ঐ সহীহ হাদীসেও ঠিক একই কথা বলা আছে যে-

ঐ ব্যাক্তিটি পাঁজরের হাড়ের উপর কমশক্তিসম্পন্ন হবেন!

সুবহানাল্লাহ! কি অসাধারণ মিল!
যা হতে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঐ ব্যাক্তিটাই হলো ইমাম মাহমুদ! যার নেতৃত্বে মানুষেরা একমত হবে! অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নিবে।
হতে পরে তা হিন্দুস্তান বিজয়ের সময়। কেননা হিন্দ বিজয়ের ফলে বিপ্লবী নেতা ইমাম মাহমুদকে তখন লোকেরা এমনিতেই মেনে নিবে, যদিও পূর্বে অবিশ্বাস করে ছিল। তাই হয়তো উক্ত হাদীসে বলা আছে, লোকেরা তাঁর নেতৃত্বে একমত হবে। একতাবদ্ধ হবে। (আল্লাহু আ'লাম)
এখন, হয়তো অনেকে আবার এটা বলতে পারেন যে,
তাইলে এই আযিফাতিল আযিফাহ আগে কোথায় ছিল? আগে কেন পাওয়া যায়নি? এখন কিভাবে আসছে? খতিব বাগদাদী রহ. এর রচিত কিতাবগুলোর মধ্যে এর নাম নেই কেন?

উত্তর-
শুধু এই আযিফাতিল আ-যিফাহ নয়, বরং এরকম গোপন ব্যাগের রহস্যধারী যত হাদীসের কিতাব রচিত হয়েছে, তা সবই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে অপরিচিত-দুর্বল অবস্থায় পড়ে আছে। এমনকি কতক কিতাবতো ইহুদী কুলাঙ্কাররা লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছে কিংবা ধ্বংস করে ফেলেছে।
যা সেই গোপন ব্যাগের একজন অন্যতম প্রধান গবেষক হযরত মাওলানা আসেম উমর রহ. তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ “বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ও দাজ্জাল”- এ উল্লেখ করেন যে,
উম্মতে মুসলিমার জ্ঞান-ভান্ডারে ইহুদী সম্প্রদায় ডাকাতি করেছিল। "হালাকো খান" কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় (১২৫৮) প্রত্যেক বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদী ইহুদীরা লুট করে নিয়েগিয়েছিল। ইহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক বাগদাদের

সাথে একই আচরণ সাম্প্রতিক মার্কিন আগ্রাসনকালেও করা হয়। ঐতিহাসিক জ্ঞান-ভান্ডার তারা বাগদাদের লাইব্রেরীসমূহ থেকে লুট করে নিয়ে গেছে। ঐ ইতিহাসগুলোকেই তারা নিজেদের নামে ছাপিয়ে প্রচার করেছে।
(বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ও দাজ্জাল, লেখক- মাওলানা আসেম উমর রহ., পৃষ্ঠা নং: ১৪৭-১৪৮)
এই যে! দেখলেনতো সবাই?
ইহুদীরা উম্মাতে মুসলিমার বড় জ্ঞানভান্ডার বাগদাদে ব্যাপক লুটপাট করেছিল, লাইব্রেরিগুলো হতে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদী লুট করে নিয়েছিল।
যেগুলো ছিল সবই ভবিষ্যত তথা শেষ জামানা সম্পর্কিত!
তাই নস্ট্রাডামুস নামে এক ইহুদীর কথা তিনি বইটিতে এনেছেন, যে কিনা ভবিষ্যদ্বাণী করতো! আবার নাকি মিলেও যেত কিছু! চিন্তা করছেন? এক ইহুদী কিভাবে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে?
তাই তিনি তার ব্যাপারে উল্লেখ করেন যে,
মুহাম্মদ ঈসা দাউদের মন্তব্য- নষ্টাট্রাডামুসের পিতামহের কাছে আবু হুরায়রা রা.-র (গোপন ব্যাগের) ঐ কিতাবটি হস্তগত হয়েছিল। পাশাপাশি নস্ট্রাডামুসের উপর গবেষণাকারীগণও এ বিষয়টি মেনে নিয়েছেন যে, প্রাচীন যুগের কিছু কিতাবাদী তার হস্তগত হয়ে গিয়েছিল।
(দেখুন উক্ত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ও দাজ্জাল, লেখক- মাওলানা আসেম উমর রহ., পৃষ্ঠা নং: ১৪৭)
অতএব,
এবার কিছুটা বুঝা আসছে আশা করি?
যে, কেন ইমাম মাহমুদের ব্যাপারে বর্ণিত বাকি হাদীসের কিতাবগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

মূলত এটাই হতে সেই কারন। যেহেতু এখানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে,
নস্ট্রাডামুস ইহুদীটা ভবিষ্যদ্বাণী লিখছিল।
যা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, সেই লুটপাটকৃত কিতাবগুলো ভবিষ্যত ঘটনাবলি সংক্রান্ত ছিল!
তাই হয়তো আমরা শেষ জামানা সংক্রান্ত লিখিত অনেক কিতাবাদী হতে বঞ্চিত হয়েছি।
তবে আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া যে,
এই আযিফাতিল আ-যিফাহকে তিনি রক্ষা করেছেন।
নতুবা এই কিতাবটি থেকেও হয়তো আমরা বঞ্চিত হতে পারতাম।
এখন যেহেতু এখানে ইরাকের রাজধানী বাগদাদের লাইব্রেরির কথা বলা আছে, সেহেতু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে,
এই আযিফাতিল আযিফাহ কিতাবটিও সেই বাগদাদেই ছিল।
আর তা আরো জোরদার করে খতিব বাগদাদী রহ. এর জীবনি।
খতিব বাগদাদী রহ. জীবনের বড় একটি অংশই এই বাগদাদে অতিবাহিত করেন।
যা হতে প্রবল ইঙ্গিত করে, তাঁর লিখিত কিতাবগুলো এই বাগদাদের লাইব্রেরিতেও ছিল।
আর বিস্ময়কর কথা হলো,
জানামতে, ঠিকই এই আযিফাতিল আযিফাহ কিতাবটি নাকি সেই বাগদাদ হতেই উদ্ধার করা হয়ছে, যা এতদিন আমাদের মাঝে লুকায়িত ছিল অপরিচিত-দুর্বল অবস্থায়।

তাই তা পূর্বে আমাদের নিকট পৌছায়নি। এখন যখন এই আল ইমান প্রকাশনীর দায়িত্বশীলবৃন্দ এই গ্রন্থটি সংগ্রহ করে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে "কিয়ামত সন্নিকটে" নামে। তাই তা আমাদের নিকট পৌঁছায়।
নতুবা আমরা কখনো তারও দেখা পেতাম না। পড়ে থাকতো সেই বাগদাদে।
আর যেহেতু এটি অপরিচিত-দুর্বল অবস্থায় পড়ে থেকেছিল, তাই তা কারোরই আলোচনায় আসেনি। ফলে তা খতিব বাগদাদী রহ. এর লিখিত কিতাবগুলোর তালিকায় স্থান পায়নি।
আশা করি এবার সকল উত্তর পেয়েছেন?
অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, সুদীর্ঘ এই বৃহৎ বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে, একেবারেই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বহুল আলোচিত-সমালোচিত এই ইমাম মাহমুদের বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে আদৌ কোনো উদ্দেশ্যপ্রণীত মিথ্যা-বানোয়াট চরিত্র ছিল না, বরং বাস্তবিকই সেই ইমাম মাহদীর ন্যায় এই উম্মাহর এক অজানা প্রতিশ্রুত রাহবার ছিল, যাকেই এতদিন সকলে ভুলে থাকে।
তাই যারা তাকে এতদিন ধরে মিথ্যা-বানোয়াট, ফিতনা বলে তকমা দিয়েছিল, দিনশেষে প্রমাণিত হয় তারাই ছিল এই উম্মাহকে ধোঁকাদানকারী প্রকৃত ভন্ড।
সুতরাং, উদাত্ত আহ্বান থাকবে সকলের প্রতি, এইসমস্ত অজ্ঞ লোকদের কথায় আর কান দিয়ে এবার নিজের বিবেককে ব্যবহার করুন।
এই মহা রহস্যের মধ্য দিয়ে আজ আপনাদের মাঝে সেই প্রকৃত সত্য প্রকাশিত। তাই এবার নিজের বোধশক্তি দিয়েই তা যাচাই করুন।
মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বিষয়টা বুঝার ও আমলে নেওয়ার তাওফিক দান করুন আমিন।

বাংলার আকাশে ভয়ঙ্কর পূর্বাভাস-
ধেয়ে আসছে সেই গাযওয়াতুল হিন্দ!

শিরোনাম দেখেই নিশ্চয় আঁতকে উঠছেন সকলে? বাংলাদেশে কিভাবে? তবে শুনে হয়তো আপনাদের অনেকের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে যে, এতক্ষণ ধরে আমরা যে ইমাম মাহমুদ ও গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে পর্যালোচনায় কতকগুলো হাদীস দেখেছিলাম, মূলত তাতে আমার আপনার এই বাংলাদেশের কথাই বলা ছিল!

জি ঠিকই শুনেছেন! মোটেও রূপকথার গল্প বলছিনা।

অনেকে হয়তো খিয়াল করেছেন কিনা জানিনা, একটু আগেই আমরা সেই ইমাম মাহমুদ প্রসঙ্গে যেসকল হাদীস দেখেছিলাম, তার অধিকাংশেই একটি বিষয় বারবার উল্লেখ ছিল যে,

তাঁর আগমন হবে হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল হতে!

যেমন, সেই আযিফাতিল আ-যিফাহ এর হাদীসটি-

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوشك أن يظلم المشركون من الهند ظاما كثيرا على المسلمين فحينئذ تخرج جماعة المسلمين من المنطقة اشرقية من الهند يأممهم شاب ضعيف اسمه محمود لقبه حبيب الله يتقدم الى سبيل الكعبة بعد غلب لهند قلت يا رسول لله لم يتقدم الى سبيل الكعبة؟ فهل تكون الكعبة بضمة اليهود والنصورى؟ قال لا بل هو يأتى أن يبايع على يد خليفة الله المهدى

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, অচিরেই হিন্দুস্তানের অত্যাচারী মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্ধি করে দিবে। তখন হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল হতে মুসলমানদের একটি দলের আত্বপ্রকাশ ঘটবে। তাদের নেতৃত্ব দিবে এক দুর্বল যুবক, যার নাম হবে মাহমুদ, উপাধি হবে হাবিবুল্লাহ। সে হিন্দুস্থান বিজয় করার পর কাবার পথে অগ্রসর হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সে কা'বার পথে কেন অগ্রসর হবে? সে সময় কি কা'বা ইহুদি খৃষ্টানদের দখলে থাকবে? তিনি বললেন- না বরং সে আল্লাহর খলিফা মাহদীর হাতে বাইয়াত নিতে আসবে।

(আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., হাদীস নং- ২৬৯, বাংলা অনুবাদ- কিয়ামত সন্নিকটে, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)

এই যে দেখুন, হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল!

যা আরবি পাঠে এসেছে-

المنطقة اشرقية من الهند

অর্থাৎ, হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল বা পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা।

তাহলে খিয়াল করেছিলেন কি? এখানে কোন অঞ্চলের কথা বলা ছিল?

আর কিছুই নয়,

বরং আমার আপনার এই বাংলাদেশের কথাই বলা ছিল!

কেননা, প্রাচীন আরবীয় ভৌগোলিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সাহিত্যসমূহ পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগসহ পরবর্তী খিলাফত আমলেও ‘আল-হিন্দ’ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হতো মূলত এক বিশাল ভূখণ্ড নির্দেশে। যার বিস্তৃতি ছিল পশ্চিমে সিন্ধু নদীর পূর্ব তীর থেকে পূর্বে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের উপকূল ও

দ্বীপাঞ্চল—যেমন লঙ্কা (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), মালদ্বীপ ও দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত। যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান পাকিস্তান, ভারতের মূল ভূখণ্ড, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং মিয়ানমারের উপকূলীয় কিছু অংশ। এই সুবিস্তৃত অঞ্চলটিকেই পরবর্তীতে পশ্চিমা ভূগোলবিদগণ 'Indian Subcontinent' বা ভারতীয় উপমহাদেশ নামে অভিহিত করে। যার পূর্বদিকবর্তী অঞ্চলটিই ছিল আমাদের এই বাংলাদেশ, যা ঔপনিবেশিক শাসনামলে পরিচিত ছিল 'East Bengal' বা 'পূর্ববঙ্গ' নামে!
(বিস্তারিত জানতে দেখুন- ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক ইতিহাস ও মানচিত্র)
সুবহানাল্লাহ!
অর্থাৎ, এই বাংলাদেশই ছিল ঐতিহাসিকভাবে সেই হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল!
তাহলে কল্পনা করতে পারছেন? কিভাবে বাংলাদেশের কথাই সরাসরি বলা ছিল হাদীসে?
তাইলে এবার পেলেনতো প্রমাণ?
এখন, যেহেতু হাদীসের বর্ণনানুযায়ী সেই ইমাম মাহমুদের আগমন এই বাংলাদেশে হওয়া নিয়ে বলা আছে, তাহলে সেই গাযওয়াতুল হিন্দও নিশ্চয় এই বাংলাদেশেই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে! ঠিক না?
এবার আপনারা রীতিমতো পুরোই হতভাগ হয়ে যাবেন যে,
ঠিক তা-ই এই আযিফাতিল আ-যিফাহ- এর আরো এক বিস্ময়কর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, প্রতিশ্রুত সেই গাযওয়াতুল হিন্দের ভয়ংকর ঝড়ও মূলত এই বাংলার বুকেই ধেয়ে আসছে!
এই যে সেই হাদীস!-

٣١٣- عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سوف يكثر المشركون ظلما على المسلمين من ملك وليهم ويقتلونهم بغير حق فيقابلهم رجل ضعيف الجسم من البلد اسمه العسر من الهند ويفتح المؤمنون

হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, অচিরেই (হিন্দুস্থানের) মুশরিকরা তাদের বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের উপর জুলুম বৃদ্ধি করে দিবে এবং অন্যায়ভাবে তাদেরকে হত্যা করবে। তখন হিন্দের দুর্গম নামক এলাকার শারীরিকভাবে দুর্বল এক ব্যক্তি তাদের মুকাবিলা করবে। আর তাঁর নেতৃত্বে মুমিনগণ বিজয় লাভ করবে। (মূল অংশ)

(আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., খন্ড- ১, হাদীস নং- ৩১৩, বঙ্গানুবাদ- কিয়ামত সন্নিকটে, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)

সুবহানাল্লাহ!

দেখলেনতো, কি বলা আছে!?

এখানেও সুস্পষ্ট রূপে বলা আছে যে,

অচিরেই সেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুশরিকরা

তাদের বন্ধু অঞ্চলের তথা প্রতিবেশি অঞ্চলের মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে এবং অন্যায়ভাবে তাদেরকে হত্যা করবে!

যা বরাবরই আমার আপনার এই বাংলাদেশের কথা!

কেননা ভৌগোলিক অবস্থান থেকে ভারতের বন্ধু অঞ্চল তথা প্রতিবেশি অঞ্চলের মধ্যে কেবল সীমান্তবর্তী দুই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলই পাওয়া যায়, যা হলো এই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ!

আর পাকিস্তান হলো পারমাণবিক শক্তিধর একটি রাষ্ট্র। যাদের সামরিক সক্ষমতা ভারতের তুলনায় অনেক এগিয়ে। যার দরুন তা পাকিস্তান হওয়ার সম্ভাবনা একদমই পাওয়া যায় না। কিন্তু বাকি রইলো কেবল বাংলাদেশ, যা হলো এমন একটি অঞ্চল, যার নেই কোনো সামরিক শক্তিমত্তা, নেই কোনো পারমাণবিক অস্ত্র, এমনকি কোনো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

যা প্রবলভাবে ইঙ্গিত করছে যে, ঘুরে ফিরে সেই তীর বরাবরই বাংলাদেশের দিকেই যাচ্ছে!

শুধু তাই নয়, এবার আপনারা আরো চমকে উঠবেন যে,

ঠিক এই বিষয়টিই আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৮০০ বছর পূর্বে লিখিত শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ.-এর সেই কাসীদাতেও এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হিন্দুরা তথা উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুশরিকরা মুসলমানদের একটি শহর দখলে নিবে। সেখানে হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। ঘরে ঘরে ঘোরতর কারবালা আর ক্রন্দন আহাজারি হবে।

(দেখুন- মাওলামা রুহুল আমীন খান রহ. অনূদিত কাসীদা সওগাত, ৫ম কবিতা- কাসীদায়ে শাহ নিয়ামতউল্লাহ, প্যারা নং: ৩৮-৩৯, পৃষ্ঠা নং- ১৯১, প্রকাশনী- ইসলমিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশসাল- ২০০৪ ইংরেজি)

সুবহানাল্লাহ! কি অসাধারণ মিল!

তাইলে দেখলেনতো?

এখানেও বলা আছে যে, সেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলমানদের একটি শহর বা অঞ্চল দখলে নিবে।

আর আমরা জানি ভারতের সব অঞ্চলই উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দখলে রয়েছে। তাই এখানে নতুন করে দখলের কিছু থাকে না।

যা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করে যে, এখানে বাইরের একটি অঞ্চলের কথা বলা আছে, যা তাদের দখলে নেই!

তাইলে আঁচ করতে পারছেন কি? এখানেও কোন অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে?

আল্লাহু আকবার, বরাবরই বাংলাদেশের কথা!

হতে পারে বাংলাদেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ শহর উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা দখলে নিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালাবে। তাই বিধায় শহর বলা আছে।

এখানে যে বাংলাদেশের কথাই বলা রয়েছে, তা আরো দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় তারই পরবর্তী প্যারাতে!

জি ঠিকই শুনেছেন!

তারই পরবর্তী ৪০-৪১ নং প্যারায় শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ. উল্লেখ করেছেন যে, সেই হত্যাযজ্ঞের ষড়যন্ত্রের মূলে থাকবে নাকি একজন নামধারী মুসলিম নেতা, যার নামের প্রথমে থাকবে শীন, আর শেষে থাকবে নূন!

(দেখুন- মাওলামা রুহুল আমীন খান রহ. অনূদিত কাসীদা সওগাত, ৫ম কবিতা- কাসীদায়ে শাহ নিয়ামতউল্লাহ, প্যারা নং: ৪০-৪১, পৃষ্ঠা নং- ১৯১, প্রকাশনী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

এই যে! দেখুন, কার কথা বলা আছে!?

প্রথমে শীন আর শেষে নূন,

উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুশরিকদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করবে।

উক্ত প্যারার ব্যাখায় মাওলানা রুহুল আমিন খান রহ. উল্লেখ করেছেন, ঐ ব্যাক্তিই কিনা এই হত্যাযজ্ঞের নেতৃত্ব দিবে! অর্থাৎ, মূল ষড়যন্ত্রকারী হবে।

তাইলে খিয়াল করতে পারছেন কি?

সেই শীন-নূন কে হতে পারে!?

আর কেউ নয়, বরং গণহত্যাকারী সেই কুখ্যাত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা!

যা সরাসরি সেই আযিফাতিল আ-যিফাহ তেও এসেছে যে, এরূপ একজন নামধারী মুসলিম নারী শাসক হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখন্ড শাসন করবে, যার প্রতিটি কাজ নাকি হবে সব মুশরিকদের নিয়ে!

এই যে সেই হাদীস!-

١١٥- عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمركم الله ألا تتخذوا المشركين أولياء ويأتي زمان إذا إتخذ الملكان من أرض المسلمين المشركين أولياء خالصة ، قلت يا رسول الله! ما صفتهما ؟ قال أحدهما يملك أرض العرب إسمه كإسمى وإسم أبيه سلمان أخراهما إمرأة تملك أرض مشرق الهند إسمها بإسم المسلمات ولكن كل عملها يكون بالمشركين

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন- তোমরা মুশরিকদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ কর না। এমন এক সময় আসবে যখন মুসলিম ভূখণ্ডের দু'জন শাসক মুশরিকদেরকে একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। আমি

(আবু হুরায়রা) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), তাদের দু'জনের বৈশিষ্ট্য কি হবে? তিনি (সা.) বললেন- তাদের একজন আরবের ভূমি শাসন করবে। তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ। আর তার পিতার নাম হবে সালমান। তাদের অপরজন হলো একজন নারী যে হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখন্ড শাসন করবে। মুসলিম নারীদের নামে তার নাম হবে। কিন্তু তার প্রতিটি কাজ হবে মুশরিকদের নিয়ে। (আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., খন্ড-১, হাদীস নং-১১৫, বঙ্গানুবাদ- কিয়ামত সন্নিকটে, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)

সুবহানাল্লাহ!

কি রহস্যময়ী বর্ণনা! এই যেন অবিকল কাসীদার সাথে মিলে গিয়েছে!

এখানে সরাসরি বর্তমান সৌদি যুবরাজ কুখ্যাত নামধারী মুসলিম মুহাম্মাদ বিন সালমনের কথাও বলা আছে!

এরপর দেখুন কার কথা বলা আছে!?

“তাদের অপরজন হলো একজন নারী যে হিন্দুস্তানের পূর্ব ভূখণ্ড শাসন করবে। মুসলিম নারীদের নামে তার নাম হবে। কিন্তু তার প্রতিটি কাজ হবে মুশরিকদের নিয়ে।”

তাইলে খিয়াল করতে পারছেন কি!? সরাসরি কার কথা বলা আছে!?

বরাবরই সেই স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার কথা!

কেননা একটু পূর্বেই ইমাম মাহমুদ প্রসঙ্গে আমরা দেখেছিলাম যে, আমাদের এই বাংলাদেশই ছিল ঐতিহাসিকভাবে সেই হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চল!

তাহলে কে সেই নামধারী মুসলিম নারী শাসক? যে বাংলাদেশ শাসন করতো? মুশরিকদের নিয়ে কাজ করতো? ভারতের প্রেসক্রিপশনে কাজ করতো?

নিশ্চয়ই সেই কুখ্যাত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা!

যেটাই শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ. সরাসরি শীন ও নূন উল্লেখ করে বুঝিয়েছিলেন।

যেন তিনি সেই গোপন ব্যাগের এই বর্ণনাগুলোই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে লাভ করেছেন! সুবহানাল্লাহ!

অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

এবার বুঝা আসছে কি?

সেই ভারতীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুশরিকরা অদূর ভবিষ্যতে কোন মুসলমানদের অঞ্চলে আগ্রাসন চালাবে?

তাহলে এবার পেলেনতো প্রমাণ?

বাংলাদেশেই যে সেই গাযওয়াতুল হিন্দের ঝড় ধেয়ে আসছে?

তাইলে আমি আপনি কতটুকু প্রস্তুত তার জন্য?

কোন আশায় এত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছি? যখন এত বড় ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত উঁকি দিচ্ছে সামনে?

এমনকি কিছু দিন আগেও এক গোপন সূত্রে পাওয়া গিয়েছিল যে,

বিভিন্ন অজুহাতের ছত্রছায়ায় নাকি ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী বাংলাদেশে অবস্থানরত কতক হিন্দু যুবক, রহস্যজনকভাবে কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে ভারতে গমন করছে।

হয়তো এই সংবাদটি আপনারাও অনেকে শুনেছিলেন।

তাহলে চিন্তা করেছিলেন কি? কেন তারা ভারতে যাচ্ছিল?

অতএব, বাংলার মুসলিম ভাইরা আমার,

ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের দিকে বাংলাদেশ।

তাই সচেতন হওয়ার সময় এখনই। নয়তো বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। তাই তৈরি হন সময় থাকতে।

আবার যেহেতু দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতি সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে আগাচ্ছে, সেহেতু এদিকেও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, হাদীসে বর্ণিত সেই ইমাম মাহমুদেরও আগমন হয়ে যেতে পারে। তাই বাংলাদেশে ইমাম মাহমুদ নামে কারো পরিচয় পাওয়া গেলে অবশ্যই তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। কোনো প্রকার অনুমান নির্ভর ফিতনা-ভন্ড তকমা না দিয়ে।

আর আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে,

এই ইমাম মাহমুদের বিষয়টি যেহেতু ইমাম মাহদীর মতোই হাদীসে বর্ণিত একটি চরিত্র, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুসলমানদের জন্য একজন মনোনীত আমীর, সেহেতু তার নিকটও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এমন বিশেষ কিছু ইলহাম হওয়ারও ঘটনা ঘটতে পারে, যেমনটা ইমাম মাহদীর ক্ষেত্রেও হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে ইঙ্গিত দেওয়া আছে। যেমন-

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ "

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মাহদী আমাদের আহলে বাইত থেকে হবে। আল্লাহ তা’আলা তাকে এক রাতে সংশোধন করবেন (তথা খিলাফতের যোগ্য করবেন)।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৪০৮৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৬৪৬, সিলসিলাতুল সহীহাহ, হাদীস ২৩৭১, রাওদুন নাদীর ২/৫৩)

হাদীসের মান- হাসান (তাহকীক- আলবাণী রহ.)।

লক্ষ করুন, এখানে "يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ"

এসেছে, যার অর্থ হয় এক রাতে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন তাকে সংশোধন করবেন তথা খিলাফাতের জন্য যোগ্য করবেন।

উক্ত হাদীসের ব্যাখা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এখানে অবশ্যই এক বিশেষ ইলহামি কিছু ঘটার ইঙ্গিত দেওয়া আছে, যার মাধ্যমে ইমাম মাহদী নিজের পরিচয় সম্পর্কে অভিহিত হতে পারবেন।

তাই, ইমাম মাহমুদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

যেহেতু তিনিও পূর্বে নিজের পরিচয় জানবেন না।

কাজেই এই বিষয়টার দিকে আমাদের অবশ্যই বেশি সতর্ক থাকতে হবে যেন, আসল ব্যাক্তিকেই না ভন্ড বলে বসে থাকি আমরা। আশা করি সকলে এই ব্যাপারে বিচক্ষণশীলতার পরিচয় দিবেন।

মহান আল্লাহ পাক সবাইকে বিষয়টা আমলে নেওয়ার তাওফিক দান করুন আমিন।

মহা বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে পৃথিবী-
ছুটে আসছে সেই ৩য় বিশ্বযুদ্ধও!

জি ঠিকই শুনেছেন!

আর তা হয়তো ব্যাখারও প্রয়োজন পড়ে না আশা করি?

কেননা যদি এই গাযওয়াতুল হিন্দে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে এরও প্রবল সম্ভাবনা অনুমেয় হয় যে, ভারতের মিত্ররাও এতে সরাসরি জড়িয়ে যাবে?

আবার যেহেতু এতে অন্যান্য অঞ্চলের মুজাহিদ বাহিনীদেরও অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু হতে পারে আমেরিকাও এতে সরাসরি জড়িয়ে যাবে ভারতকে রক্ষা করতে, তথাকথিত জঙ্গি দমনের নামে?

আবার যেহেতু যুদ্ধটি শুরুই করবে ভারত নিজেই তার সন্ত্রাসী গোষ্ঠীদের দিয়ে, সেহেতু বাংলাদেশের পক্ষেও পাকিস্তান, এমনকি কূটনীতিকগত দিকবিচারে চীনও সরাসরি অবস্থান নিতে পারে?

তাহলে কি আঁচ করতে পারছেন? এর মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপীও বড়ধরনের এক মহাযুদ্ধের ঘন্টা বেজে যেতে পারে?

আল্লাহু আকবার, এবার আপনারা রীতিমতো পুরোই চমকে উঠবেন যে, ঠিক এমনটাই সেই আযিফাতিল আ-যিফাহ- এর আরো এক বিস্ময়কর হাদীসে সরাসরি উল্লেখ রয়েছে যে, সেই গাযওয়াতুল হিন্দের ভয়ংকর ঝড় একপর্যায়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়ে সেই ভয়াল ৩য় বিশ্বযুদ্ধেরও সূচনা ঘটিয়ে দিবে!

এই যে সেই হাদীস!-

٢٤٧- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ليأتين المشركون بمعصيتهم القيامة في الأرض، فيظهر النار فيها التي

تملك ثلثا الناس منها ثم ينظر الله الأرض سلامة لا فساد فيها قال هذا ثم قرأ ثماني وأربعين آية من سورة إبراهيم

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সাবধান! মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবীতে কেয়ামত আনায়ন করবে। আর তখন পৃথিবীতে অগ্নি প্রকাশ পাবে, যা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ্বংস করবে। তাঁর পরেই আল্লাহ তায়ালা একটি শান্তিময় পৃথিবী দেখাবেন, যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না। এ কথা বলে তিনি সূরা ইবরাহীমের ৪৮ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, খন্ড- ১, হাদীস নং- ২৪৭)

সুবহানাল্লাহ! দেখলেনতো, সরাসরি কিসের বর্ণনা দেওয়া আছে!?
বরাবরই সেই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা! যেমনটা আমরা ধারণা করেছিলাম! অর্থাৎ, যখনই সেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুশরিকরা নিজেদের অবাধ্যতা বৃদ্বির মাধ্যমে তথা বাংলাদেশে মুসলমানদের উপর আকস্মিক গণহত্যা-হত্যাকান্ড চালানো শুরু করবে, তখনই তারা পৃথিবীতে সেই প্রলয়ঙ্কারী ৩য় বিশ্বযুদ্ধকেও ডেকে আনবে। যা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণ করে যে,
গাযওয়াতুল হিন্দ ও ৩য় বিশ্বযুদ্ধ উভয়ই সমসাময়িক ঘটনা!
যেমনটা সেই শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ. এর কাসীদাতেও উল্লেখ আছে যে, ভারতের মতো পশ্চিমাদেরও বিপর্যয় ঘটবে। সেখানে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ ঘটাবে মহালয় তথা মহা ধ্বংসযজ্ঞ।

(দেখুন- মাওলামা রুহুল আমীন খান রহ. অনূদিত কাসীদা সওগাত, ৫ম কবিতা- কাসীদায়ে শাহ নিয়ামতউল্লাহ, প্যারা নং: ৫১, পৃষ্ঠা নং- ১৯৫, প্রকাশনী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশসাল- ২০০৪ ইংরেজি)

সুবহানাল্লাহ!

দেখলেনতো, কি হতভাগ কান্ড!?

কিভাবে এই কাসীদা এত স্পষ্টভাবে হাদীসের সাথে মিলে যাচ্ছে?

যেন কাসীদা নয়, সেই গোপন ব্যাগেরই এক খান্ডাংশের কাব্যিক রচনা! যেমনটা আমরা পূর্বেও দেখেছিলাম যে, তৎক্ষালীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, মাওলানা আসেম উমর রহ.-ও তাঁর "তিসরি জাঙ্গে আজিম ওর দাজ্জাল" গ্রন্থে কাসীদার এইসকল প্যারাগুলো হাদীস দ্বারা সমর্থন করে মর্মে উল্লেখ করেছিলেন যে,

"হিন্দুস্তানের মত ইউরোপেরও ভাগ্য খারাপ হয় যাবে এবং ৩য় বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা হয়ে যাবে। এই বিগ্রহ বছর পর্যন্ত নির্মমতার সঙ্গে অব্যাহত থাকবে। বেঈমানরা সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেবে। অবশেষে তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। হঠাৎ হজের মওসুমে হযরত মাহদি আত্বপ্রকাশ করবেন।"

(শেষাংশ)

(তিসরি জাঙ্গে আজিম ওর দাজ্জাল এর বঙ্গানুবাদ- ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ: মাহদি ও দাজ্জাল, লেখক- মাওলানা আসেম উমর রহ., অনুবাদক- মাওলানা মহিউদ্দিন খান, প্রকাশনী- পরশমণি প্রকাশন, পৃষ্ঠা নং: ৮৪-৮৫)

তাহলে, এবার বুঝা আসছেতো? কোন হাদীসগুলো সমর্থন করছিল?

অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

দিবালোকের ন্যায় একেবারে সুস্পষ্ট যে,

আসন্ন সেই গাযওয়াতুল হিন্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ঙ্কারী সেই মহাযুদ্ধ- ৩য় বিশ্বযুদ্ধেরও সূচনা হয়ে যাবে। ফলে গোটা পৃথিবীও সেই মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে!

যাকেই উক্ত হাদীসে কিয়ামত নামে অভিহিত করা হয়ছে!

অর্থাৎ, জাতির কিয়ামত!

যেমনটা অপর এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে,

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة ثلاثة، الواحدة ساعة الرجل والثانية ساعة القوم والثلاثة ساعة هلاك العالم، إحداهن أفظع من الأخرى

হযরত আবু মূসা আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামত তিনটি। প্রথমটি হল ব্যক্তির কিয়ামত, দ্বিতীয়টি হল জাতির কিয়ামত, তৃতীয়টি হল পৃথিবী ধ্বংসের কিয়ামত। এগুলো একটি থেকে অপরটি বেশী ভয়াবহ।

(আযিফাতিল আযিফাহ, খন্ড-১, হাদীস নং- ৮)

দেখেছেন? জাতির কিয়ামত!

অর্থাৎ, যেহেতু সেসময় বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হবে যেমনটা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসে বলা আছে যে তখন পৃথিবীতে অগ্নি প্রকাশ পাবে, ফলে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই সেই পারমাণবিক অস্ত্রের ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

যা বর্তমান হিসাবে প্রায় ৮০০ কোটির মধ্যে ৫৩০ কোটি মানুষের প্রাণহানি দাড়ায়! আল্লাহু আকবার! তাই হয়তো তাকে জাতির কিয়ামত বলে অভিহিত

করা হয়েছে যে, এতে এক অবাধ্য জাতি তথা সেই মুশরিকরাসহ কাফের ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরও একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে হয়ে যাবে।
যেমনটা সরাসরি এই আযিফাতিল আ-যিফাতেই আরো কতক আশ্চর্যজনক হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়-

٢٤٥ - عن مستوعد القريشي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكثر اليهود والنصارى قبل الساعة ويقل أعدادهم بأموات الرعد

হযরত মুস্তাওয়ীদ আল কুরাইশী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি- কিয়ামতের পূর্বে ইহুদী-খৃষ্টান বৃদ্ধি পাবে। আর বজ্রঘাতের মৃত্যুতে তাদের সংখ্যা কমে যাবে।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, খন্ড-১, হাদীস নং- ২৪৫)

٢٤٦ - عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الناس النار قبل القيامة، ويهلكون به أنفسهم إن
هؤلاء قوم معصية الله، ثم بعد هلاكهم يجعل الله أرضا سلامة

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে মানুষগণ অগ্নি নিক্ষেপ করবে, আর সে অগ্নি দ্বারা তারা নিজেরাই ধ্বংস হবে। অবশ্যই তারা আল্লাহর অবাধ্য জাতি। এই অবাধ্য জাতি ধ্বংসের পর আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে শান্তিময় করবেন।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, খন্ড-১, হাদীস নং- ২৪৬)

সুবহানাল্লাহ!

দেখলেনতো, কি সুস্পষ্ট বর্ণনা!

কিভাবে আজকের এই পারমাণবিক বোমার কথাটাও আল্লাহর রাসূল (সা.) সেই চৌদ্দশ পূর্বে বলে গিয়েছিলেন!?

অতএব, এই রহস্যময়ী গোপন ব্যাগের হাদীসের মধ্য দিয়ে আমরা আরো এক তথ্য পেয়ে যায় যে, এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধই হবে পৃথিবীর সর্বশেষ আধুনিক অস্ত্রের যুদ্ধ, যার মধ্য দিয়ে গোটা পৃথিবীর প্রযুক্তি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এমনকি হয়তো আপনার এই হাতের মোবাইলটিও আর নাও থাকতে পারে।

সুতরাং, মহা বিপর্যয় ধেয়ে আসছে পৃথিবীর বুকে।

তাই সময় থাকতে ফিরে আসুন দ্বীনের পথে, দুনিয়াবী স্বার্থ-মোহের পিছে আর না ছুটে।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে বিষয়টা বুঝার ও আমলে নেওয়ার তাওফিক দান করুন আমিন।

একটি প্রচলিত ভুল নিরসন-
৩য় বিশ্বযুদ্ধ আর মালহামা এক নয়!

জি ঠিকই শুনেছেন!

অনেকেই দেখা যায় এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধকে মালহামা বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, হাদীসে যে মালহামার কথা বর্ণিত রয়েছে, তার সাথে এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক নেই।

কেননা সেই মালহামার ব্যাপারে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে কেবল একটি বিশেষ যুদ্ধেরই কথা পাওয়া যায় যে,

তা রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এক রক্তক্ষয়ী ধর্মযুদ্ধ।

যা খ্রিষ্টানদের এস্কেটোলজি বা বাইবেলেও নাকি আর্মাগেডন নামে অভিহিত করা আছে।

যেমন-

ইমাম ইবনু হিব্বান রহ.-সহ প্রমুখ মুহাদ্দিস সহিহ সনদে যু-মিখবার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি- ‘অচিরেই তোমরা রোমানদের সঙ্গে সন্ধি করবে। অতঃপর তোমরা ও তারা একত্র হয়ে তোমাদের পশ্চাৎবর্তী একদল শত্রুর মোকাবেলা করবে। তোমরা তাতে বিজয়ী হবে, গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) অর্জন করবে এবং (বিজয়ীবেশে যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসবে। অবশেষে তোমরা টিলাযুক্ত একটি মাঠে (যাত্রাবিরতির জন্য) অবতরণ করবে। অতঃপর রোমানদের মধ্য থেকে একজন মন্তব্যকারী বলে উঠবে, ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে। আর মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন মন্তব্যকারী বলে উঠবে, বরং আল্লাহ বিজয়ী হয়েছেন। অতঃপর মুসলিম ব্যক্তিটি উত্তেজিত হয়ে তাদের ক্রুশের ওপর আক্রমণ করে বসবে, যা

তার সন্নিকটেই ছিল এবং সেটাকে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। এতে রোমানরা উত্তেজিত হয়ে ক্রুশ চূর্ণকারী মুসলিম ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করবে এবং তাঁর গর্দানে আঘাত করে হত্যা করে ফেলবে। এটা দেখে মুসলিমরাও উত্তেজিত হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেবে এবং পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের এ দলকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। তখন রোমান খ্রিষ্টানরা রোমের বাদশাহকে গিয়ে বলবে, আপনার পক্ষ থেকে আমরা আরবদের (পরাজিত করার) জন্য যথেষ্ট হয়েছি। অতঃপর তারা মালহামা বা তীব্র রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এরপর তারা আশিটি পতাকাতলে সমবেত হয়ে (চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য) তোমাদের নিকট আগমন করবে। প্রতিটি পতাকাতলে বারো হাজার করে সৈন্য থাকবে।'

(সহিহ ইবনু হিব্বান : ১৫/১০১, হাদীস নং ৬৭০৮; মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৪৬৭, হাদীস নং ৮২৯৮; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৪/২৩৬, হাদীস নং ৪২৩১)

ইমাম ইবনু আবি আসিম রহ. এর বর্ণনায় হাদিসটির শেষে অতিরিক্ত এ অংশটুকু এসেছে-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتِلْكَ الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আর এটাই হলো 'আল-মালহামাতুল উযমা' বা বৃহত্তর রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধ।'

(আল-আহাদ ওয়াল-মাসানি : ৫/১২৩, হাদীস নং ২৬৬৩)

এছাড়া, উক্ত হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. ও ইমাম আহমাদ রহ.-ও সহিহ সনদে যু-মিখবার রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

(দেখুন- সুনানু আবি দাউদ : ৪/১০৯, হাদীস নং ৪২৯২; মুসনাদু আহমাদ : ৩৮/২২৮, হাদীস নং ২৩১৫৭)

তাহলে এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে,

এই মালহামাটি হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল আমাক প্রান্তে রোমান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিতব্য এক বৃহৎ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

অপরদিকে সেই ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধ। যা সেই গাযওয়াতুল হিন্দের ফলে সংঘটিত হবে।

যাতে প্রাণহানির সংখ্যাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে।

যেমনটা আমরা পূর্বে দেখেছি।

অতএব, একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে,

আসন্ন ৩য় বিশ্বযুদ্ধ আর হাদীসে বর্ণিত মালহামা সম্পূর্ণই ভিন্ন দুইটি ঘটনা।

তাই উভয়কে এক করে ফেলা সম্পূর্ণই অবান্তর এবং অযোক্তিক।

কিন্তু দেখা গিয়েছে, এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধকেই অনেকে মালহামা মনে করে, আসল মালহামার কথাটাই ভুলে গিয়েছে।

ফলশ্রুতিতে সেই আসল মালহামার বিজয়ী নেতাকেও ভুলে বসেছে।

হয়তো অনেকে শুনে চমকে উঠতে পারেন যে, মালহামার বিজয়ী নেতা আবার কে?

জি ঠিকই শুনেছেন!

এই সেই মহা রহস্যময়ী গোপন ব্যাগের আরো এক অজানা চরিত্র!

মুসলমানদের অজানা সেই সর্বশেষ আমীর! যাকে আপনারা সকলে ভুলেছিলেন!

অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে নিশ্চয়? সর্বশেষ আমীর?

ইমাম মাহদী না সর্বশষ আমীর ছিল?

এই আবার কে?

অসংখ্য প্রশ্ন জাগছে নিশ্চয়?

চলুন তাহলে দেখা যাক, কে সেই সর্বশেষ আমীর?

আরো এক অজানা চরিত্রের আত্বপ্রকাশ-
২য় মাহদী জাহজাহ!

কি, চমকে গেলেন নিশ্চয়?
এই সেই সর্বশেষ আমীর! ২য় মাহদী জাহজাহ!
জি ঠিকই শুনেছেন!
এই সেই! যাকেই এতদিন আপনারা ভুলেছিলেন।
অথচ, তাঁর ব্যাপারেই কিনা হাদীস এসেছিল আপনাদেরই সুপরিচিত সেই সিহাহ সিত্তাহ কিতাবসহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ কিতাবেও!
এই যে নিজের চোখেই দেখুন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ "

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, রাত দিন শেষ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জাহজাহ নামে কোন লোক শাসনকর্তা হয়।
(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৭২০১; আন্তর্জাতিক নং- ২৯১১)
দেখুন, সহীহ মুসলিমের বর্ণনা!
যা সুনানে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদেও এসেছে যে,
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي، يُقَالُ لَهُ : جَهْجَاهُ

'জাহজাহ' নামক কোনো এক মুক্তদাস অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাতের অবসান (কিয়ামাত) হবে না।

- (সুনানুত তিরমিজি : ২২২৮; মুসনাদে আহমাদ : ৮৩৬৪)
এই যে, দেখলেনতো?
কিন্তু কে এই জাহজাহ? তা নিয়ে বিস্তারিত আর আসেনি এই কিতাবগুলোতে। ফলে তার বিষয়টা উলামায়ে কেরামগণের অনেকেও জানতে পারেননি আর শেষমেষ তা রহস্য হয়ে যায়।
যার দরুন শুরু হয় ইমাম মাহদী কেন্দ্রিক এমন সব কাল্পনিক ধারণা, যার সাথে আদৌ কোনো তাঁর সম্পর্কই ছিল না!
কিন্তু তারপরও অজ্ঞতা আর এই রহস্য সম্পর্কে বেখবর থাকার ফলে,
সেই যুগযুগ ধরেই এইসকল কাল্পনিক ধারণা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বড় বড় আলেম উলামা এমনকি যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগনও বিশ্বাস করে গিয়েছিলেন!
জানেন কি, কি ছিল সেই কাল্পনিক ধারণাগুলো?
শুনলে হয়তো আপনারাও সকলে হতভাগ হয়ে যাবেন। কেননা এই সকল বিষয় এতদিন আপনারাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছিলেন যে,
ইমাম মাহদীর শাসনকালের শেষ দিকে মহা ফিতনাবাজ মিথ্যুক দাজ্জাল আর হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) এর আবির্ভাব ঘটবে।
ইমাম মাহদী হযরত ঈসা (আ.) এর সহযোগী হয়ে দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ঈসা (আ.) কর্তৃক দাজ্জাল হত্যার পর নাকি ইমাম মাহদী এই উম্মতের সমস্ত শাসনকর্তৃত্ব হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) এর নিকট হস্তান্তর করবেন ইত্যাদি।
যার আদৌ ছিল না কোনো ভিত্তি!
কিন্তু তা-ই অকাট্যভাবে বিশ্বাস করে যান আপনারা, বর্তমান আলেম সমাজরা, এমনকি পূর্ববর্তী বিজ্ঞ আলেম উলামা ও ইমামগনও!

যেমনটা সুনানে আবু দাউদের ব্যাখাকার আল্লামা শামছুল হক আযীমাবাদী (রহ.)-ও উল্লেখ করেছেন,

“সর্ব যুগের সকল মুসলমানদের মাঝে একথা অতি প্রসিদ্ধ যে, আখেরী যামানায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধর হতে একজন সৎলোকের আগমণ ঘটবে। তিনি এই দ্বীনকে শক্তিশালী করবেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। মুসলমানগণ তাঁর অনুসরণ করবে। সমস্ত ইসলামী রাজ্যের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার হবে। তাঁর নাম হবে মাহদী। তাঁর আগমণের পরেই সহীহ হাদীছে বর্ণিত কিয়ামতের অন্যান্য বড় আলামতগুলো প্রকাশিত হবে। তাঁর যামানাতেই ঈসা (আঃ) আগমণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ ব্যাপারে মাহদীও তাঁকে সহযোগিতা করবেন।

(আ'ওনুল মা'বুদ শারহে সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়- কিতাবুল মাহদী, খন্ড-**১১**, পৃষ্ঠা-২৪৩)

দেখলেনতো, কত গভীরে গেঁথে ছিল এই কাল্পনিক ধারণাগুলো?

শুধু তাই নয়,

আর তা এতটাই সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের সকল ইমামগণ পর্যন্ত তা আকিদা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। যার দরুনই তাঁদের আকিদা বিষয়ক গ্রন্থসমূহে প্রায়শই ইমাম মাহদীর প্রসঙ্গে এইধরনের কথা দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁর শাসনামলে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

যেমন-

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইমাম, হাফেয আবুল হাসান আল-আবুররী (রহ.) বলেন, “মাহদী সম্পর্কিত হাদীছগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আহলে

বায়ত তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধরের অন্তর্ভূক্ত হবেন। সাত বছর রাজত্ব করবেন। তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবী ন্যায়-ইনসাফে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তাঁর রাজত্বকালে ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) আগমণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ঈসা (আঃ) তাঁর পিছনে নামায পড়বেন''।
(মানাকিবুশ শাফেয়ী লিল আবুররী, পৃষ্ঠা- ৯৫)

দেখলেনতো!? এমনকি ইমামে আযম ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ফিকহুল আকবার গ্রন্থেও ইমাম মাহদী প্রসঙ্গে এরূপ কথা বর্ণিত রয়েছে।
তাহলে বুঝে নিন!? এই গোপন ব্যাগের রহস্য কত যুগ ধরে লুকিয়েছিল?
মূলত এইসকল কাল্পনিক বিশ্বাসের কারণেই সেই ইমাম জাহজাহকে সকলে ভুলে যায়।
অথচ, এগুলো সবই প্রযোজ্য ছিল সেই ২য় মাহদী জাহজাহ এর ক্ষেত্রে!
যা ইমাম নুয়্যাইম ইবনে হাম্মাদ রহ. তাঁর সেই বিস্ময়কর কিতাবুল ফিতানে সরাসরি সহীহ সনদেই প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আরতাত রহ. এর সূত্রে এক দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে,
হযরত আরতাত (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মাহদীর মৃত্যুবরণ করার পর কাহতান গোত্রের উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট একজন লোক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার চরিত্র হবে হুবহু মাহদীর মত। তিনি দীর্ঘ ২০ বৎসর পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ এর বংশধর থেকে জনৈক লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবেন। তার হাতে কায়সার সম্রাটের শহর বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রাসূলুল্লাহ এর উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ খলীফা বা আমীর। তার যুগে

দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন।

- (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, হাদীস নং- ১২৩৪, পথিক প্রকাশনী: ১২৩০, তাহকীক: সহীহ)

সুবহানাল্লাহ!

দেখলেনতো, মাহদীর পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আরো একজন বংশধর?

যার যুগে দাজ্জাল ও হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) এর আগমন হবে বলা আছে?

কে সেই জনৈক লোক? পরিচয় প্রকাশ হচ্ছে অপর এক বর্ণনায়!-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির ইন্তেকালের পর এমন একলোক শাসনভার গ্রহণ করবেন যিনি ইয়ামানবাসিদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করবেন। অতঃপর খলীফা মানসূর ক্ষমতার মালিক হবে, এরপর মাহদী নামক আরেকজন শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।

(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, হাদীস নং- ১১৮৬)

সুবহানাল্লাহ!

এই যে, পেলেনতো আরেক মাহদী?

এই হাদীসটির সনদ যদিও দুর্বল, কিন্তু পূর্বোক্ত সহীহ হাদীসটির দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত হয়।

তাহলে কে এই ২য় মাহদী?

এবার সেই পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করছে সেই বিস্ময়কর
আযিফাতিল আ-যিফাহ!-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل المجاهدين الذين يجاهدون في العمق ، يقاتلون على الروم ويفتتحون ، وتفتتح القسطنطينة بأيديهم ، وإمام ذلك الجيش اسمه جهجاه ، اسم أبيه عبد القدوس

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন- সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ হচ্ছে তারা যারা আমাক নামক স্থানে যুদ্ধ করবে। তারা রোমানদের সাথে লড়াই করে বিজয় লাভ করবে। আর তাদের হাতেই কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে। আর সেই বাহিনীর নেতার নাম হবে জাহজাহ। আর তাঁর পিতার নাম হবে আব্দুল কুদ্দুস।
(আযিফাতিল আযিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., খন্ড-১, হাদীস নং-২৫৯)
সুবহানাল্লাহ! কি সুস্পষ্ট বর্ণনা!
যা আরো একবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো যে, আযিফাতিল আ-যিফাহ নয়, যেন সেই গোপন ব্যাগের এক টুকরো খন্ড!
আল্লাহু আকবার!

তাহলে এবার পেলেনতো, সেই মালহামার বিজয়ী নেতা ২য় মাহদী জাহজাহ এর প্রমাণ? সেই মুসলমানদের আমীরের পরিচয়?

যার সাথে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) এর সাক্ষাত হবে মর্মে সহীহ হাদীসগুলোতে বলা ছিল।

যেমন-

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কেমন হবে তোমাদের অবস্থা, যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন এবং তোমাদের ইমাম হবে, তোমাদের মধ্য হতে!

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৪৪৯; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ইমান, হাদীস নং: ১৫৫)

অপর বর্ণনায় এসেছে,

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে এবং অবশেষে ঈসা (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর বলবেন, আসুন। নামাযে আমাদের ইমামত করুন। তিনি উত্তর দিবেনঃ না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিযুক্ত হবেন। এ হল আল্লাহ তায়া'লা প্রদত্ত এ উম্মতের সম্মাননা।

(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ইমান, হাদীস নং: ২৯২, প্রকাশনী: ইসলামিক ফাউন্ডেশন; আন্তর্জাতিক নং: ১৫৬)

এই যে, সেই মুসলমানদের আমীর!

যা ছিল এই জাহজাহ! কিন্তু সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান কিংবা পূর্ববর্তী প্রায় সকল আলেম উলামা ও যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণ তা ইমাম মাহদীর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করে যান। যেমনটা পূর্বে বলেছিলাম।

কিন্তু কেন ইমাম মাহদীর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করে যান,

শুনুন এবার তাঁদেরই একজন হতে-

শায়খ আব্দুল মুহসিন আব্বাদ বলেন,

নবাব সিদ্দীক হাসান খান রহ. স্বীয় কিতাব 'আল ইযাআহ'য় মাহদির ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্য থেকে বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। সবশেষে তিনি ইমাম মুসলিম রহ. কর্তৃক বর্ণিত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর্যুক্ত হাদীসটি এনেছেন। এরপর বলেছেন, এই হাদীসটিতে মাহদীর কথা সুস্পষ্টভাবে না থাকলেও, এই হাদীসটি এবং এই জাতীয় অন্যান্য হাদীসগুলো, প্রতীক্ষিত মাহদীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কোনো অবকাশ নেই, যেমন পূর্বোক্ত হাদীস এবং (এমন) আরও অনেক হাদীস তা প্রমাণ করে।"

(আব্দুল মুহসিন আব্বাদ কৃত শারহু সুনানে আবু দাউদ: ৩/৪৮২)

তাহলে পেলেনতো এবার উত্তর?

বরাবরই সেই কথা, যা পূর্ব হতেই বলে এসেছিলাম।

অর্থাৎ, তাঁরা এই মহা রহস্যময়ী গোপন ব্যাগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না বিধায়, ইমাম মাহদী ছাড়াও যে এই মুসলিম উম্মাহর আরো আমীর-খলিফা রয়েছে, তা জানতে পারেননি। ফলে কেবল ইমাম মাহদীকেই একমাত্র আমীর-খলিফা মনে করে এইসকল কাল্পনিক ধারণার উৎপত্তি ঘটে।

অতএব, আজ এই মহা রহস্যময়ী ২য় মাহদী জাহজাহ এর আত্বপ্রকাশের মধ্য দিয়ে যুগযুগ ধরে প্রচলিত এই সকল কাল্পনিক ধারণা-বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বাতিল প্রমাণিত হলো।

তাই সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান থাকবে, বাকি যারা এই রহস্যের ব্যাপারে বেখবর রয়েছে, তারাও যাতে এই রহস্য সম্পর্কে জানতে পারে, এই কাল্পনিক ধারণা হতে মুক্ত হয়ে প্রকৃত সত্যটা জানতে পারে, অনুগ্রহপূর্বক তা উম্মাহর কল্যাণে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিবেন ইংশাআল্লাহ।

তবে এখানেই শেষ নয়!

এবার আপনারা রীতিমতো আবারো চমকে উঠবেন যে,

এই ইমাম জাহজাহ এর নেতৃত্বেই সংঘটিত হবে আরো এক হিন্দের যুদ্ধ, যা দখলদার ইহুদীদের বিরুদ্ধে!

জি ঠিকই শুনেছেন!

যা সরাসরি ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ রহ.-ও তাঁর কিতাবুল ফিতানে প্রখ্যাত তাবেয়ী কা'ব আল আহবার রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন!

এই যে সেই বর্ণনা-

কা’ব রহ. বলেন, বাইতুল মাকদিসের একজন বাদশাহ হিন্দুস্তানের দিকে একটি সৈন্যদল পাঠাবেন। সৈন্যদল হিন্দুস্তানের ভূমি জয় করে তা পদানত করবে। তারা সেখানকার গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার করায়ত্ব করবেন। তারপর বাদশাহ এসব ধনদৌলত বাইতুল মাকদিসের সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যবহার করবেন। সৈন্যদলটি হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে বন্দী করে তাঁর নিকট উপস্থিত করবে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল এলাকায় তিনি জয়লাভ করবেন। দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁরা হিন্দুস্তানেই অবস্থান করবেন।” -

(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১/৪০৯, হাদীস ১২৩৫, ১২১৫)

হাদীসটির মান: সনদটির বর্ণনাকারীগণ ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। তবে সনদে বাহ্যত ইনকিতা বা রাবির বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। সম্ভবত হাকাম বিন নাফি' বর্ণনাটি বলার সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য মাঝের দুজন বর্ণনাকারীর নাম (সফওয়ান বিন আমর ও শুরাইহ বিন উবায়দ) বাদ দিয়েছেন। আর বিষয়টি এভাবে বুঝে আসে যে, নুয়াইম বিন হাম্মাদ 'আলফিতান' গ্রন্থে হাকাম বিন নাফি' থেকে, তিনি সফওয়ান বিন আমর থেকে, তিনি শুরাইহ বিন উবায়দ থেকে, তিনি কা'ব আহবার থেকে

الحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ كَعْبٍ الْأَحْبَا

একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। (হাদীস ২৩৮, ২৪১, ২৯৪, ৬০৯, ৬৬৭)

তাহকিক- মুফতি আবু আসেম নাবিল হাফিযাহুল্লাহ।

(তথ্যসূত্র: গাযওয়াতুল হিন্দ বিষয়ক হাদিস সমূহ: সনদ বিশ্লেষণপূর্বক পর্যালোচনা, সংকলক- মুফতি আবু আসেম নাবিল হাফিযাহুল্লাহ, পৃষ্ঠা নং- ৪৮)

সুবহানাল্লাহ!

এই যে সেই বায়তুল মাকদিসের

বাদশাহ জাহজাহ!

দেখলেনতো, কি আশ্চর্যজনক বর্ণনা!?

লক্ষ করুন,

এখানে জাহজাহ এর নাম সরাসরি না থাকলেও, ঠিকই শেষাংশে বলা আছে দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা।

যা একটু আগেই আমরা হযরত আরতাত রহ. এর বর্ণনা হতে দেখে এসেছিলাম যে, তার ও ঈসা (আ.) এর আবির্ভাবের ঘটনা ঘটবে এই ইমাম জাহজাহ এর আমলে।

তাই, সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান করে যে, বায়তুল মাকদিসের ঐ বাদশাহ হলেন ইমাম জাহজাহ!

শুধু তাই নয়, এবার আপনারা পুরোই হতভাগ হয়ে যাবেন যে,

যদিও এই কিতাবুল ফিতানে সেই হিন্দের যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে হবে এই মর্মে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু অনলাইনে প্রচারিত সেই বিস্ময়কর দুর্লভ কিতাবগুলোতেই এমন কয়েকটি হাদীস উল্লেখ পাওয়া যায়, যাতে সরাসরি উল্লেখ রয়েছে যে,

সেই যুদ্ধটি হবে মূলত দখলদার ইহুদীদের বিরুদ্ধে!

যেমন,

এই হাদীস-

হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল যুবকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে। আর এ যুদ্ধের ব্যাপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তা'য়ালাও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই আল্লাহ তা'য়ালা মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সুরা ইব্রাহিম এর ৪৭ নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লহর রাসূল ! তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজাহ পৃথিবী শাসন করবে তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদীদের দখলে যাবে। আর তখন বায়তুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে। আর সেখান থেকে জাহজাহ কালোপতাকা নিয়ে এক দল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) এর আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) ৩৩ বছর পৃথিবী শাসন করবে।

- (আস সুনানুল কিতাবুল ফিরদাউস, হাদীস নং- ১৫০৭; কিতাবুল আক্বিব, হাদীস নং- ১০০; আখীরুজ্জামানা আল মাহদী ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, হাদীস নং- ২৩৫)

অপর বর্ণনায় এসেছে,
হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, হিন্দুস্তান মুসলমানরা শাসন করবে। আবার তা মুশরিকরা দখল করবে এবং তারাই সেখানে তাদের সকল হুকুম প্রতিষ্ঠা করবে। আবার তা মুসলমানরা বিজয় করবে যাদের নেতা হবে মাহমুদ এবং সেখানে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু লা'নত ইহুদিদের প্রতি। একথা বলে তিনি (রাসূল ﷺ) রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তার চেহারায় রক্তিম চিহ্ন প্রকাশ পেল। সাহাবীগণ তাদের কণ্ঠ নিচু করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল সেখানে ইহুদিদের কর্ম কী? তিনি বললেন, অভিশপ্ত জাতিরা মাহমুদের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং সেখানকার একটি অঞ্চল তাদের দখলে নেবে। সাহাবীগণ বললেন, তখন কী তারা (মুসলমানরা) অভিশপ্ত জাতিদের মোকাবেলা করবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ করবে। আর তাদের সাহায্য করবে বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেমের) একজন বাদশাহ।

(আস সুনানুল কিতাবুল ফিরদাউস, হাদীস নং- ১৭০৮; কিতাবুল আক্বিব, হাদীস নং- ১৩৮)

সুবহানাল্লাহ! কি রহস্যময়ী বর্ণনা!
এই যে সেই বায়তুল মাকদিস বাদশাহর বিস্তারিত বর্ণনা!

এবার দেখলেনতো, সরাসরি জাহজাহ নামও উল্লেখিত!?

এই যেন, সেই কা'ব রহ. এর সেই বর্ণনার বিস্তারিত রূপ!

তারপর আরো লক্ষ করুন,

এখানে উভয় হিন্দের যুদ্ধের কথাই একই সাথে বর্ণিত! যার মধ্যে একটি বলা আছে- প্রতিশ্রুত যুদ্ধ, যা ইমাম মাহমুদের নেতৃত্বে আর অপরটি সাধারণ প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ, যা সেই বায়তুল মুকাদ্দাসের বাদশাহ ইমাম জাহজাহ এর নেতৃত্বে!

সুবহানাল্লাহ! এই যেন স্বতন্ত্র আরো এক রহস্যের প্রতিচ্ছবি!

কিন্তু এই মহা রহস্যময়ী বর্ণনাগুলো না জানার কারণে অনেকে এই বায়তুল মাকদিসের বাদশাহ ইমাম মাহদী মনে করে বসে। ফলে আরো এক কাল্পনিক বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটে যে, গাযওয়াতুল হিন্দ নাকি ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে হবে?

অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আশা করি

এখন আপনারা সবকিছু বুঝতে পেরেছেন কিভাবে এইসকল কাল্পনিক ধারণার উদ্ভব ঘটেছিল?

সুতরাং, আজ এই জাহজাহ এর আত্বপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই সকল কাল্পনিক ধারণার অবসান হলো।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সর্বদা সত্যের সাথে থাকার তাওফিক দান করুন আমিন।

ইয়ামেনী ও খোরাসানী-
আরো দুই অজানা চরিত্রের আত্মপ্রকাশ!

জি ঠিকই শুনেছেন!

কেবল জাহজাহ নয়!

আরো দুই মহান নেতাকেও আজ আমরা সকলে ভুলে রয়েছি,
যারাই কিনা হবে সেই ইমাম মাহদীর অন্যতম সহযোগী!

এমনকি পূর্ববর্তী যুগশ্রেষ্ঠ অনেক আলেম-উলামাও তাঁদের ব্যাপারেও জানতেন না। কিন্তু তাঁদেরও একজনের কথা এসেছিল সরাসরি আপনাদেরই সুপরিচিত সেই সিহাহ সিত্তাহ কিতাবেও!

জানেন কি? কারা তারা?

আর কেউ নয়, বরং সেই ইয়ামেনী মানসুর ও খোরাসানী শুয়াইভ ইবনে ছালেহ! চমকে গেলেন নিশ্চয়? আগে কখনো শুনেছেন কি? তবে হয়তো যারা ইমাম নূয়্যাইম ইবনে হাম্মাদ রহ. এর কিতাবুল ফিতান অধ্যয়ন করেছেন, তারা অবশ্যই এই দুই চরিত্র সম্পর্কে অবগত থাকতে পারেন।

সেখানেও তাঁদের ব্যাপারে বেশ কয়েক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তবে আজ তাঁদের ব্যাপারে আমি আপনাদের এমন কয়েক হাদীস দেখাবো, যা কিতাবুল ফিতানেও হয়তো পাননি।

অভাক হচ্ছেন নিশ্চয়?

বলছি সেই আযিফাতিল আ-যিফাহ কিতাবটির আরো একটি বিস্ময়কর চমকের কথা! যেখানে তাঁদের ব্যাপারে এমন কয়েকটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে, যা কিতাবুল ফিতানেও আসেনি।

চলুন তাহলে এবার সেই বিস্ময়কর হাদীসগুলো দেখা যাক।

১. ইয়ামেনী মানসুর-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الروم أن يظهر على أهل الشام فيمدهم الله بقطيعطين دفعة سبعين ألفا ودفعة ثمانين ألفا من أهل اليمن فيجب للمسلمين

أن يلزموا جيشهم في ملحمة الشام لأن تلك الملحمة يأمرها ذو العصا اسمه منصور يبعثه الله أميرا لهم، والده من قريش، وأمه من قحطان من اليمن

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অচিরেই রোমানরা শামবাসীদের উপর আক্রমন করবে তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের কে দুটি দল দিয়ে সাহায্য করবেন। প্রথমবার সত্তর হাজার আর দ্বিতীয় বার আশি হাজার ইয়ামানের অধিবাসীদের

দ্বারা। সুতরাং মুসলমানদের উপর আবশ্যক হলো শামের যুদ্ধে তাদের বাহীনির সাথে শরিক হওয়া। কেননা সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন মানসুর নামক একজন লাঠি ওয়ালা যাকে আল্লাহু তা'য়ালা তাদের আমীর হিসেবে পাঠাবেন। তার পিতা হবে কুরাইশ গোত্রের। এবং তার মাতা হবে ইয়ামানের কাহতান গোত্রের। (আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব বাগদাদী রহ., খন্ড-১, হাদীস নং- ২৫২)

সুবহানাল্লাহ! এই যে সেই আল্লাহ প্রদত্ত আরো এক আমীরের পরিচয়- মানসুর! যাকে আপনারা অনেকে এতদিন জানতেন না। এই যে সেই লাঠিওয়ালা আমীর, যার ব্যাপারেই এসেছিল আপনাদেরই সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ সিহাহ সিত্তাহ কিতাবেরই অন্যতম বিশুদ্ধ কিতাব সহীহ বুখারীতে!

এই যে নিজের চোখেই দেখুন!-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ "

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহ্তান গোত্র হতে এমন এক ব্যক্তির আগমন না হবে যে মানুষ জাতিকে তার লাঠির সাহায্যে পরিচালিত করবে।
(সহীহ বুখারী, অধ্যায়- কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং- ৩৫১৭, প্রকাশনী- তাওহীদ পাবলিকেশন)
উক্ত হাদীসটি সহীহ বুখারীর কিতাবুল ফিতান অধ্যায়েও এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ

আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না কাহতান গোত্র থেকে এমন এক লোক বের হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।
(সহীহ বুখারী, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬১৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৬৩২)
এছাড়া, সহীহ মুসলিমসহ আরো বহু প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবেও এসেছে।
দেখুন-
(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান আন্তর্জাতিক নং-২৯১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৭০৪৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৯৩৯৫, মুসনাদে বাযযার, হাদীস নং- ৮১৬১, সহীহুল জামি', হাদীস নং- ৭৪২৫)

দেখলেনতো, কি বিখ্যাত হাদীস!

বুখারী ও মুসলিমসহ প্রায় অসংখ্য হাদীসের কিতাবে এসেছে।
কিন্তু কে এই কাহতানী, এটা আর সহীহ হাদীসে আসেনি।
কারণ তা ছিল সেই গোপন ব্যাগে!
তবে যদিও সুনানে আবু দাউদে দুর্বল সনদে একটা হাদীস আছে-

عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَطِّئُ أَوْ يُمَكِّنُ لآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ " . أَوْ قَالَ " "

হিলাল ইবনে আমর (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা.)-কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী (সা.) বলেছেন, 'অরাইন্-নাহার' থেকে এমন এক ব্যক্তি বের হবে, যার নাম হবে 'হারিছ ইব্ন হারবাছ' এবং তার আগে অপর এক ব্যক্তি বের হবে, যাকে লোকেরা 'মানসুর' বলবে। তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজনদের তেমনি ভাবে আশ্রয় দেবেন, যেমনি ভাবে কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আশ্রয় দিয়েছিল। প্রত্যেক মু'মিনের উচিত হবে তাঁকে সাহায্য করা এবং তাঁর আহব্বানে সাড়া দেওয়া।

(সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়- কিতাবুল মাহদী, হাদীস নং- ৪২৯০ (আন্তর্জাতিক); আল ফিরদাউস, লেখক- ইমাম দায়লামী রহ., হাদীস নং- ৮৯৩০)
হাদীসটির মান- যইফ।
তো দেখতে পারছেন নিশ্চয়? এখানে অবশ্যই মানসুরের কথা চলে আসছে,

যার ক্ষেত্রে বলা হয়ছে রাসূল (সা.) এর পরিবার-পরিজন তথা ইমাম মাহদীকে আশ্রয় দিবে।

কিন্তু ঐ কাহতানী আমীর যে এই মানসুর, আর বিস্তারিত কিছু আসেনি। যা এসেছে কিতাবুল ফিতান, আযিফাতিল আ-যিফাহ এর মতো কিতাবে। এবার বুঝলেনতো সেই গোপন ব্যাগের রহস্যময়ীতা?

খতিব আল বাগদাদী রহ. এর সেই আযিফাতিল আ-যিফাহ কিতাবটিতে এসেছে,

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال بينما كنا نجالس بعضنا تحت ظل الشجرة كان يجلس فيها عبد الله بن عمرو فجاء عندنا رجل ثلاث، ويسلمون علينا ويستأذنون منا ثم يسترحون أن يجلسوا في مجلسنا، هم من قحطان من اليمن ويقولون بين ما حوارنا أن الله يبعث أميرا من قحطاننا، فسمع عبد الله بن عمرو أقوالهم وفغضب عليهم وقام وقال والله ما تقولون عن أمير القحطان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أباه من قريش واسم ذلك الأمير منصور

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন আমরা গাছের ছায়ায় একসাথে বসেছিলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আমরও সেখানে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনজন লোক আমাদের নিকট আসলেন। তাঁরা আমাদেরকে সালাম দিল এবং আমাদের নিকট অনুমতি চাইল। অতঃপর, তাঁরা আমাদের মাজলিসে বসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাঁরা ছিল ইয়ামানের কাহতান গোত্রের। তাঁরা আমাদের আলোচনা চলাকালীন সময় বলল- নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের কাহতান গোত্র থেকে একজন আমীর পাঠাবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর তাদের

কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে দাড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা কাহতানের আমীর সম্পর্কে কি বল? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় তার পিতা হবে কুরাইশ বংশের। আর ঐ আমীরের নাম হবে মানসুর।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, খন্ড-১, হাদীস নং- ২৫৪)

সুবহানাল্লাহ! এবার দেখলেনতো চমক?
ঐ কাহতানী আমীর হলো সেই মানসুর!
যিনি প্রকৃত অর্থে মূল বংশগতভাবে পিতার দিক থেকে একজন কুরাইশী।
এখানেই শেষ নয়, আরো এক চমক দেখুন-
সেই আমীর মানসুর ইমাম মাহদীকে মদিনা হতে মক্কায় পালিয়ে যেতে তথা আশ্রয় গ্রহণে সহায়তা করবে-

২৮২- عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يخرج المهدي من أهل بنت رسول الله فاطمة الذي يعيد المكة هاربا من المدينة بنصر المنصور حتى يأمر أن يطرده من المدينة، فيحاربون أبناء الخليفة بتلك الساعة المكة، فيقاتلهم المهدي بجنوده بأمر الله ويظهر عليهم الحرب ويدخل المكة ثم يفتح المدينة من الضالين

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতে শুনেছি- মাহদী আল্লাহর রাসূলের কন্যা ফাতিমার বংশ থেকে বের হবে, যিনি মানসুরের সহযোগিতায় মদিনা থেকে পালিয়ে মক্কায় আশ্রয় নিবেন। এমনকি মানসুর মাহদীকে মদিনা থেকে বের করার কৌশল করবেন। ঐ সময় মক্কায় খলীফার সন্তানদের মাঝে পরস্পর লড়াই হবে। মাহদী আল্লাহর নির্দেশে তার

সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধে তাদের উপর বিজয় লাভ করবেন এবং মক্কায় প্রবেশ করবেন। অতঃপর পথভ্রষ্টদের হাত থেকে মদিনাকে বিজয় করবেন।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., খন্ড-১, হাদীস নং-২৮২)

সুবহানাল্লাহ! দেখলেনতো!? যেমনটা আবু
দাউদে বলা ছিল মানসুর মাহদীকে সহযোগিতা করবেন, ঠিক তাই বলা আছে এই হাদীসে আরো বিস্তারিতভাবে!
যেন একের পর এক রহস্যময়ী চমক! এমন অসংখ্য আশ্চর্যজনক বর্ণনা রয়েছে, যা দিয়ে একটা আলাদা বই রচনা সম্ভব। তাই আপনাদেরকে আবারো আহ্বান করছি, যতদ্রূত সম্ভব হয়, আল ইমান প্রকাশনী হতে প্রকাশিত সেই আযিফাতিল আ-যিফাহ (কিয়ামত সন্নিকটে) বইটি সংগ্রহ করুন।
অতঃপর দেখুন, এখানে বলা আছে মাহদী আল্লাহর নির্দেশ পাবেন। ঠিক যেমনটা আমরা পূর্বে সুনানে ইবনে মাজাহ এর সেই হাদীস হতে ধারণা করেছিলাম যে তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহামি বিশেষ কিছু পাবেন। হাদীসটি আবারো উল্লেখ করা হলো-

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ "

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মাহদী আমাদের আহলে বাইত থেকে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এক রাতে সংশোধন করবেন (তথা খিলাফতের যোগ্য করবেন)।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং- ৪০৮৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৬৪৬, সিলসিলাতুল সহীহাহ, হাদীস ২৩৭১, রাওদুন নাদীর ২/৫৩)

হাদীসের মান- হাসান (তাহকীক- আলবাণী রহ.)।

এই যে, এবার পেলেনতো প্রমাণ?

শুধু তাই নয়, আরো এক মহা বিস্ময়কর হাদীস রয়েছে, যা দেখে আপনাদের সকলেরই চোখ কপালে উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে!

পরবর্তী পরিচ্ছেদে তা আলোচিত হবে ইংশাআল্লাহ।

অতএব, চলুন এবার, পরিচিত হয় সেই ২য় জনের সাথে। কে এই খোরাসানী শুয়াইভ ইবনে ছালেহ?

২. খোরাসানী শুয়াইভ ইবনে ছালেহ-

খতিব বাগদাদী রহ. এর সেই আযিফাতিল আ-যিফাতেই এসেছে,

٢٧٥- عن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى لأهل الخراسان الذين يقاتلون اليهود والنصوى ويغلبون، ويخرج منهم شعيب بن صالح الذي صاحب الخليفة المهدي

হযরত কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, খুরাসানবাসীদের জন্য সুসংবাদ যারা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় হবে। তাদের মধ্য থেকে শুয়াইব ইবনে

ছালেহ এর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যিনি খলীফা মাহদীর সহচর হবেন।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, খন্ড-১, হাদীস নং- ২৭৫)
অপর বর্ণনায় এসেছে,

٢٧٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل مؤمن يهلك مذاهب الكفر من الخراسان، يفعل هذا بالقتال، يأمر الجيش الحامل الراية السود، ويرتحل إلى العرب اسمه شعيب، واسم والده صالح هو صاحب الخليفة المهدي

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন মুমিন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে
যিনি খুরাসান থেকে কুফরী ধর্মগুলোকে ধ্বংস করবেন। তিনি এটি করবেন সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে। তিনি কালো পতাকাবাহী দলের নেতৃত্ব দিবেন। অতঃপর, আরবের দিকে রওনা দিবেন। তার নাম হবে শুয়াইব, তার পিতার নাম হবে ছালেহ। তিনি খলীফা মাহদীর সহচর হবেন।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, খন্ড-১, হাদীস নং- ২৭৬)
সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!
সরাসরি পরিচয় প্রকাশ!
দেখলেনতো!?
সেই শুয়াইভ ইবনে ছালেহ হলো খোরাসানী আমীর! যিনি কিনা খোরাসানের বৃহত্তম কালোপতাকাবাহী দলের এক অংশের নেতৃত্ব দিবেন!
আর ইমাম মাহদীর সহচর হবেন!
অথচ, তাঁরাই ছিল আমাদের সকলের কল্পনার বাইরে, এই রহস্য লুকিয়ে থাকার কারণে।
তারপর আরো লক্ষ করুন,

উক্ত হাদীসে বর্তমান আফগানি তালিবান মুজাহিদদের কথাও বলা আছে!
খুরাসানবাসীদের জন্য সুসংবাদ যারা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় হবে। যা সুস্পষ্ট সেই তালেবান মুজাহিদদের কথা! যারা ন্যাটো-আমেরিকাকে তাড়িয়ে আফগান বিজয় করেছে!
আর তাঁদের মধ্য হতেই কিনা সেই শুয়াইব ইবনে ছালেহ এর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আল্লাহু আকবার!
হয়তো সেসময় খোরাসানে আবারো কুফরি ধর্মেরও অনুপ্রবেশ ঘটবে। তাই শুয়াইভ ইবনে ছালেহ সেগুলো যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করবেন।
অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,
এই ছিল সেই আরো দুই অজানা চরিত্র। মুসলিম উম্মাহর দুই মহান নেতা। যাদেরই এতদিন আপনারা ভুলেছিলেন।
আশা করি এখন সব জানতে পারলেন
ইংশাআল্লাহ।
আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তবে শেষ করার আগে,
আরো এক রহস্যময়ী বিষয় আপনাদের নিকট উপাস্থাপন করে যাচ্ছি, যা-ই হবে এই মহা রহস্যের অন্যতম প্রধান ও শেষ চমক!
তার মধ্য দিয়ে আমাদের এই মহা রহস্যের যাত্রা সমাপ্ত হবে ইংশাআল্লাহ।
তো, চলুন তাহলে এবার, দেখা যাক কি সেই বিষয়!?

কারা সেই কালোপতাকাধারী বাহিনী?

-সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান!

কি, চমকে গেলেনতো?

জি ঠিকই শুনেছেন! এই সেই বিষয়!

সেই খোরাসানের কালোপতাকাধারী বাহিনী! যারাই কিনা সেই ইমাম মাহদীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে মর্মে বলা আছে হাদীসে!

যেমন-

সুনানে ইবনে মাজাতে এসেছে,

আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায়ই আয-যাবীদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "পূর্ব দিক থেকে কতক লোকের উত্থান হবে এবং তারা মাহদীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে"। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৪০৮৮)

অপর বর্ণনায় এসেছে,

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "খুরাসান থেকে (মাহদীর সমর্থনে) কালো বর্ণের পতাকাবাহী সৈন্যদল বের হবে। অবশেষে তা বায়তুল মুকাদ্দাসে স্থাপিত করা হবে। কোন কিছুই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না।"

(জামে' আত-তিরমিজি, হাদীস নং- ২২৬৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ৮৭৬০)

যা আশা করি সকলেই জানেন।

কিন্তু রহস্য শুরু হয় তাঁদের পরিচয় নিয়ে?

কারা তাঁরা? তাঁদের দলীয় আমীর কে?

যা আর বিস্তারিত আসেনি এই সকল পরিচিত হাদীস গ্রন্থগুলোতে।

কেবল খোরাসান হতে কালোপতাকাবাহী একটি দল আসবে মাহদীর সমর্থনে এইটুকু বলা আছে। যেমনটা উপর্যুক্ত হাদীসে আমরা দেখতে পারছি।
তাই, বর্তমান কিংবা পূর্ববর্তী কোনো আলেম-উলামাই আর তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারেননি।
ফলে তাদের পরিচয়টাও এই রহস্যে পরিণত হয়ে যায়!
কিন্তু আপনারা এবার পুরোই চমকে উঠবেন যে,
মূলত তাঁদের এই পরিচয়টিই নিহিত ছিল সেই মহা রহস্যময়ী গোপন ব্যাগে! যা সরাসরি খতিব আল বাগদাদী রহ. এর সেই আযিফাতিল আ-যিফাতেই এক বিস্ময়কর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে!
এই যে সেই হাদীস!-

٢٨١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ملحمة عرق الدم بين أبناء الخليفة ويحضر المهدي في ذلك الزمن يجعله الله خليفة لأمتي، فيأتي ملك الله جبريل بخير عنده قال لقد حان الوقت لإظهار الحقيقة وإزالة الباطلة، فيحرب المهدي بجيشه، أعداد عضوهم كأعداد بدر، وهم يتقدمون بالرايات السوداء من قبل الشرقية إلى مكة، فيها الراية السود الغالب على الهند والراية السود الغالب على الخراسان والراية السود اليماني ثم يفتح المهدي المكة مرة أخرى ويتقرب إلى الكعبة حتى يبكي إحتضان الكعبة، فيأتي الناس في ذلك الزمن عنده لأن يبايع فيبيع الناس من المكة وهو كاره

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, খলিফা পুত্রদের মাঝে রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আর সেই সময় মাহদীও উপস্থিত থাকবেন। যাকে আল্লাহ
তা'য়ালা আমার উম্মাহ'র খলিফাহ বানাবেন। তখন আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাইল (আ.) তার নিকট সংবাদ নিয়ে আসবেন যে, সময় হয়েছে মিথ্যা দূর করে সত্য প্রকাশিত হওয়ার। অতঃপর খলিফা মাহদী তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করবেন যাদের সদস্য সংখ্যা হবে বদরের (যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী সাহাবিদের) সংখ্যার ন্যায়। যারা পূর্ব দিকের কালো পতাকা বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে এগিয়ে যাবেন।
সেখানে থাকবে হিন্দ বিজয়ী কালো পতাকা বাহিনী এবং খুরাসান বিজয়ী কালো পতাকা বাহিনী এবং ইয়ামানী কালো পতাকা বাহিনী। অতঃপর মাহদী পুনরায় মক্কা বিজয় করবেন। আর তিনি কা'বার দিকে অগ্রসর হয়ে কা'বাকে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করতে থাকবেন। তখন সেই সময় লোকেরা তার নিকট বাইয়াত দেয়ার জন্য আসবে। অতঃপর তিনি অনাগ্রহ সত্ত্বেও মক্কার লোকদের বাইয়াত নিবেন।
(আযিফাতিল আ-যিফাহ, খন্ড-১, হাদীস নং- ২৮১, বঙ্গানুবাদ- কিয়ামত সন্নিকটে, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)
আল্লাহু আকবার!
দেখলেনতো!?
সরাসরি পরিচয় প্রকাশ!
সেই কালোপতাকাধারী বাহিনী হবে ৩ টি পৃথক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সর্ববৃহৎ বাহিনী! যাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে,

হিন্দুস্তান বিজয়ী কালোপতাকাবাহী বাহিনী, খোরাসান বিজয়ী কালোপতাকাবাহী বাহিনী, ইয়ামেনী কালোপতাকাবাহী বাহিনী!

যারাই কিনা এক জোট হয়ে সেই খোরাসান হতে মক্কার অভিমুখে রওনা হবে! সুবহানাল্লাহ!

কিন্তু এখানেই শেষ নয়! এবার আপনারা রীতিমতো আরো চমকে উঠবেন যে, ঠিক এরই পূর্ববর্তী আরো এক হাদীসে সরাসরি সেই বাহিনীর মূল আমীরের কথাও বলা আছে!

এই যে সেই হাদীস!-

হযরত কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, মদিনায় একটি ফিতনা সৃষ্টি হবে, এবং সেখানে এক যুবককে হত্যা করা হবে। পরবর্তীতে সকলেই যাকে "পবিত্র আত্মা" (নাফসে যাকিয়া) নামে চিনবে। আর সে নিহত হবে সুফিয়ানি বাহিনীর দ্বারা। যারা হলো মাহদীকে হত্যার উদ্দেশ্যে গমনকারী অনুসন্ধানকারী বাহিনী। অতঃপর তার হত্যার সংবাদ মাহদীর নিকট পৌঁছে যাবে। অতঃপর তিনি বলবেন আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ আসমানের সংবাদ এসেছে। শত্রুরা নিকটবর্তী হয়েছে। গোপন সত্য প্রকাশিত হওয়ার সময় হয়েছে। হে

মুবাইয়াদ্ব! তুমি আমার সাথে মদিনা ত্যাগ করে বাইতুল্লায় আশ্রয় নেয়ার জন্য প্রস্তুত হও। হায় আফসোস তাদের জন্য তারা কত আত্মাকে হত্যা করেছে। হায় আফসোস তাদের তারা কত মানুষকে হত্যা করেছে। অতঃপর তিনি মুবায়্যাদ্বকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে পলায়ন করে মনসুর ইয়ামানীর সাহায্যে মক্কায় আল্লাহর ঘরের নিকট আশ্রয় নিবেন। অতঃপর, মাহদীকে বায়তুল্লাহ থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হবে। অতঃপর পূর্ব দিক হতে অনেক গুলো কালো পতাকা বাহিনী মাহদীর নিকট পৌঁছে যাবে। যাদের সংখ্যা হবে বদরের যুদ্ধের

সংখ্যার ন্যায়। আর তারা সকলেই হবে পূর্ব দিকের বিজয়ী মুজাহিদ। আর তাদের আমীর হবে হিন্দ বিজয়ী এমন একজন দূর্বল ব্যক্তি যার উরুর হাড়ের উপর ও কোমরের মাঝে কম শক্তি সম্পন হবে। তারা খলিফা মাহদীর হাতে বাইয়াত গ্রহন করবে।

তৎপর মক্কায় ধনভাণ্ডারকে কেন্দ্র করে খলিফা পুত্রদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। অতঃপর মাহদী আল্লাহ তায়া'লার নির্দেশ পেয়ে তাঁর বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমন করবেন। তারা এমনভাবে যুদ্ধ করবে যেন ইতিপূর্বে কোন গোত্রের সাথে তারা এমন যুদ্ধ করেনি। অতঃপর মাহদীর বাহিনী বিজয় লাভ করবে। অতঃপর তিনি কা'বাকে জড়িয়ে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্রন্দন করতে থাকবেন। তখন সকলেই তার যুদ্ধ বিজয় সম্পর্কে কানকথা বলতে থাকবে। অতঃপর লোকেরা মাহদীকে দেখে ভয়ে ভয়ে তার নিকট আসবে এমতাবস্থায় তিনি কাবাকে ছুয়ে ক্রন্দন করতে থাকবেন, তখন লোকেরা বলবে: হে মাহদী! আমাদের কাছে আসুন, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত দেই। তখন মাহদী বলবেন, আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কতইনা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ! তোমরা কতইনা রক্ত ঝড়িয়েছ। তোমরা কতই না আমানতের খিয়ানত করেছ! অবশেষে তিনি অনাগ্রহ সত্ত্বেও লোকদের আবেদনের ভিত্তিতে বের হয়ে এসে রুকন ও মাকামে ইবরাহীম মাঝে বাইয়াত গ্রহণ করবেন।

(আযিফাতিল আ-যিফাহ, খন্ড-১, হাদীস নং- ২৭৯, বঙ্গানুবাদ- কিয়ামত সন্নিকটে, প্রকাশী- আল ইমান প্রকাশনী)

সুবহানাল্লাহ!

যেন ইমাম মাহদীর আত্বপ্রকাশের পুরো চিত্র চলে এসেছে এই হাদীসে!

লক্ষ করে দেখুন-

সেই কালোপতাকাবাহী বাহিনীর একজন আমীরের কথাও বর্ণিত হয়ছে যে,

তিনি হবেন, হিন্দ বিজয়ী এমন একজন দূর্বল ব্যক্তি যিনি উরুর হাড়ের উপর ও কোমরের মাঝে কম শক্তি সম্পন হবেন!
সুবহানাল্লাহ! তাহলে খিয়াল করতে পারছেন? এখানে কার কথা বলা হয়েছে? মনে কি পড়ে এই "উরুর হাড়ের উপর ও কোমরের মাঝে কম শক্তি সম্পন্ন হওয়া" কার বৈশিষ্ট্য ছিল?
আল্লাহু আকবার, সেই ইমাম মাহমুদের!
যার ব্যাপারেই পর্যালোচনাকালে আমরা দেখেছিলাম যে,
তিনিও হবেন এরূপ উরুর হাড়ের উপর ও কোমরের মাঝে কম শক্তি সম্পন্ন!
যা সেই আযিফাতিল আ-যিফাহ হতেই আমরা দেখেছিলাম-

২৬৫- عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكثر المشركون من الهند ظلما على المسلمين فيخرج أمير من بلاد مشرق الهند اسمه محمود واسم أبيه عبد القدير يكون أن يراه ضعيفا جسما، قليل القوّة بين الكشح على الورك، يفتتح الله به المسلمين منها

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, অচিরেই হিন্দুস্থানের মুশরিকরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। তখন হিন্দের পূর্বদেশ থেকে একজন আমীরের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যার নাম হবে মাহমুদ, এবং তার পিতার নাম হবে আব্দুল ক্বাদীর। তাকে শারীরিকভাবে দুর্বল দেখাবে। যিনি উরুর উপর কোমরের মাঝে কম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন। তখন আল্লাহু তা'য়ালা তাঁর মাধ্যমে হিন্দের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন।

(আযিফাতিল আযিফাহ, লেখক- খতিব আল বাগদাদী রহ., হাদীস নং- ২৬৫, বঙ্গানুবাদ- কিয়ামত সন্নিকটে, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা নং- ২১০, প্রকাশনী- আল ইমান প্রকাশনী)

এই যে! সেই অবিকল বৈশিষ্ট্য!

তাহলে এবার পেলেনতো ইমাম মাহমুদের সত্যতার আরো এক জ্বলন্ত প্রমাণ?

আল্লাহু আকবার!

বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়!?

সেই ইমাম মাহমুদই হবে কিনা সেই খোরাসানের বৃহত্তম কালোপতাকাবাহী বাহিনীর মূল আমীর! যার অধীনে থাকবে সেই খোরাসানী আমীর শুয়াইভ ইবনে সালেহ, ইয়ামেনী আমীর মানসুর!

আল্লাহ আকবার!

আর সেই ইমাম মাহমুদকেই কিনা এতদিন আপনারা বাতিল বলে আসলেন?

মা'আযাল্লাহ!

অতঃপর দেখুন, আরো এক বিস্ময়কর চমক!

উল্লেখিত আযিফাতিল আযিফাহ-এর সেই ২৮১ নং হাদীসটিতে সরাসরি বলা আছে যে,

হযরত মাহদীর নিকট মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) কে প্রেরণ করবেন!

কল্পনা করতে পারছেন? ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) আসবেন সংবাদ নিয়ে!?

তাহলে পেলেনতো এবার সেই প্রমাণটিও? মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন তাঁর মনোনীত আমীরদের নিকট এরূপ ফেরেশতার মাধ্যমেও যে ইলহাম করতে পারেন?

তাইলে, ইমাম মাহদীর নিকট যদি ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) সংবাদ নিয়ে আসতে পারে, তাহলে ইমাম মাহমুদ, ইমাম মানসুর, ইমাম জাহজাহ এর নিকট কেন আসতে পারে না?
তাঁদের নিকটও তো আল্লাহ চাইলে পাঠাতে পারেন, তাই না?
অর্থাৎ, এটাই আপনাদের বুঝাতে চাচ্ছি যে, ইমাম মাহমুদের নিকটও যদি মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে ইলহাম করেন, তাহলে যেন আমরা এটাকে ভুলেও নবুয়তের দাবি বলে অপবাদ দিয়ে না বসি।
কেননা ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) আসার দ্বারা যদি নবুয়ত হয়ে যেত, তাহলেতো ইমাম মাহদীর ক্ষেত্রেও নবুয়ত হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)।

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, কেবল ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) আসার দ্বারা নবুয়ত হয়ে যায় না,
বরং নবুয়ত-রিসালত হয় আল্লাহর ইচ্ছা ও প্রদত্ত দায়িত্বগত দ্বারা।
ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) হচ্ছেন কেবল মহান আল্লাহর বিশেষ বার্তা প্রেরণের মাধ্যম। তিনি কোনো নবুয়ত-রিসালতের প্রমাণবাহক নন। তাই ইমাম মাহদী কিংবা তার মতো অন্যান্য ইমাম-আমীরগণের নিকট ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) আসা মোটেও অস্বাভাবিক কোনো কিছু হয় না।
কেননা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন পবিত্র কুরআনেই বলেছেন,

তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাগণের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে

(সূরা গাফির, আয়াত নং- ১৫)
সুবহানাল্লাহ!
দেখুন এই আয়াতে কি বলা আছে,
মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন তাঁর বান্দাগণের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তিনি ওহী প্রেরণ করেন!
তাহলে কি আর না বুঝার কিছু বাকি থাকে যে, এই ওহী এককভাবে কোনো নবী-রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য কিংবা গুণাবলী নয়, বরং মহান আল্লাহ পাকেরই একমাত্র ইচ্ছা।
তাইতো আমরা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে দেখতে পায় যে,
মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন এমন অনেকের নিকটও ওহী করেছেন, যারা কেউই নবী-রাসূল ছিলেন না!
যেমন-
হযরত মূসা (আ.) এর জননী এবং ঈসা (আ.) এর জননী মারইয়াম (আ.) এর সেই ঐতিহাসিক ঘটনা!
পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বলা আছে যে,
হযরত মারইয়াম (আ.) এর সামনে মহান আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে মানব আকৃতি রূপ ধারণ করে হযরত জিবরাইল (আ.) আগমন করেছিলেন এবং হযরত ঈসা (আ.) এর ব্যাপারে সুসংবাদ দান করেছিলেন। যেমন-
সূরা মারইয়ামে মহান আল্লাহ বলেন,
এ কিতাবে মারইয়ামের বৃত্তান্তও বর্ণনা কর। সেই সময়ের বৃত্তান্ত, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের এক স্থানে চলে গেল।

অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো।
অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্নপ্রকাশ করল।
মারইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর (তবে এখান থেকে সরে যাও)।
ফেরেশতা বলল, আমি তো তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত (ফেরেশতা), তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্যে।
(সূরা মারইয়াম,আয়াত নং: ১৭-১৯)
অতঃপর, সূরা ত্বহায় মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আ'লামিন হযরত মূসা (আ.) এর বৃত্তান্ত বর্ণনাকালে তার মায়ের প্রতি ওহী প্রেরণের ঘটনাটি তুলে ধরেছেন। যেমন-
তিনি মূসা (আ.) কে উদ্দেশ্য করে তার প্রতি স্বীয় পূর্ব অনুগ্রহের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন,
আর আমি তো আরও একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম,
যখন আমি তোমার মাকে ওহীর মাধ্যমে বলেছিলাম সেই কথা, যা এখন ওহীর মাধ্যমে (তোমাকে) জানানো হচ্ছে। যে, তুমি তাকে (মূসাকে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি
আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও।
(সূরা ত্বহা,আয়াত নং: ৩৭-৩৯)
সুবহানাল্লাহ!
তাহলে বলুন আর না বুঝার কিছু বাকি থাকে?

এখানে স্পষ্টভাবেই মূসা (আ.) এর মায়ের প্রতি ওহীর কথা বলা আছে!
যা নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের আরো এক প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, হযরত
মাওলানা মুফতি শফী (রহ.) তাঁর তাফসিরে মা'রেফুল কুরআনে বলেন,
নবী রাসূল নয়— এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি?
وحى শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা , যা শুধু যাকে বলা হয় সেই
জানে অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ
গুণ নয় —নবী , রাসূল , সাধারণ সৃষ্ট জীব বরং জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত এতে
শামিল হতে পারে। যেমন-
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই
অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّك আলোচ্য আয়াতেও আভিধানিক
অর্থে' ওহী ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মূসা-জননীর নবী অথবা
রাসূল হওয়া জরুরী হয় না। যেমন , মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহর বাণী
পৌঁছেছিল , অথচ বিশিষ্ট আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল
ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয় ;
অর্থাৎ আল্লাহ্ তা' আলা কারও অন্তরে কোন বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং
তাকে নিশ্চিত করে দেন যে , এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই।
ওলী-আউলিয়াগণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবূ
হাইয়্যান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে
ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হযরত মারইয়ামের ঘটনায়
স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে
তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সত্তার সাথেই
সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোন
সম্পর্ক নেই। এর বিপরীতে নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই জনসংস্কারের জন্য
কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট করা। এরূপ
ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা

এবং অপরকেও তার নবুয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা; যারা না মানে, তাদেরকে কাফির আখ্যা দেয়া।
ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুয়ত ও নবুয়তের ওহী শেষনবী মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন বুযুর্গের উক্তিতে একেই 'ওহী-তশরীয়ী' ও 'গায়র-তশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে।
(শুধুমাত্র মূল অংশটি তুলে ধরা হয়ছে)
(তাফসিরে মা'রেফুল কুরআন, ৬/৭৭-৭৮)

সুবহানাল্লাহ! বরাবরই সেই কথা!
যেমনটা উল্লেখ করেছিলাম, ঠিক তাই হযরত তাঁর এই তাফসীরে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।
অর্থাৎ, নবুয়তি ওহী সমাপ্ত আর ইলহামি ওহী কিয়ামত পর্যন্ত জারিত।
যার আরো এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো, কিয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়ার ব্যাপারে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) কে মহান আল্লাহর ওহী প্রেরণের ঘটনা!
যা সহীহ মুসলিমে নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে এসেছে যে,

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأَسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي

الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ

এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়া'লা ঈসা (আ.) এর প্রতি এ মর্মে ওহী নাযিল করবেন যে, আমি আমার এমন কিছু বিশেষ বান্দা আবির্ভূত করেছি, যাদের সাথে কারোই যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের তূর পর্বতে সমবেত কর। তখন আল্লাহ তাআলা ইয়াজুয–মাজুয সম্প্রদায়কে প্রেরণ করবেন। তারা প্রতি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। তাদের প্রথম দলটি তবরিস্তান উপসাগরের নিকট এসে এর সমুদয় পানি পান করে নিঃশেষ করে দিবে। অতঃপর তাদের সর্বশেষ দলটি এ স্থান দিয়ে যাত্রাকালে বলবে, এ সমুদ্রে এক সময় অবশ্যই পানি ছিল। তারা আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে অবরোধ করে রাখবে। ফলে তাদের নিকট একটি ষাঁড়ের মাথা বর্তমানে তোমাদের নিকট একশ দীনারের মূল্যের চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন হবে।

(মূল অংশ)

(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সাআহ, হাদীস নং- ৭১০৬, প্রকাশনী- ইসলামিক ফাউন্ডেশন,
আন্তর্জাতিক নং- ২৯৩৭)

তাহলে এবার পেলেনতো প্রমাণ ইলহামি ওহী কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকার? এবার লক্ষ করুন, মুফতি শফী রহ. তাঁর তাফসীরে সেই বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যে, এই ধরনের ইলহামগুলো ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। তাইলে এবার বুঝা আসলো কি? ইমাম মাহদীর নিকট কেন জিবরাইল (আ.) সংবাদ নিয়ে আসবেন বলা আছে?

অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম মাহমুদ, ইমাম মানসুর, ইমাম জাহজাহ ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটতে পারে। যদি আল্লাহ পাক তা ইচ্ছা করেন।

তাই এতে মোটেও বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ঠিক এই বিষয়টিও সেই আস সুনানুল কিতাবুল ফিরদাউসে এসেছে যে,

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার হলো, তারা ইলহাম পাবে। যেমন আমার জামানায় হযরত উমর (রা.) পেয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ইলহাম কি? তিনি বললেন, গোপন ওহী। যার মাধ্যমে আল্লাহ তার প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলবেন।

(আস সুনানুল কিতাবুল ফিরদাউস, খন্ড-২য়, হাদিস নং-৭৯৬)

সুবহানাল্লাহ! দেখলেনতো, সরাসরি হাদীসেও সেই ইলহামি ওহীর কথা বলা!?

তারপর লক্ষ করুন,

এখানে বলা আছে, হযরত উমর (রা.)-ও এরকম ইলহাম পেয়েছিলেন, রাসূল (সা.) এর সময়!

অতএব, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

আশা করি এবার আপনাদের নিকট সবকিছু সুস্পষ্ট হয়েছে।

কালোপতাকাধারী সেই বাহিনীর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইলহামি ওহীর ন্যায় সেই আরো একটি রহস্যময়ী বিষয়ও জানতে পারলেন।

মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এইসকল রহস্যময়ী অজানা বিষয়গুলোকে অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন আমিন।

উপসংহার

তো সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

এই ছিল বইটির আলোচনা।

আশা করি, এই মহা রহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে আপনারা সকলেই উপকৃত হয়েছেন এবং শেষ জামানার বহু অজানা তথ্য ও বিশ্লেষণ জানতে পেরেছেন। বিশেষত বহুল আলোচিত ইমাম মাহমুদের মতো রহস্যঘেরা সেই অজানা চরিত্রের বাস্তবতা, মানসুর, শুয়াইভ ও ২য় মাহদীর ন্যায় বিস্ময়কর চরিত্রের বিবরণ এবং খোরাসানী কালোপতাকাধারী বাহিনীর রহস্যময় পরিচয় আপনাদের চিন্তাচেতনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

তাই, সকলের প্রতি আমার একটি বিশেষ অনুরোধ থাকবে, যারা এখনো এই রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞাত রয়েছেন, তারাও যাতে এই রহস্যের সাক্ষাৎ পেতে পারে, আপনারাও পৌঁছে দিন বইটির সংবাদ তাদের দুয়ারে। শরিক হোন উম্মাহর এই বৃহত্তর কল্যাণযাত্রায়, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ পাকের সেই বাণী-

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

বলুন, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।

(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত নং- ৮১)

আবারো উচ্চারণ করে সেই সমস্ত লোকদেরকে বলে যেতে চাই, যারা ইমাম মাহমুদ বিষয়টাকে বাতিল বলে প্রচার করেছিলেন, সাবধান হয়ে যান এবার। উম্মাহর সাথে আর প্রতারণা করিয়েন না। সত্য সমাগত হয়েছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।

আজ এই রহস্য আপনাদের সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যহত করে দিয়েছে। আজ এই উম্মাহ জানতে পেরেছে আসল সত্য কি ছিল?

তাই, আবারো উদাত্ত আহবান রইল সকলের প্রতি,

শেষ জামানা সম্পর্কিত যত কিতাব আপনাদের কাছে পৌঁছাবে, তার কোনোটিই অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে 'আযিফাতিল আ-যিফাহ' গ্রন্থটিকে। যাতে এই মহা রহস্যময় গোপন ব্যাগের হাদীসসমূহ থেকে বঞ্চিত না হন।

ঠিক আছে তাহলে, সকলের সার্বিক সুস্থতা কামনা করে এখানেই শেষ করছি এই রহস্যময়ী যাত্রা। মহান আল্লাহ পাক সকলকে বিষয়গুলো বুঝার ও মানার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ওয়ামা আ'লাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন।

ওয়া আখির দা'ওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন।

আসসালামু আ'লাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু।

আল্লাহ হাফেজ